[illegible]।

ডাকের কথায়।

তত্ত্বালোক।

প্রথম সংস্করণ।

শ্রীভোলানাথ দত্ত দ্বারা
প্রণীত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১৪ সাল।

॥ অবনীনাথ গ্রন্থ ॥

শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।
তারা প্রেস, উত্তরপাড়া।

ভূমিকা।

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে কতিপয় সাহিত্য-সেবক মহোদয়ের অর্থ সাহায্যে "ডাকের কথার" অসম্পূর্ণ কয়েক ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎকালে সাময়িক সম্বাদ পত্র সমূহে সমালোচিত, ও বিশেষরূপে প্রশংসিত হইলেও অর্থাভাবে উহা অসম্পূর্ণাবস্থাতেই রহিয়া যায়। সম্প্রতি কোন সাহিত্য-সেবক সহৃদয় মহাত্মার অর্থ সাহায্যে ও উৎসাহ বাক্যে প্ররোচিত হইয়া "ডাকের কথার" পুনর্মুদ্রাঙ্কণে প্রবৃত্ত হইলাম। এই সংস্করণে উত্থাপিত প্রসঙ্গের কতকগুলির মাত্র শেষ মীমাংসা পর্য্যন্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে। গত বিংশতি বৎসরের অধিক কাল যে সকল নীতি রহস্য আমার মনে স্বতঃই উদিত হইয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া সমগ্র রচনার আয়তন যেরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহাতে মুদ্রা যন্ত্রের আশ্রয় লওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব, তথাপি পাঠকবর্গের কথঞ্চিৎ উৎসাহ বাক্য শ্রবণ করিলে ভবিষ্যতে আরও কতকগুলি কথা তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে যত্নবান হইব।

মথুরাবাটী।
জেলা হুগলী।
২৩শে ফাল্গুণ, সন ১৩১৪ সাল।

গ্রন্থকার।

সূচী পত্র।

পাতা।

ডাকের কথা।

—————:o:—————

বন্দনা।

সর্ব্বশেষে করজোড়ে বন্দি এইবার।
সাধকের শ্রেষ্ঠ-দেব শঙ্কর হাল্‌দার॥
আপন আদেশে ব'সে আপন আসনে।
পেয়েছি মায়ের দেখা বিনা আরাধনে॥
কিসে করি দেব তব ঋণ পরিষ্কার।
নাহি কিছু, আছে মাত্র শত নমস্কার॥

প্রণত
শ্রীভোলানাথ দত্ত।

ডাকের কথা।

বৌয়ের কথা।

১

মা বাপের কথা আমি লিখেছি বিস্তর
তাহাতে বিরক্ত দেখি অধিকাংশ নর
এবারে বৌয়ের কথা লিখে যাব তাই
দেখিব সুখ্যাতি পাই কিম্বা গালি খাই

২

বোঝে গেছে মা বাপেতে কিবা আসে যায়
মেদিনী কাঁপাব একা বৌয়ের কথায়
মা বাপের তরে হেথা কারো আসা নয়
বৌয়ের তরেই আসা বুঝেছি নিশ্চয়

৩

মা বাপ বকেয়া পাঁজি, কেবা তাহা মানে
নূতন পঞ্জিকা বউ ভাবি কথা জানে
মা বাপ না হয় বড় কাঁদা কাটি করে
প্রাণের দোশর বউ সঙ্গে পুড়ে মরে

৪

বৌয়ের মতন আর জিনিষ কি আছে ?
বৌয়ের বাতাসে যত পশু পক্ষী নাচে
বৌয়ের কথায় চলে নিখিল সংসার
সৃষ্টি স্থিতি লয় করে বউ অবতার

৫

সংসারী মাত্রের তায় বউ লয়ে ঘর
কেনা ভাবে এ জগতে বৌয়ের কদর ?
বউ রেখে ম'রে গেলে তবে মোরে সুখ
বউ আগে মোরে গেলে নাচের ভিক্ষুক

৬

অধিক লেখায় নাই কিছু প্রয়োজন
(কারণ) বৌয়ের নামেই প্রায় ফুলে উঠে মন
(আর) সকলেই এত দেখে বউমার গুণ
যে, দুচরণ লিখিলেই বারুদে আগুণ

৭

হুহু কোরে জলে উঠে কত পড়ে মনে
শুনেরে বৌয়ের কথা ভাগ্যবানে শুনে
অভাগাতে কি পড়িবে কি বুঝিবে ছাই
ভ্রমর পদ্মিনী চেনে ভেক চেনে নাই

৮

লক্ষ লক্ষ লিখি যদি মা বাপের কথা
ভেসে যাবে তাহা স্রোতে কুটি ভাসে যথা
(কিন্তু) চারি যুগ এত আছে বৌয়ের পশার
(যে) ছুটো কথা হয়ে পড়ে ছুই লক্ষ তার

৯

বিশেষতঃ বিজ্ঞানের চরম লক্ষণ *
বউ তুষ্ট থাকিলেই তুষ্ট নারায়ণ
এমন বৌয়ের কথা না লিখিলে পরে
কাগজ কলম কালি কে পবিত্র করে ?

১০

আমি যে বৌয়ের রাখি নিজে কত মান
পড়িলেই বুঝিবেন যত বুদ্ধিমান
গোটাকত আছে খালি অধঃপেতে ছেলে
মেতে উঠে মা বাপের তুচ্ছ কথা পেলে

১১

সন্ন্যাসী বলিয়া তারা সমাজে প্রচার
তাহাদের যুক্তি সব আলাদা প্রকার
আমাদের সংসারীর বউ প্রয়োজন
সংসারীই বিধাতার অতি প্রিয়জন

১২

সংসারীই চতুর্ব্বর্গ ঘরে ব'সে পায়
মন বাঁধা থাকে যদি বউমার পায়
এ হেন বৌয়ের কথা যে বোঝে না কয়
সে বোয়ের সমাদর সমাজে কি হয় ?

১৩

শিব দুর্গা রাধাকৃষ্ণ লক্ষ্মী নারায়ণ
সীতারাম আদি সবে বউ পরায়ণ
তুমি আমি তবে বুঝি বউ ছেড়ে দিয়ে
স্বশরীরে স্বর্গে যাব মা বাপকে লয়ে ?

১৪

বৌয়ের সকল গুণ প্রকাশিতে পারে
এমন পুরুষ নাই অবনী মাঝারে
ছিলনা যে সে কথায় রোয়েছে প্রমান
(কারণ) বুক পেতে দিয়েছেন যখন ঈশান

১৫

হবেনা যে সে কথা ও বলা যায় জোরে
তোমাতে আমাতে ব'সে পরামর্শ করে,
লেখকে পাঠকে যদি ম'জে যায় মন
সে কথা কাটিতে পারে শ্রোতা কি কখন ?

১৬

আহা   এমন বৌয়ের কথা সমাজে না ব'লে
এত কাল মরিতেছি ভেতে পুড়ে জ্ব'লে
এ বারে বৌয়ের কথা লিখে যাব যত
কত বউ দেখিবেন সন্তানের মত

১৭

আর   কত শত টাকা বোয়ে পাঠাবেন ঘরে
তাঁদের বৌয়ের কষ্ট ঘুচাবার তরে
ডাকের বচন আর কিছু নাই ভয়
লেখ   বউমার জয় জয় বউমার জয়

১৮

সজীব দেবতা বউ কাঁচা ধ'রে খায়
কত কার মাথা যায় বউমার দায়
সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী হয় বউমার ভয়
বউমার জয় জয় বউমার জয়

১৯

বউ ছাড়া যত কথা বাজে কথা সব
কাজের কথায় সব বৌয়ের গৌরব
বউ যার অনুকূল তিনি ভাগ্যবান
প্রতিকূল বউ হ'লে জলে পুড়ে যান

২০

যাহারা রাখিয়া চলে বউমার মান
'পুরুষের মধ্যে তাঁরা মুক্তিপদ পান
বউমাকে কষ্ট দিলে যশ কীর্ত্তি ক্ষয়
বউমার জয় জয় বউমার জয়

২১

বৌয়ের বাতাসে রক্ত পরিষ্কার হয়
বউমার জয় জয় বউমার জয়
বউ বিনা পুরুষের জীবন সংসয়
বউমার জয় জয় বউমার জয়

২২

বৌয়ের পুণ্যেতে রাজা করে দিগ্বিজয়
বউমার জয় জয় বউমার জয়
বৌয়ের গুণেতে প্রজা রাজ-প্রিয় হয়
বউমার জয় জয় বউমার জয়

২৩

বউমাই কবিদিগে স্বর্গে টেনে লয়
বউমার জয় জয় বউ মার জয়
বউমাই ঋষিদের ধ্যানের বিষয়
বউমার জয় জয় বউমার জয়

২৪

ভূজলখেচর কেহ বউ ছাড়া নয়
বউমার জয় জয় বউমার জয়
বউছাড়া কিছু নাই বউ সর্ব্বময়
বউমার জয় জয় বউমার জয়

২৫

বউমা করেন রক্ষা অতি বড় দায়
শীতল করেন বউ অগ্নিতুল্য কায়
বউমার গুণে লক্ষ্মী ঘরে বাঁধা রয়
বউমার জয় জয় বউমার জয়

২৬

সর্ব্বশেষে ভোলানাথ লজ্জা খেয়ে কয়
প্রণমি চরণে দেবী দেহি পদাশ্রয়
জয় মা করুণাময়ি মা তোমার জয়

* একটী নারী, একটী নর,
স্ত্রী পুরুষে করে ঘর
যে যা বলে তাই সয়
কেউ কারো অবাধ্য নয়
এই ভাবে যার ঘর কন্না
হয় ও তেমন সুখ পান না
এ কথাটী ঠারে ঠোরে
যেমনে ফেরাও তেমনে ফেরে

প্রকৃতি পুরুষ দুই সব ঘরে থাকে
উভয়েতে উভয়ের মান যদি রাখে
তা হলে সে সংসারীর সকলি মঙ্গল,
আয়ু বাড়ে বংশ বাড়ে লক্ষ্মীও অচল

কিন্তু যদি উভয়েই বড় হতে চায়
কেহ না প্রত্যয় করে কাহারো কথায়
তাহা হলে সে সংসারীর সব অমঙ্গল
আয়ু কমে বংশ কমে লক্ষ্মীও চঞ্চল

প্রকৃতি পুরুষ দুই সব দেহে থাকে
উভয়েতে উভয়ের মান যদি রাখে
তাহা হলে সে শরীরের সকলি মঙ্গল
জ্ঞান বাড়ে বুদ্ধি বাড়ে জীবন সফল

কিন্তু যদি উভয়েই বড় হতে চায়
কেহ না বিশ্বাস করে কাহারো কথায়
তাহলে সে শরীরের সব অমঙ্গল
জ্ঞান কমে বুদ্ধি কমে জীবন বিফল

যাদের শরীর মধ্যে প্রকৃতি প্রধান
তারাই করিয়া থাকে হরি গুণ গান
বুঝে দেখ পৃথিবীর যত হরি নামী
কাহার বাসনা নয় হরি হন স্বামী

তবে যে যতটা করে পুরুষত্ব লাভ
তত সে বাসনা করে দাস্য সখ্য ভাব
কিন্তু পুরুষ প্রধান হয় যাদের শরীর
তারা কি তোয়াক্কা রাখে অতটা হরির

তাই তারা দিবা নিশি মার গুণ গায়
মায়ের প্রসাদে তাই শান্তি ধামে যায়
তারা কি বাসনা করে দাস্য সখ্য ভাব?
ডাকের বচন তাতে বাসনা অভাব

বাসনা মিটিলে যায় প্রমাদ ও ভ্রান্তি
ঘুচিলে প্রমাদ ভ্রম তবে পায় শান্তি
বাসনাই বউ, যাকে মায়া মায়া বলে
মায়া তুষ্ট হলে সৃষ্টি হুকুমেতে চলে

মা মা ব'লে ব্যস্ত সদা শ্রীমধুসূদন
হরি হরি ক'রে ব্যস্ত জননীই হন
উভয়েতে উভয়ের অর্দ্ধ অঙ্গ কিনা
উভয়ে চঞ্চল তাই উভয়ের বিনা

উভয়ের অভাবেতে উভয়েতে জড়
ডাকের বচন, এর প্রশ্নেতাকে গড়

রাজা রাণীর কথা

হলধর

১

খুড় ? রাজা রাণী আছে যত সংসারীর সার
বল দেখি এর মধ্যে পুণ্য বেশী কার ?
একি রাজার পুণ্যেই রাণী মণি মুক্তা পরে
না রাণীর পুণ্যেতে রাজা রাজ্য ভোগ করে ?

ডাক্

তুমি ওর ভেবে চিন্তে কি করেছ ঠিক ?

হলধর

আমি বলি রাজাদেরি পুণ্যটা অধিক

ডাক

না বাবা, তোমার ওটা অতিশয় ভুল
রাজ্য সুখ ভোগ হেতু রাণীমাই মূল

হলধর

না খুড়, ও কথা বেশ যুক্তিযুক্ত নয়
রাজার পুণ্যই ভোগে রাণী সমুদয়
কত শত রাজকন্যা শিবপূজা করে
উপযুক্ত রাজা লাভ করিবার তরে

বিশেষতঃ মাথা কাটা তপস্যার ফলে
তবে লোক রাজা হয় অবনী মণ্ডলে
তা উর্দ্ধ পদে হেট মুণ্ডে তপ করে যারা,
পরের পুণ্যেতে কি গা সুখভোগে তারা ?

তাদের পুণ্যেই সুখ ভোগে যত প্রাণী
হাজার পণ্ডিত হও, ও কথা কি মানি ?
রাজারা হরণ করে অবনীর ভার
রাজার দ্বারায় কার কত উপকার

রাজারা পোষণ করে সাধু শান্ত জনে
কে কত সু কার্য্য করে রাজাদের ধনে
সিংহ ব্যাঘ্র আদি কত হিংস্র জন্তু ধোরে
পশুত্ব ঘুচিয়ে দেন ব্রহ্মচারী ক'রে

রাজাদের কত গুণ কেবা তাহা জানে
সে রাজার নিন্দা কর ভয় নাই প্রাণে ?

আমি কি প্রাণের ভয় কিছু মাত্র করি
পষ্টাপষ্টি ব'লে যাব মরি আর তরি
বিশেষত জন্মিয়াছি যার রাজ্য কালে
যার গুণ গেয়ে যাব যা থাকে কপালে

মা হ'তে দেখেছি ধরা সকলের আগে
তাতেই মায়ের কথা ভারি মিষ্ট লাগে
মাতৃ স্তন্য পান সবে করিয়াছি আগে
তাতেই মায়ের কথা ভারি মিষ্ট লাগে

মাতাকে চিনেছি সবে সকলের আগে
তাতেই মায়ের কথা ভাঁরি মিষ্ট লাগে
মা বুলি শিখেছি সবে সকলের আগে
তাতেই মায়ের কথা ভারি মিষ্ট লাগে

এ মায়ের গুণ যেবা না শুনে না গায়
বিফল জীবন তার ডাকের কথায়
ডাকের বচন আমি কাকে করিভয়
সন্তানে যদ্যপি হন জননী সদয়

আমিত জননী বিনে কখন জানিনে
মা মানি রাণীকে মানি, রাজাকে মানিনে
তুমি কিন্তু যে রাজার যত গুণ গাও
রাণীকে প্রণমি তাঁর তাঁকে দেখি যাও,

স্ত্রীলোকের ভাগ্যে লক্ষ্মী পুং ভাগ্যে পুত্র
ধনে বংশে বাড়ে যাঁর রাণী সুপবিত্র
পুরুষের ভাগ্যে যদি বংশ বৃদ্ধি হয়
আর স্ত্রীলোকের ভাগ্যে যদি সম্পত্তি না রয়

তা হ'লে সে সব ছেলে হা হা হা হা করে
টাকা টাকা করে আর ঝাড়ে বংশে মরে
কিন্তু স্ত্রীলোকের ভাগ্যে যদি সম্পত্তি রয়
আর পুরুষের ভাগ্যে যদি সন্তান না হয়

তা হ'লে সে বংশ তাজা চিরকাল থাকে
পর পুত্র পুত্র হয়ে মা মা ব'লে ডাকে
যেখানে লিখেছি আমি কামিনী কাঞ্চন
পড়িলে হবেন তুষ্ট যত রাজাগণ

কি রকমে কার পুণ্যে রাজ্য লক্ষ্মী পায়
বিস্তারিত রূপে সব লেখা আছে তায়
আর রাণী মা ও বুঝিবেন কেন তিনি রাণী
এবং কেনই তাঁহার গুণ এতটা বাখানি

আর কি রকমে রাজা হন "রাজা" তাঁর পুণ্যে
এবং কেমনে তাঁহার পুণ্য ভাগ পান শূন্যে ॥
এ যাত্রা কাহার' আমি পক্ষ পাতী নই
মার কথা কিন্তু খুব বেশী ক'রে কই

তা ব'লে সে কথা কিন্তু পক্ষপাত নয়
সঙ্গত কথার জয় অবশ্যই হয়

কামিনী কাঞ্চনের কথা।

হলধর

খুড় ? পৃথিবীর যত সব সাধু শান্ত জন
ধর্ম্ম কর্ম্মে বাদি বলে কামিনী কাঞ্চন
আমিও বুঝেছি ওটা ঠিক কথা বটে
ও দুটার সংশ্রবেতে মহাপাপ ঘটে

সেই জন্যে মনে মনে ভেবেছি এবার
ও দুটার সংশ্রবেতে থাকিবনা আর
বলিতে কি খুড় আমি অরণ্যেই যাব
কৌপিন ধারণ ক'রে ভিক্ষা মেগে খাব

ডাক্

সে কি বাবা, ও রকম বুদ্ধি কোথা পেলে
কোথা যাবে বনে বনে ছেলে পিলে ফেলে ?
ধর্ম্মাধর্ম্ম মন লয়ে কথা বৈত নয়
মন যদি থাকে তবে ঘরেতেই হয়

হলধর

না খুড়ো, বোঝনা তুমি, কথা খুব খাঁটী
কামিনী কাঞ্চনে করে সমুদয় মাটী
বরঞ্চ এড়াতে পারি কাঞ্চনের হাত
কামিনী ঘটায় ওতে বড়ই ব্যাঘাত

মনে করি কামিনীর বাতাসে যাবনা
ও পাপ জাতির পানে ফিরেও চাবনা
কিন্তু ওরা কি রকম যাদু বিদ্যা জানে
মনে হয় ঠিক যেন রসি বেঁধে টানে

এতে কি ওদের হাতে রক্ষা আছে আর
তাই বলি ছেড়ে দিব এ পাপ সংসার
নিকটে না পেলে আর কি করিবে তারা
ভারি কথা ব'লে গেছে পণ্ডিত বেটারা!

ডাক্

সত্য কি ভেবেছ তুমি ছেড়ে দিবে নারী ?

হলধর

পাছুঁয়ে তোমার আমি দিব্যি কোর্ত্তে পারি

ডাক্

তবে আমি ওর এক যুক্তি দেই ব'লে
ছাড়ে কিনা দেখ সেই যুক্তি মতে চলে
যতই করুক্ নারী "মন্দ" ব্যবহার
তোমার হবেনা আর মনের বিকার

ক্রমেতে তারাই হবে ধর্ম্মে অনুকূল
আর তোমাকে দেখিবে যেন পিতৃ সমতুল
আবার কাঞ্চনের এ রকম যুক্তি আমি জানি
কদাচ হবেনা তাতে ধর্ম্ম কর্ম্মে হানি

বরঞ্চ জেয়াদা-তাতে হবে ধর্ম্ম কর্ম্ম
কোন্ মুর্খে ব'লেছে, যে কাঞ্চনে অধর্ম্ম ?
কাঞ্চন অবনী তলে স্বর্গের সোপান
কামিনী আবার যেন ঠিক ব্যোম যান

হয় কাঞ্চনের দ্বারা যাও সোপানে সোপানে
নয় শূন্য পথে স্বর্গে যাও চ'ড়ে ব্যোমযানে
আবার সোপানে সোপানে যারা ব্যোমযানে যায়
কত যে তাদের সুখ কে লেখে কে গায়

ফলে কাঞ্চন অপেক্ষা বেশী কামিনীর দর
তোমার খুড়ীর তাই করি সমাদর

হলধর

তবে তুমি ব'লে দাও আগে সেই যুক্তি
কামিনীর হাতে পাই যে রকমে মুক্তি
অর্থাৎ নাহয় যদি মনের বিকার
কি জন্যে ছাড়ি হেন সুখের সংসার ?

ওটা খালি আক্ষেপেতে বলি বৈত নয়
নৈলে জনক রাজার মত হ'তে ইচ্ছা হয়
কামিনী কাঞ্চন দুই কাছে ছিল তার
অথচ ছিলেন যেন ধর্ম্ম অবতার

ডাক্

মন দিয়ে শুন তবে যুক্তি বলি তার
কদাচ হবেনা যাতে মনের বিকার
"যে রকমে কর জল আসনের শুদ্ধি
নারী শোধনের তরে ধর সেই বুদ্ধি"

অর্থাৎ ইচ্ছা থাকে হ'তে যদি প্রকৃত সন্ন্যাসী
তবে মেয়ে মাত্রে মনে কর "মেয়ে", "মাতা", "মাসী";
তা হ'লে কি কেহ আর টেনে নিতে যাবে
বরঞ্চ তোমাকে দেখে দূরেতে পলাবে

হলধর

ভাল রমণীকে তবে বল' রাখি কোন্ খানে ?

ডাক

রমণী জননী এতো সকলেই জানে

হলধর

ও কথা বলিলে ঝাঁটা পড়িবে কি ফাঁকে ?

ডাক্

ঠিক তাই বটে, যদি বলি যাকে তাকে

হলধর

কাকে তবে দিয়ে থাক' ও রকম যুক্তি ?

ডাক্

তোমার মতন যারা ইচ্ছা করে মুক্তি

হলধর

কি ক'রে তাহাতে তবে বংশ রক্ষা করে ?

ডাক্

আগে নয়, ছেলে পিলে হয়ে গেলে পরে

হলধর

'ক'টী ছেলে হোলে তবে ফেরাবে সম্পর্ক

ডাক্

ষ'টী হ'লে যার পড়ে মোক্ষ প্রতি লক্ষ্য

হলধর

আগা গোড়া কেউ যদি ভেবে চলে তাই ?

ডাক্

ডাকের বচন তার মুক্তি পদ নাই

হলধর

ভাল যদি কারু খালি হয়ে থাকে কন্যে
অথচ ইচ্ছুক হয় মুক্তি লাভ জন্যে ?

ডাক্

মেয়ে হোক, না হউক হ'য়ে যাক্ ম'রে
যদি পত্নীহীনে থাকে আর বিবাহ না ক'রে
সবার মুক্তির কথা ব'লে দিতে পারি
শুনেও শুনেনা লোক ঐ দুঃখ ভারি

হলধর

ভাইপো তব, সে রকম ভোয়া শ্রোতা নয়
যা বলিবে তা শুনিব জানিবে নিশ্চয়
কিন্তু বাবু কেন ভাল কামিনী কাঞ্চন
দয়া কোরে দাসে কর বিস্তারি বর্ণন

ডাক্

১

আচ্ছা বাবা শুন তবে সবিস্তারে বলি
কামিনী কাঞ্চন লয়ে কি নিমিত্তে চলি
অমন ভোগের বস্তু কিছু আর নাই
ভোগ শেষ না হ'লে কি অব্যাহতি পাই ?

২

পৃথিবীর মধ্যে হ'ল দুটী বস্তু সার
কামিনী হইল এক, কাঞ্চনটী আর
এ দুয়ে যাহার মন না মজিল ভুলে
বিফল জীবন তার জন্মে নর কুলে

৩

কামিনীর দ্বারা হয় সন্তান সন্ততি
কাঞ্চনের দ্বারা হয় ধর্ম্মের উন্নতি
সন্তান সন্ততি চাই, চাই ধর্ম্ম বল
নতুবা ডাকের কথা জীবন বিফল

৪

ইচ্ছা মত হয়ে গেলে সন্ততি সন্তান
নারী মাত্রে ভাবা চাই মাতার সমান
একেই এড়ান বলে কামিনীর হাত
এ রকম হোলে তবে ঘোচে যাতায়াত

৫

ইচ্ছা মত হয়ে গেলে ধর্ম্মের উন্নতি
তৃণ সম লক্ষ চাই কাঞ্চনের প্রতি
একেই এড়ান বলে কাঞ্চনের হাত
এ রকম হোলে তবে ঘোচে যাতায়াত

৬

যতই যাহার হোক্ সন্তান সন্ততি
আশা মিটে গেছে, হেন অল্প লোক অতি
পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা করে কন্যা পুত্র তরে
সেই জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মে আর মরে

যতই করুন যিনি ধর্ম্ম উপার্জ্জন
আশা মিটে গেছে, হেন লোক কয় জন ?
ধর্ম্মের নিমিত্তে চেষ্টা পুনঃ পুনঃ করে
সেই জন্য পুঃন পুনঃ জন্মে আর মরে

৮

সন্তানের আশা যদি না মিটিয়া যায়
নারীর হাতে কি কেহ পরিত্রাণ পায় ?
কাজেই ভাবিতে হয় কামিনী কামিনী
আর কল্প তরু তিনি যিনি অন্তর-যামিনী

৯

আমি কি ছাড়িতে পারি অনিচ্ছায় তাঁর ?
তিনি যে নাছোড়বন্দা সৃষ্টিটা যাঁহার
প্রয়োজন নাই আর যদি আমি বলি
তথাপি কিঞ্চিত দেন এত হাত আলি

১০

সন্তানের আশাটা কি সহজেই মেটে
ক'টা নারী ধরে বলো সৎ পুত্র পেটে
সৎ পুত্র না হোলে কি মেটে কারু আশ
কাজেই হইতে হয় কামিনীর দাস

১১

সন্তান জন্মিবে ব'লে নারী সহবাস
সন্তান হোলেই ওর মিটে যায় আশ
তা ব'লে কি ছানা হোলে মেটে কারু আশা ?
বরঞ্চ জেয়াদা বাড়ে ওটার পিপাসা

১২

যে ছেলে করিতে পারে পিতৃ লোকে ত্রাণ
ডাকের কথায় বলে তাকেই সন্তান
সেটা কি করিতে পারে কামজ সন্তানে?
তারা খালি পিতৃলোকে মর্ত্তে টেনে আনে

১৩

পিতৃ লোকে পরিত্রাণ করিবার তরে
দায়ে প'ড়ে নর "নারী" পরিগ্রহ করে
তা বোলে কি যে সে নারী হোলে সেটা হয়
লাভে হ'তে পুরুষের বল বীর্য্য ক্ষয়

১৪

তারা কি স্বামির কাছে পুত্র হেতু শোয়?
মাঝে মাঝে পুরুষের পরমায়ু দোয়
দৈবাৎ তাহাতে যদি পুত্র কন্যা হয়
ছানা বই "ছেলে" তারা কদাচই নয়

১৫

পিতৃ লোকে তারিবার ইচ্ছা করে যারা
দিন ক্ষণ দেখে করে উৎপন্ন তারা
তবে তাহাদের হয় প্রকৃত সন্তান
যাহারা করিতে পারে পিতৃ লোকে ত্রাণ

১৬

এতে কি কামিনী ত্যাগ সহজেই হয় ?
না ছোট খাট কথা ? নাকি সব খেতে সয় ?
বিধাতা যাঁহাকে দেন আশাতীত ফল
তিনিই এড়িয়ে যান মায়ার শৃঙ্খল

১৭

এতে যে এড়াতে পারে কামিনীর হাত
কেন না করিব তাঁকে লক্ষ প্রণিপাত ?
মেয়েকে যে মায়া বলে সকলেই জানে
মেয়েতে পাঠায় ঘরে মেয়েতেই আনে

১৮

যতই করুন যিনি উপভোগ নারী
আশা মেটা লোক কম, লিখে দিতে পারি
নারীর কামনা থাকে অন্তরে অন্তরে
সেই জন্য পুন পুন জন্মে আর মরে

১৯

যত দিন সন্থানেতে না বসিবে মন
ততদিন পুরুষের নারী প্রয়োজন
যত দিন সন্থানেতে থাকিবেক মন
ততদিন পুরুষের প্রয়োজন ধন

২০

যখন যাহার মন সস্থানেতে বসে
তখন চেষ্টিত হয় ধন মান যশে
ধন মান যশ লাভ পুরুষের কর্ম্ম
যত যার বেশী হয় তত তার ধর্ম্ম

২১

কামিনী কাঞ্চন বিনে পরিত্রাণ নাই
মনে মনে কিন্তু ওতে বিষ-দৃষ্টি চাই
তবেই সময়ে হবে শঙ্করের মত
কিন্তু আগা গোড়া ছেড়ে দিলে সব ভূতগত

২২

তবে ত্যাগের নিমিত্তে যারা গ্রহণে নিযুক্ত
তারাই জানিবে তুমি মুক্তি উপযুক্ত
ত্যাগেতে নিযুক্ত যারা গ্রহণের তরে
তারা কি কখনো আর শান্তি ভোগ করে ?

২৩

আবার গ্রহণে নিযুক্ত যারা গ্রহণের তরে
কে জানে তাদের কথা কত জন্মে মরে
কিন্তু ত্যাগের নিমিত্তে যিনি ত্যাগেতে তৎপর
হতেছেন তিনি মুক্তি পথে অগ্রসর

২৪

কি রূপে যে কত দিনে তবে ছাড়ে নারী
যুক্তি বলি শুন তার যত দূর পারি
যুক্তি শুনে পার যদি করে যাও কাজে
আর প্রকৃত পৌরষ বাছা দেখাও সমাজে

২৫

"প্রদানে আদানে কভু কভু পরশনে
দরশনে কভু কভু ভেবে মনে মনে
পরে পরে ক'টী কার্য্য হয়ে গেলে পর
তবে মন ঘরে বসে তবে নর নর

২৬

প্রদানে উৎপন্ন করি সন্তান সন্ততি
আদানে করিয়া থাকি জ্ঞানের উন্নতি
পরশনে ক'রে থাকি আত্মার সঞ্চার
দরশনে করে থাকি ক্রমোন্নতি তার

২৭

মনে মনে ভেবে করি উন্নতির শেষ
আর মন থেকে সোরে গেলে সাক্ষাৎ মহেশ
এত দিনে তবে মেটে কামিনীর হাত
এর মধ্যে ছেড়ে দিলে না না উৎপাত"

২৮

যদি কেহ দিতে চায় কিম্বা দিতে বলে
নিজে মরে, মারে যারা কথা শুনে চলে
তবে ওটা গোড়া থেকে লক্ষ রাখা চাই
যত লক্ষ পড়ে তত অব্যাহতি পাই

২৯

ও জ্বালা এড়ানা কিগো সহজ ব্যাপার ?
তারি ভাগ্যে ঘোটে যায় শেষ জন্ম যার
ডাকের মুখের কথা কাজে কিছু নাই
কাজে যে করিবে তাঁর পদধুলি চাই

৩০

কি কোরে যে কত দিনে ছাড়িবে কাঞ্চন
যুক্তি বলি শুন, মনে উঠেছে যেমন
কিছু দিন করা চাই অর্থ উপার্জ্জন
পরে কিছু দিন চাই রক্ষা করা ধন

৩১

তার পরে থাকা চাই মত্ত হয়ে ধনে
সাকারুপাসনা কোরে ধর্ম্ম উপার্জ্জনে
তাবই হইলে পরে নিরাকারে ভক্তি
তবে ক্রমে ক্রমে কমে ধনের আশক্তি

৩২

নিরাকারে যত জমে অচলা বিশ্বাস
তত হয় ক্রমে ক্রমে বিষয়ে উদাস
তা বই যখন বোঝে প্রণবের অর্থ
তবে হয় ধন তৃষ্ণা ছাড়িতে সমর্থ

৩৩

এত দিনে তবে বোচে কাঞ্চনের হাত
এরমধ্যে ছেড়ে দিলে না না উৎপাত
যদি কেহ দিতে চায় কিম্বা দিতে বলে
নিজে মরে, মারে যারা কথা শুনে চলে

৩৪

মন যদি জেঁকে জুঁকে বসে নিজ ঘরে
কার সাধ্য তাকে আর স্থান ভ্রষ্ট করে
কিন্তু যতক্ষণ সস্থানেতে না বসিতে পায়
তত ক্ষণ স্থানভ্রষ্ট কথায় কথায়

৩৫

সস্থানেতে মন যদি দিবা নিশি রয়
তা হলেই দিবা নিশি হরি কথা কয়
কাজেই তা হ'লে যায় উড়ে পুড়ে মন
তাতেই ধনের এত বেশী প্রয়োজন

৩৬

অর্থাৎ নরের ধন বেশী থাকা চাই
অজস্র করিলে ব্যয় ক্ষয় যার নাই
কাজেই সঞ্চয় চাই সৎবৃত্তি দ্বারা
যাঁহার ভাণ্ডারে থাকে বিধাতা পাহারা

৩৭

ছেড়ে দিতে চাও বাছা কামিনী কাঞ্চন ?
একা কামিনীর আঘ্রানেই মত্ত ত্রিভুবন
আবার কাঞ্চন তাহার সঙ্গে হ'লে মাথামাথী
অনন্তের মধ্যে বর্গ ক্ষেত্র হয়ে থাকি

৩৮

তবে প্রথমে এড়াতে হয় কামিনীর হাত
কাঞ্চনের প্রতি চাই পরে দৃষ্টিপাত
তা বই মিটিয়া গেলে কাঞ্চনের আশ
তবে ঘোচে মানবের পৃথিবীর বাস

* অনন্তের মধ্যে বর্গ ক্ষেত্র হইতে পারিলেই চতুর্বর্গ লাভ হয় ইহার সূক্ষ্মতত্ত্ব সময়ে প্রকাশ হইবে।

৩৯

আর ভেজালে গোজালে যদি দুই কার্য্যে রয়
তুলায়ে পায়ের মত শুভ ফল হয়
কামিনীর দ্বারা হয় কত উপকার
মন দিয়ে শুন বলি সুক্ষ্ম তত্ত্ব তার

৪০

নারায়ণ দুই অংশে বিভাজিত হয়ে
এসেছেন পৃথিবীতে দুটী মূর্ত্তি লয়ে
এক মূর্ত্তী নারী তাঁর অন্য মূর্ত্তি নর
প্রকৃত মিলনে হর স্বাকার ঈশ্বর

৪১

নর $\frac{1}{2}$
নারী $\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$
$\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$

৪২

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$
নর + নারী = পূর্ণ নর
নর − নারী = ০

৪৩

নর × নারী = পুত্র
নারী × নর = কন্যা
নর + নারী = স্ত্রী হীন স্বামী
নারী + নর = স্বামী হীন স্ত্রী

৪৪

নারী লয়ে মানবের হয়ে থাকে যোগ
নারী লয়ে হয়ে থাকে নরের বিয়োগ
নারী লয়ে গুণ হয় নারী লয়ে ভাগ
নারীতে নরের তাই এত অনুরাগ

৪৫

যে পুরুষ না করিল স্ত্রীরত্ন গ্রহণ
নর রূপে বৃথা তার শরীর ধারণ
পূর্ণতা লাভের তার অধিকার নাই
একার্দ্ধের পূর্ণ হেতু অপরার্দ্ধ চাই

৪৬

কাঞ্চনের দ্বারা হয় মানবের স্বর্গ
কাঞ্চনের দ্বারা ঘটে না না উপসর্গ
কাঞ্চনেই মরে লোক কাঞ্চনেই তরে
অত সমাদর তাই কাঞ্চনের করে

৪৭

নারী লয়ে গুণ ভাগ বিয়োগ ও যোগে
পৃথিবীর নর মাত্রে সুখ দুঃখ ভোগে।
বিয়োগে পশ্চাতে সুখ যোগে সুখ আগে
মাঝামাঝি সুখ ভোগে গুণ আর ভাগে

৪৮

মরণে পশ্চাতে সুখ তরণেতে আগে
উপস্বর্গে স্বর্গে কম বেশী দিন লাগে
ফলে ওতে সুখ ছাড়া অন্য কিছু নাই
ডাকের কাছেতে ওর সমাদর তাই

৪৯

অজ্ঞান মানব ওর না বুঝিয়া মূল
কামিনী কাঞ্চন বলে মোক্ষে প্রতিকূল
মোক্ষের প্রকৃত পক্ষে অর্থ যারা জানে
কামিনী কাঞ্চন তারা ব্রহ্ম তুল্য মানে

৫০

মনে জ্ঞানে থাকে যারা পরমাত্ম তত্ত্বে
ভোগ সুখ ছাড়ে তারা ভোগ্য বস্তু সত্ত্বে
কেবা জানে ভোগে হয় বাসনার ক্ষয়
কামিনীর জয় জয় কাঞ্চনের জয়

৫১

উপস্থিত থাকে যদি ভোগের বিষয়
আর ভোগ্রের ইচ্ছাও যদি রীতিমত রয়
তাতে যে ভোগের বেগ সম্বরিতে পারে
সেকি আর জগতের কোন কার্য্যে হারে ?

৫২

ভোগের প্রধান ভোগ নারী রত্ন ভোগ
যাহাতে উড়িয়া যায় যত শোক রোগ
ধন রত্ন ভোগে লোক কেঁদে মরে যায়
নারীরত্ন ভোগে হেসে বেঁচে যেতে পায়

৫৩

যত সুখ আছে হেতা অনুমানে পাই
রমনী ভোগের তুল্য সুখ আর নাই
রমনীই লয়ে যায় ভব সিন্ধু পারে
ইহ পরকাল রক্ষা জননের দ্বারে

৫৪

ইহ কাল রক্ষা বলি ঠাণ্ডা করে কায়
কায়া ঠাণ্ডা না হ'লে কি মন সুখ পায় ?
পরকাল রক্ষা বলি ঠাণ্ডা করে প্রাণ
প্রাণ ঠাণ্ডা না হো'লে কি মুক্তি কেহ পান ?

৫৫

নারী ভোগ করিতে কি সকলেই জানে?
তা হো'লে যে সকলেই বেঁচে যেত প্রাণে
নারীতেই ভুগে লয় বাবুদিগে সব
নারীর কাছেতে নাই কাহার' গৌরব

৫৬

কিছুটা গৌরব ছিল শ্রীকৃষ্ণের বটে
ব্রজ লীলা কালেতে শ্রীরাধার নিকটে
তা বই ফুরিয়ে গেল দ্বারকায় গিয়ে
বার জনে ভুগে নিলে আক্ষেপ মিটিয়ে

৫৭

শর সন্ধানেতে শেষে মৃত্যু হ'লো তাই *
নারীতে ভুগিলে আর পরিত্রাণ নাই
যত যিনি বীর হ'ন পুরুষের কাছে
না হ'লে নারীর কাছে হ'তে দেরী আছে

৫৮

পণ্ডিত ছিলেন ওতে কেবল শঙ্কর
পূজা করে তাই তাঁকে সুরাসুর নর
সেই জন্য তাঁকে লোকে বলে মৃত্যুঞ্জয়
নারীকে ভুগিলে ঘোচে শমনের ভয়

* ভক্তদিগের জন্য ইহার সূক্ষ্ম তত্ত্ব সময়ান্তরে প্রকাশ হইবে।

৫৯

কাজেই হ'লেন তিনি সর্ব্ব শক্তিমান
কেননা বলিব তাঁকে হরি মূর্ত্তিমান ?
ঠারে ঠোরে বলিলাম নারী proof নর
পূর্ব্বকালে যে রকম ছিলেন শঙ্কর
নারী proof নর কাহাকে বলে

হলধর

খুড় ? হরি কথা শুনি বটে যেখানে সেখানে
সে তেমন বলে দেয় যে যেমন জানে
কেহ বলে গোকুলের যশদা তনয়
তিনিই সাক্ষাৎ হরি অন্য কেহ নয়
কেহ বলে বিষ্ণুকেই হরি বোলে ধরি
বোলে দিতে পার খুড় Who is হরি ?

ডাক

পারি কি না পারি সেটা আলাহিদা কথা
উত্তর করিতে হয় জ্ঞান গম্য যথা
নানা লোকে হরি কথা নানা বিধ কয়
যাহার মনেতে যেটা ভাল বোধ হয়
আমি তবে বলি শুন as my জ্ঞান
হরি বলি তাঁকে, যিনি নারী proof man

হলধর

বোঝাত গেলনা ভাল ওরূপ উত্তর
What do you mean by নারী proof নর ?

ডাক

অপরাজীতাকে যেবা কোর্ত্তে পারে জয়
ডাকের বচনে তাঁকে নারী proof কয়
Ice proof glass আছে fire proof chest
নরের মধ্যেতে তেমনি নারী proof best

ইচ্ছা সুখে সতী যদি রতি ভিক্ষা চায়
আর, রতি ইচ্ছা স্বপ্নে যে না রত হয় তায়
নারী proof নর ডাক্ তাহাকেই বলে
তাঁহার ইচ্ছায় এই চরাচর চলে

তুমিও তা পার যদি তাই হয়ে যাবে
তাঁহার মতন শেষে নিজে পূজা খাবে
কাজে পারি না পারি বা বলিতে কি হারি ?
চেষ্টা কোরে দেখি এস যদি কেহ পারি

আরও একটু বলি

মরণ মৈথুন আর সমাধি এ তিন
মানবের জন্ম [illegible] নের দিন
জন্ম পরিবর্ত্তে [illegible] সবার সমাপ্তি
যে রকমে যায় [illegible]ার তাদৃশ উৎপত্তি

মরণে বদলে যার অতিশয় পাপ
মৈথুনে বদলা নয় ততটা খারাপ
সমাধিতে পরিবর্ত্ত পুন্যবাণে করে
ডাকের বচন তারা স্বজীবনে তরে

তা বলে কি স্বশরীরে স্বর্গে উঠে যায় ?
অর্থাৎ আসেনা আর মর্ত্তে পুনরায়
ইহাকেই বলে ডাক্ স্বশরীরে যা'য়া
অর্থাৎ যাহার নাম মুক্তিপদ পা'য়া

মরণে বদলা ভারি দুঃখের বিষয়
তাহাতে অনেক দূরে পড়ে যেতে হয়
আপনিও কষ্ট পায় কষ্ট দেয় পরে
বলো দেখি বাবু কেবা মৃত্যু ইচ্ছা করে ?

সমাধিতে বদলাও বেশী সুখ নয়
কারণ, তাহাতেও প্রথমেতে বেশী কষ্ট পেতে হয়
যদিও তাহার পক্ষে বেশী সুখ বটে
কিন্তু প্রথমেতে নানাবিধ বিভিষিকা ঘটে

মৈথুনে বদলা ভারি সুখের বিষয়
মৈথুনেতে সুখে সুখে সুখ ভোগ হয়
ভোগী বোলে সমাজেতে সমাদর বাড়ে
আর দিনে দিনে শান্তি সুখ বেঁধে হাড়ে হাড়ে

৭

ধন বাড়ে মান বাড়ে বাড়ে পরমায়ু
বিনা নিরোধেতে তার স্থির হয় বায়ু
কিন্তু সে মৈথুন তত্ত্ব শিক্ষা করা চাই
তবে বল বীর্য্য আয়ু অতিরিক্ত পাই

৮

না শিখে মৈথুনে যদি রত হয় কেহ
তাহাতেও কিছু ক্ষণ ঠাণ্ডা থাকে দেহ
অথচ তাহার জন্ম পরিবর্ত্ত হয়
দোষের মধ্যেতে খালি পরমায়ু ক্ষয়

৯

এতে যদি শিক্ষা কোরে রত হয় তায়
দেহের সহিত প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যায়
প্রাণ ঠাণ্ডা থাকিলে কি "দেহ" কভু ছাড়ে ?
কাজেই ডাকের কথা পরমায়ু বাড়ে

১০

আহার মৈথুন নিদ্রা শরীরের ধর্ম্ম
এই তিনে জগতের যাবতীয় কর্ম্ম
সৃজন পালন লয় হয় এই তিনে
সৃষ্টির অতীত হই এই তিনে জীনে

১১

মৈথুনে সৃজন হয় আহারে পালন
নিদ্রায় প্রলয় সৃষ্টি ঘুমে অচেতন
ফল কথা মৈথুনের মান্য অতিশয়
সৃষ্টি না হইলে "কার" পালন প্রলয় ?

১২

এ হেন মৈথুন তত্ত্ব শিক্ষা যে না করে
ডাকের বচন সেই পুনঃ পুনঃ মরে
ইতর প্রাণির মত ঠাণ্ডা করে কায়
ঠাণ্ডা কোরে কোরে ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে যায়

১৩

প্রাণ ঠাণ্ডা করিতে কি পশু পক্ষী জানে
ওরা খালি মৈথুনেতে মৃত্যু ডেকে আনে
পশু পক্ষী মোরে মোরে তবে হয় নর
প্রাণ ঠাণ্ডা বোঝে নর তাতেই অমর

১৪

সেই প্রাণ ঠাণ্ডা হয় মৈথুনের গুণে
বহু জন্মে শিখিয়াছি সৃষ্টি দেখে শুনে
ডাকের সকলি গুণ গর্ব্ব মাত্র দোষ
আর এক গুণ আছে "নিন্দাতে সন্তোষ"

১৫

কেনা জামে পোড়ে পোড়ে খাঁটি হয় সোণা
জীব' তেমি খাঁটি হয় কোরে আনাগোনা
আনাগোনা কোরে ক্রমে হ'লে পাপ ক্ষয়
তবে লোক মুক্তি পায় তা না হ'লে নয়

১৬

বহু জন্ম জীবগণ মোরে মোরে মোরে
মৈথুনে বদলে জন্ম নর রূপ ধোরে
মরণের চেয়ে এতে লাভ অতিশয়
অতি অল্প জন্ম মধ্যে হয় পাপ ক্ষয়

১৭

তা বই মৈথুন তত্ব শিক্ষা যদি করে
চৈতন্য সমাধি পেয়ে এক জন্মে তরে
সেই শিক্ষা এ কালেতে শোজা অতিশয়
ডাকের বচন জয় মৈথুনের জয়

১৮

সেই মৈথুনের তরে স্ত্রী জাতি সৃজন
যাতে ঘোচে মানবের পুনরাগমন
এ হেন নারীকে যারা পরিত্যাগ করে
ডাকের বচন তারা পুনঃ পুনঃ মরে

১৯

মৈথুনে মৈথুনে হেথা জন্মিয়াছে নর
কিছুদিন বাঁচে ক'রে মৈথুনে নির্ভর
মৈথুনেই মরে যায় কিছু দিন পরে
ডাকের বচন কিন্তু মৈথুনেই তরে

২০

মৈথুনে যে জন্মে এটী সকলেই জানে
মৈথুনে যে বাঁচে ইহা অনেকেই মানে
মৈথনে যে মরে ইহা জানে লোক অল্পে
মৈথুনে যে তরে এটী আষাড়িয়া গল্পে

২১

কিন্তু ডাক তত্বামৃত পড়িবেন যাঁরা
কদাচ আষাড়ে গল্প বলিবেনা তাঁরা
তন্ন তন্ন কোরে এতে লেখা আছে সব
কি কোরে মৈথুনে হয় উদ্ধার মানব

২২

সকল তত্ত্বের মধ্যে এ তত্বটী সার
যে তত্ব জানিলে যায় প্রনবের পার
প্রণবের পারে গেলে তবে লোক তরে
তানা হোলে পুনঃ পুনঃ জন্মে আর মরে

২৩

স্বদ্বারে রমন কিছু বেশী দোষ নয়
দোষ শূন্য বলি যদি শাস্ত্র মতে হয়
শাস্ত্রের মধ্যেতে ধরি বেদ আর তন্ত্র
বেদে আনে ব্রহ্ম জ্ঞান তন্ত্র সারে যন্ত্র

২৪

পুত্র হেতু পত্নী চাই বেদের বিচার
তাতেই করিতে হয় পরিগ্রহ দ্বার
কিন্তু পত্নী হেতু পত্নী যদি পরিগ্রহ করি
তা হো'লে কি শাস্ত্র আমি শাস্ত্র বোলে ধরি ?

২৫

আবার শ্রীধরো প্রিয়া সঙ্গমে তন্ত্রের বিচার
তাতেই করিতে হয় পরিগ্রহ দ্বার
কিন্তু শ্রী ত্যাগ নিমিত্তে যদি স্ত্রী সম্ভোগ করি
তা হলে কি শাস্ত্র আমি শাস্ত্র বোলে ধরি

২৬

স্ত্রী পুরুষে যে রকম হইয়া একত্র
উৎপন্ন কর সবে কন্যা আর পুত্র
সেইরূপ স্ত্রী পুরুষে হইয়া একত্র
ধর্ম্ম উৎপাদনে কর পৃথিবী পবিত্র

২৭

সন্তান উৎপন্ন করা ধর্ম্মকার্য্য বটে
কিন্তু সেটা বেশী হলে বেশী জ্বালা ঘটে
প্রকৃত ধর্ম্মটী ঠিক বিপরীত তার
যত বেশী হয় তত ধর্ম্মঅবতার

২৮

তাদিগে সিমেন দিয়ে কন্যা পুত্র পেলে
আপনিও মোলে আর তাদিগেও মেলে
ওভম গ্রহণ কর তাহাদের কাছে
তুমিও বাঁচিবে তাতে তাহারাও বাঁচে

২৯

ইহাকেই বলে ডাক্ ধর্ম্ম উৎপাদন
যাহার বলেতে নর হয় নারায়ণ
নারায়ণ অর্থে হ'ল নর পরিত্রাতা
বাক্য ছলে নানা রূপে উপদেশ দাতা

৩০

বেদ বা বেদান্ত কারে বেদাঙ্গ বা কারে
যে রকম সহ্য হয় যেমন আধারে
তা সকলের মুখ যিনি সমভাবে চান
কেন না বলিব তাঁকে হরি মূর্ত্তিমান

৩১

হলধর

ইংরেজীতে কথা দুটী বলিলে যে ওই
ও কথার মাঁনে আমি বুঝিনেত কই

৩২

ডাক্

বুঝায়ে দিতেছি আমি ও কথার মানে
কেবল তুমিই জাননা কিন্তু অনেকেই জানে
ইংরেজের রাজ্যে বাস কোরে আছ ধন
রাজভাষা কিছু জানা ভারি প্রয়োজন ॥

৩৩

ওভেরি নামেতে আছে নারী যন্ত্র দুটী
তাতেই ওভম সৃষ্টি হয় গুটি গুটি
কারো কারো ও সকল সর্ব্বদাই হয়
কারো কারো হয়ে থাকে সময় সময়

৩৪

সময়ে যাদের হয় তাঁহারাই সতী
স্বামি ভিন্ন তাঁহাদের নাহি অন্য গতি
সময়ে সময়ে চান স্বামী সহবাস
তাহাতেই পূর্ণ হয় উভয়ের আশ

৩৫

সর্ব্বদা যাদের হয় তারাই অসতী
তাদের আক্রোশ ভারী পুরুষের প্রতি
পুরুষের সঙ্গ তারা সর্ব্বদাই চায়
আর পুরুষের রক্ত মাংস অস্থি চুষে খায়

৩৬

টেষ্টিকেল নামে আছে নর যন্ত্র দুটী
তাতেই সিমেন সৃষ্টি হয় গুটি গুটি
কারো কারো ও সকল সর্ব্বদাই হয়
কারো কারো হয়ে থাকে সময় সময়

৩৭

কিন্তু এর মধ্যে আছে অপূর্ব্ব কৌশল
নর নারী উভয়ের বিপরীত ফল
নর নারী আলাহিদা গঠন যখন
ফলাফল আলাহিদা হবেই তখন

৩৮

সর্ব্বদা যাঁদের হয় তাঁরা তেজিয়ান
উদ্যোগি পুরুষ তাঁরা পুরুষ প্রধান
পৃথিবীর মধ্যে হ'লো তাঁহারাই সৎ
তাঁদের দ্বারায় হয় সুকার্য্য যাবৎ

৩৯

সর্ব্বদা তাঁহারা চান নারী সহবাস *
তাহাতেই পূর্ণ হয় উভয়ের আশ
নারীতেকি তাঁহাদের শক্তি নিতে পারে
নিজ শক্তি দিয়ে নারী তাহাদিগে তারে

৪০

সময়ে যাদের হয় তারা আঁতমরা
গোচে গাচে তাহাদের দেহ রক্ষা করা
পৃথিবীর মধ্যে হ'ল তারাই অসৎ
তাহাদের দ্বারা হয় অকার্য্য যাবৎ

সময়ে সময়ে চায় নারী সহবাস
উভয়েই হয় তাতে আশাতে নৈরাশ
তারা কি নারীর কভু শক্তি নিতে পায় ?
নারীতেই তাহাদের শক্তি চুষে খায়

৪২

অশ্বারোহিদের মধ্যে তেজী যার ঘোড়া
বাজি জীতে সেই আনে মহরের তোড়া
মক্ষার্থীদিগের মধ্যে তেজী যার কাম
বাজি জীতে সেই চ'লে যায় শান্তিধাম

---

* ইহার প্রকৃত অর্থ সময়ে প্রকাশ হইবে।

৪৩

কিন্তু আগে ঘোড়াটিকে শিক্ষা দে'য়া চাই
তবে আমি বাজি জীতে টাকা কড়ি পাই
এতেও তদ্রুপ কামে শিক্ষা দে'য়া চাই
তবে আমি বাজি জীতে শান্তিধামে যাই

৪৪

ভাল কোরে চোখে দিয়ে অনুবিক্ষণ
কাহারো শোনিত যদি কর নিরিক্ষণ
দেখিবে তাহাতে লাল কণা বহুতর
ইচ্ছাসুখে খেলে এক রসের ভিতর

৪৫

সেই কনার মধ্যেও তেম্নি ওভমের স্থান
তাহাই করিতে হয় লিঙ্গ পথে পান
ইহাই তন্ত্রের অতি নিগুঢ় রহস্য
শড়ৈশ্বর্য্য লাভ যাতে হবেই অবশ্য

৪৬

আবার সেই ওভমের মধ্যে তেম্নি সিমেনের স্থান
বলি শুন ক্রমে তার নিগুঢ় সন্ধান
সাধারণ স্ত্রীলোকের সে জিনিশ নাই
যদি কারো জন্মে তাঁর পদধুলি চাই

৪৭

ওভমে সিমেনে এই জগৎ সৃজন
ওভমে সিমেনে ইহা হ'তেছে পালন
ওভমে সিমেনে ইহা হয়ে যাবে লয়
ওভমে সিমেনে কার্য্য এত গুলি হয়

৪৮

ওভমে সিমেনে son সকলেই জানে
সিমেনে ওভমে জ্ঞান জানে জ্ঞান বানে
ওভমে সিমেন খেলে কন্যা পুত্র হয়
সিমেনে ওভম খেলে জ্ঞানের উদয়

৪৯

পরদ্বারে পাছে মন পরিনত হয়
পত্নী প্রয়োজন তাই সময় সময়
চাই তাতে বংশ হয় প্রজা বৃদ্ধি হ'লো
নাও যদি হয় তবু পাপাত্মা মোলো

৫০

পাপাত্মা কখনো কিগা নর দেহ পায়
নরকে প্রবেশ কোরে পোচে মরে যায়
তবে যার কিছু থাকে পুন্যের সঞ্চার
সেই নর দেহ পেয়ে হরে অবনীর ভার

৫১

আর　যদ্যপি সমর্থ হয় ওভম গ্রহনে
তা হ'লে যে কত সুখ কে বলে কে শুনে
কারণ উভয়ে তাতে পায় মুক্তিপদ
ঘুচে যায় যত কিছু আপদ বিপদ

৫২

আবার　ওভম গ্রহনে এত অতিরিক্ত ফল
যে　পরদ্বারে পারিলেও জীবন সফল
যেমন　পাপ নাই চুরি কোরে ঘৃত যদি খাই
তেম্নি　ওভম গ্রহনে পাপ পরদ্বারে নাই

৫৩

কারণ　ঘৃত খেলে দেহে বল এত বৃদ্ধি পায়
যে　চুরি জন্য পাপ তায় উড়ে পুড়ে যায়
আর　ওভমে প্রাণের বল এত বৃদ্ধি পায়
যে　পরদ্বার জন্য পাপ উড়ে পুড়ে যায়

৫৪

আবার　ওভম গ্রহনে এত পুন্যের সঞ্চয়
যে　তপ জপ বার ব্রত কিছুতে তা নয়
হাম বিষ মদ গাঁজা যদ্যপিও খায়
ওভম গ্রহণে সব পাপ খণ্ডে যায়

৫৫

বেশী কি বলিব আমি ওভমের জন্যে
যদি ব্রাহ্মণে গ্রহণ করে যবনের কন্যে
তাহাতেও কিছু মাত্র পাপ নাই তার
বরঞ্চ যেয়াদা হয় পুন্যের সঞ্চার

৫৬

তা নিজ স্ত্রায় পরস্ত্রায় বিরুদ্ধ সম্পর্ক
কিছুতে বাধেনা হ'লে ওভমেতে লক্ষ
দোষের মধ্যেতে খালি বয়োধিকে দোষ
তা না হলে ওভমেতে বিধাতা সন্তোষ

৫৭

এতে যদি স্বদ্বারেতে পারে কেহ নিতে
কে পারে পুণ্যের তার পরিচয় দিতে
নিজে তরে পরে তারে এত পুণ্য তার
হঠাৎ কমিয়ে দেন অবনীর ভার

৫৮

স্বদ্বারে ওভম লাভ দুর্লভ ধরায়
সাক্ষাৎ শঙ্কর সেই যদি কেহ পায়
কিছু কিছু পান যদি কোন ভাগ্যবান
ততটা শঙ্কর তিনি যত যিনি পান

৫৯

যত যে করিতে পারে ওভম গ্রহণ
তত তার উঠে পড়ে ঊর্দ্ধ দিকে মন
উঠে উঠে যদি হয় পঞ্চ চক্র পার
সিমেনে সিমেনে থায় তথন তাহার

পৃথিবীর যাবতীয় ছোট বড় নরে
অলক্ষে ওভম লাভ সকলেই করে
যে যত গ্রহণ করে তত বাঁচে বেশী
তত তার গুণ ঘোষে স্বদেশী বিদেশী

৬১

এতে যদি লক্ষ কোরে করে কেহ পান
ডাকের বচন তিনি মুক্তি পদ পান
ধনে মানে জ্ঞানে কিম্বা সন্তানে তাহার
কতরূপে লঘু করে অবনীর ভার

৬২

ওভম প্রকৃতি আর সিমেন পুমান
এই জন্য সকলেতে বলে ভগবান
গুণ ভাগ বিয়োগেতে স্বাকার উদয়
যোগে নিরাকার ব্রহ্ম সব শূন্যময়

৬৩

ওভমের নাম শক্তি সিমেনের শিব
উভয় সংযোগে হয় উৎপন্ন জীব
ওভম হইলে বেশী কন্যা হয় তার
সিমেন হইলে বেশী পুত্র হয়ে যায়

৬৪

ওভমে সিমেনে যদি হয় তুল্য অংশ
নপুংসক হয় তাতে নামে মাত্র বংশ
ওদেরো ভাগের হ'লে কিছু ফের ফার
হয় নারী চিহ্ন হয় নয় নয়াকার

৬৫

যে নারীর জন্মে যত বেশী ভাগ শক্তি
পুরুষের প্রতি তার তত আনুরক্তি
তাতেই তাদের জন্মে যেয়াদা সন্ততি
কথার মধ্যেতে এটী গুঢ় কথা অতি

৬৬

যে নরের শিব জন্মে যত বেশী ভাগ
স্ত্রীলোকের প্রতি তার তত অনুরাগ
তাতেই তাদের জন্মে যেয়াদা সন্তান
এটীও ওটীর মত নিগুঢ় সন্ধান

৬৭

এ দুয়ের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি যার
সেই লয় উপপতি কিম্বা উপদ্বার
বেশ্যা বা লম্পট লোক সহজে কি হয়
ইহাকেই বলে ডাক্ বিষে বিষ ক্ষয়

৬৮

ওভমে সিমেনে অতি নিকট সম্বন্ধ
উভয়েতে নাচে পেলে উভয়ের গন্ধ
নতুবা কি স্ত্রী পুরুষের সহযোগ হ'ত
একের বাতাসে অন্যে তুয়ে চলে যেত

৬৯

যত দিন থাকে যার ওভমেতে টান
ততদিন করে নারী যেচে রতি দান
তাহাতে ওভম তারা এত বেশী পায়
যে ওভম লাভের আশা প্রায় মিটে যায়

৭০

যত দিন থাকে যার সিমেনেতে টান
তত দিন করে নর যেচে রতি দান
তাহাতে সিমেন তারা এত বেশী পায়
যে সিমেন লাভের আশা প্রায় মিটে যায়

৭১

আর   আদতে না থাকে যদি ওভমেতে টান
স্ত্রীলোকের সাধ্য কি যে তাঁর কাছে যান
রমনী মাত্রেতে তাঁকে মনে করে পিতে
এগুতে পারেনা কাছে পদধূলি নিতে

৭২

আর   আদতে না.থাকে যদি ওভমেতে টান
পুরুষের সাধ্য কি যে তাঁর পানে চান
মাতৃতুল্য দেখে তাঁকে যত নর মাত্রে
মুক্ত হয় পদধূলি লাগে যার গাত্রে

৭৩

ওভম যেয়াদা যদি স্ত্রীলোকের জন্যে
পুরুষেতে টেনে খেলে তবে সেটা কন্নে
সিমেন যেয়াদা যদি পুরুষের জন্যে
স্ত্রীলোকেতে টেনে খেলে তবে সেটা কন্যে

৭৪

তবে   এমন স্ত্রীলোক আছে অনেক ধরায়
নরের সিমেন যারা জোরে টেনে খায়
কিন্তু   এমন পুরুষ নাই পৃথিবীতে প্রায়
নারীর ওভম যারা জোরে টেনে খায়

৭৫

পুরুষের যত সুখ স্ত্রী ওভম পানে
স্ত্রীলোকের তদপেক্ষা লক্ষগুণ দানে
ভ্রমরের যত সুখ হয় মধু পানে
পদ্মিনীর তদপেক্ষা লক্ষ গুণ দানে

৭৬

মধু সৃজনের তরে পদ্মিনী সৃজন
ওভম সৃজন হেতু নারী প্রয়োজন
মধু পানে অলিকুল মাতে যে রকম
পুরুষ তাদৃশ মাতে পানেতে ওভম

৭৭

ভ্রমর আপনি মেতে মত্ত করে নরে
পুরুষ আপনি মেতে মত্ত করে পরে
ভ্রমর কেবল মাত্র মত্ত হয়ে যায়
পুরুষ মাতিলে পরে মুক্তি পদ পায়

৭৮

নারী ভোগ করা ডাক্ ইহাকেই বলে
স্বশরীরে* স্বর্গে যায় যে পুণ্যের ফলে
নিজে কি কেবল তিনি স্বর্গে চোলে যান ?
কত কাকে শিক্ষা দেন যাবার সন্ধান

* অর্থাৎ আর শরীর ধারণ না করিতে হইলেই স্বশরীরে যাওয়া হইল।

৭৯

নারীর ওভম যারা টেনে খেতে জানে
নারীকে তাহারা ভারি ঠাণ্ডা রাখে প্রাণে
অথচ শীতল করে আপনার প্রাণ
আর স্ত্রীলোকের পুষ্ট করে সন্ততি সন্তান

৮০

নরের সিমেন যারা টেনে খেতে জানে
নরকে তাহারা ভারি ব্যস্ত করে প্রাণে
অথচ শীতল করে আপনার প্রাণ
আর পুরুষের নষ্ট করে ধন প্রাণ মান

৮১

পুরুষের দেহ যদি জীর্ণ কিছু হয়
ওভম পানেতে তাহা পূর্ণ করে লয়
সিমেন প্রদানে ফল বিপরীত তার
পূর্ণ দেহ জীর্ণ কোরে করে ছার থার

৮২

এতে সুস্থ দেহে যদি করে ওভম গ্রহণ
এগুতে পারেনা তার কাছেতে শমন
রোগ যায় শোক যায় বাড়ে বুদ্ধি বল
সিমেনে ওভম খেলে এত তার ফল

৮৪

কি কোরে যে টেনে লয় ওভম সিমেন
শিখিবেন যিনি তিনি কাছে আসিবেন
গুণে লব টাকা আগে দশ শত খানি
তা বই শিখায়ে দিব যত যুক্তি জানি

৮৪

প্রাণে যদি লাগে তবে টাকা দিয়ে যাবেন
না লাগেত সব টাকা গুণে ফিরে পাবেন
আমি কি কাকেও কভু ঠকাইয়া খাই
দোষের মধ্যেতে কিছু টাকা কড়ি নাই

৮৫

তাই কিছু টাকা কড়ি নিতে হয় টেনে
সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেছে যুক্তি জেনে জেনে
তা বলে কি রাঁড়ি ভুঁড়ি মেরে আমি খাই ?
আমির গুভর কাছে যৎকিঞ্চিৎ চাই

৮৬

কিন্তু যদি গরিবের শিক্ষা ইচ্ছা হয়
তাহার পক্ষেতে দাবি অত টাকা নয়
শতাংশের অংশ ওর দিতে হবে তাঁকে
বিনা ধনে কথনো কি ধর্ম্ম হয়ে থাকে ?

৮৭

এখন আসল কথাটা বলি

যেমন ঔরষ হ'ক যত হীন জাতি
বাল্য কালে সকলেরি সরল প্রকৃতি
কাজেই তখন থাকে পবিত্র ওভম
বালিকার কাছে তাই গ্রহণ নিয়ম

৮৮

অথচ জন্মায় ওটা বেশী পরিমাণে
মন প্রাণ ফুলে ওঠে সে ওভম পানে
বুঝে দেখ যদি কেহ করে থাক পান
ওঠে কি না ওঠে তাতে ফুলে মন প্রাণ

৮৯

স্ত্রীলোকের ত্রয়োদশ বৎসরের পর
যাবৎ না হয় পুর্ণ আঠার বৎসর
এতাবৎ কাল ডাক্ বাল্যকাল ধরে
যত পার মজা লোট ইহার ভিতরে

৯০

তা ঘরে পার পরে পার কিছু নাই ভয়
ডাকের বচন জয় ওভমের জয়
পৃথিবীতে ওভমের তুল্য বস্তু নাই
ওভম সৃষ্টির মূল তাই গুণ গাই

৯১

শুভম জগৎ মধ্যে মৃত্যু সঞ্জীবনী
স্থূল সূক্ষ্ম ভূতাদির শুভম জননী
অমৃত কুণ্ডের জল শুভমের নাম
পানেতে নরের ঘটে বৈকুণ্ঠে ধাম

৯২

কিন্তু যদি এর মধ্যে কন্যা পুত্র হয়
তা হলে পরশ করা যুক্তি যুক্ত নয়
ছেলে হ'লে স্ত্রীলোকের বাড়ে নানা আশ
সে শুভম পানে ঘটে স্বীয় সর্ব্বনাশ

৯৩

তা বলে কি একেবারে ছেড়ে দিতে বলি?
অর্থাৎ না হয় যেন বেশী ঢলা ঢলি
ছেলে পিলে কর কর শুভম গ্রহণ
ধনে মানে থেকে কর ভুভার হরণ

৯৪

পরে যদি হয় তবে আর ছুঁতে নাই
ঘরে হ'লে শাস্ত্র মতে ধর্ম্ম রক্ষা চাই
ফলে ওটা যত কম ততই সুফল
ডাকের বচন ওটা ছাড়াই মঙ্গল

৯৫

কিন্তু বাবু পদ্মিনীর কন্যা পুত্র হোলে
সে ওভম অপবিত্র হইবেনা বোলে
পদ্মিনীর কিছুমাত্র আশা নাই মনে
মন প্রাণ সমর্পন শ্রীমধুসূদনে

৯৬

যত পার তত কর সে ওভম পান
সময় বিচার নাই রাত্রি দিনমান
পদ্মিনীর জন্ম খালি স্বামী সুখ হেতু
ভব সমুদ্রের মাঝে পদ্মিনীই সেতু

৯৭

পদ্মিনীর আমরণ বালিকার ভাব
পতিরতা পতিব্রতা নির্ম্মল স্বভাব
পদ্মিনী দরশে হয় সুপ্রভাত দিন
পরশে হইয়া যায় পূর্ব্ব কর্ম্ম:ক্ষীণ

৯৮

সিমেন প্রদানে খণ্ডে উপস্থিত পাপ
ওভম গ্রহণে হয় পর কর্ম্ম মাপ
এ হেন পদ্মিনী যিনি পত্নীরূপে পান
পুরুষের মধ্যে তিনি অতি ভাগ্যবান

৯৯

ঊর্দ্ধপদে হেঁট মুণ্ডে তপ যারা করে
কেবল পদ্মিনী লাভ করিবার তরে
কারণ নারী যোগ বিনে কিগা জ্ঞানযোগ হয় ?
তা হ'লেত খোজাগুলো পূর্ণ জ্ঞান ময়

১০০

সাধে কি পদ্মের গন্ধ পদ্মিনীর গায় ?
আর হস্তিনীর পচা গন্ধে পিশাচ পলায় ?
ওটা খালি শুদ্ধাশুদ্ধ ওভমের জন্যে
বিবাহ কালেতে তাই বেছে আনে কন্যে

১০১

অন্ন পান পায় যারা পদ্মিনীর হাতে
মুক্তি ফেরে তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে
পবিত্র ওভম জন্মে পদ্মিনীর গায়
দৃষ্টিমাত্রে বাষ্পাকারে গায়ে বিঁধে যায়

১০২

তাতেই তাদের মন এত ফিরে যায়
যে রমণী মাত্রের প্রতি মাতৃ ভাবে চায়
সাধে কি তাদের মন ও রকম হয়
(কারণ) পদ্মিনীর ওভমেতে জোরে কোরে লয়

১০৩

যত রাজা আছে এই অবনী ভিতরে
পদ্মিনী বিরাজ করে সকলেরি ঘরে,
পদ্মিনী বিহনে কেবা রাজ্য লক্ষ্মী পায়
আর রাজা ভোগ বিনা কেবা মুক্ত হয়ে যায়

১০৪

অঙ্গারে যদ্যপি করে আগুন প্রবেশ
আদতে থাকে না তাতে কালিমার লেশ
একেবারে সোনা লাল ক'রে ফেলে তায়
পদ্মিনী পরশে দেহ তেম্নি হয়ে যায়

১০৫

[illegible] কর্ম্মদোষে [illegible] কে জ্বালাতন করে
নিশ্চিত [illegible] তারা জ্বলে পুড়ে মরে
যে যত রাখিতে পারে রাণীকে সন্তুষ্ট
রাজাদের মধ্যে তিনি তত উৎকৃষ্ট

১০৬

আয়ান ঘোষের মত লক্ষ্মী বর চায়
কল্পতরু হরি তিনি তাই দেন তায়
যে যা চায় তাই তিনি দেনতায় বটে
তা বোলে কি ভোগ সেটা সহজেই ঘটে ?

১০৭

স্ত্রীলোকের বাল্যকাল সুপবিত্র এত
হস্তিনী ও কার্য্য করে পদ্মিনীর মত
তা বোলে কি যথার্থই পদ্মিনী সে হয় ?
অর্থাৎ ওভম গুলি বেশী পচা নয়

১০৮

হস্তিনী পরশে ঠিক বিপরীত তার
ঘোর কাল কোরে তোলে জ্বলন্ত অঙ্গার
বিধাতার কাছে পূর্ব্বে যে যাহাকে চায়
এখানেতে তাই পেয়ে তেম্নি ফল পায়

১০৯

দুঃখের চরম সীমা হস্তিনী গমন
সুখের চরম সীমা পদ্মিনী রমণ
দুঃখের চরমে লোক মোরে মুক্তি পায়
সুখের চরমে, বেঁচে মুক্ত হয়ে যায়

১১০

আত্মাতে রমণ যাকে পণ্ডিতেরা বলে
মুক্তি লাভ করে লোক যে পুণ্যের ফলে
সহজে কি হয় কারো সে পুণ্য সঞ্চয় ?
পদ্মিনী রমণ বিনে হইবার নয়

১১১

এ ছাড়া যে আছে অন্য দুই জাতি নারী
ডাকের বচন তারা মাজারি সাজারি
মাজারি গোচের সব কার্য্য করে তারা
ইষ্টা নিষ্ট বেশী নাই তাহাদের দ্বারা

১১২

তারা সব পাপে পুণ্যে রত ক'রে রাখে
তাদের সংশ্রবে লোক দুঃখে সুখে থাকে
বলো যদি তাহারই সৃষ্টি রক্ষা করে
তাদের কৌশলে লোক না মরে না তরে

১১৩

পদ্মিনী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী অবনী মাঝারে
কত লোক খাড়া থাকে পদ্মিনীর দ্বারে
তুমি যদি বল সেটা, "রাজাদের পুণ্যে"
রাণী মার পুণ্য, রাজা ভাগ পান শূন্যে

১১৪

রাজারা খাটে লুঠে দেখে শুনে রক্ষা করে রাজ্য
রাজ্য বৃদ্ধি হেতু করে নানা সৎকার্য্য
রাণী মা কি কভু কারে ব্যাগার খাটান ?
পাত্র অনুসারে তাঁর উপযুক্ত দান

১১৫

মাসিক দিতেন কিছু অন্য কেহ হ'লে
ধর্ম্ম ভেবে অংশ দেন নিজ স্বামী ব'লে
তাই বলি রাজাগণ শূন্য ভাগী মাত্র
ধন্য রাজা তিনি যিনি মার প্রিয়পাত্র

১১৬

অংশ কি কেবল মাত্র বিষয়ের দেন
পুণ্য অংশ দিয়ে তাঁকে শুদ্ধ করে দেন
তাই তাঁর মাথা কাটা তপস্যার ফল
সুপক্ক হইয়া করে রসে ঢল ঢল

১১৭

বুঝিলে কি কার পুণ্যে ভোগে রাজ্য সুখ?
ডরালে চলিবে কেন, আমি ত ভিক্ষুক
চাই কেহ বেত দেন মিটে গেল আশ
চাই দুটী অন্ন দেন তাতেই উল্লাশ

১১৮

হলধর

আজ্ঞা হাঁ বেশ বুঝেছি
এখন ওভম সিমেনের কথা আরো কিছু বলুন

১১৯

ডাক্

আচ্ছা বাবা আর একটু বলি

শুভম গ্রহণ যার হয়ে যায় শায়
রমণীর হাতে সেই পরিত্রাণ পায়
অর্থাৎ রমণী মাত্রে দেখে মাতৃ তুল্য
সব চেয়ে এখাটী অতি মহা মুল্য

১২০

সিমেনে সিমেন তার খায় তার পর
আর প্রেমানন্দে মাতে যেন সাক্ষাৎ শঙ্কর
তখন তাহার জোটে কুবের ভাণ্ডারী
ডাকের বচন তিনি প্রকৃত সংসারী

১২১

সিমেন গ্রহণ যার হয়ে যায় শায়
পুরুষের হাতে সেই পরিত্রাণ পায়
অর্থাৎ পুরুষমাত্রে দেখে পুত্র তুল্য
এটীও ওটীর মত কথা মহামূল্য

১২২

শুভমে শুভম তার খায় তার পরে
শঙ্করী সদৃশ রন প্রেমানন্দ ভরে
তখন তাহার সুখ কে বলে কে শুনে
কাকে কত অন্ন দেন কুবেরের ধনে

১২৩

অবশেষে কথা এক আছে সর্ব্বোপরি
যার জন্যে রমণীকে নমস্কার করি
ওভমে ওভম ক্রমে খেতে খেতে খেতে
সিমেন জন্মিয়া যায় স্ত্রীলোকের ধাতে

১২৪

শক্তি বিনে মুক্তি নাই সকলেই বলে
সেই শক্তি স্ত্রীলোকের তৃতীয় কমলে
তাকেই ওভম বলে ডাকের কথায়
যে যত গ্রহণ করে তত মুক্তি পায়

১২৫

শিব তন্ত্র বল' কিম্বা বল' কৃষ্ণ তন্ত্র
কেবল ওভম লাভ করিবার মন্ত্র
উভয়েই রীতিমত শক্তি সেবা আছে
জনম মরণ নাশ স্ত্রীলোকের কাছে

১২৬

তবে নাকি মা লক্ষ্মীরা চাপা অতিশয়
সেই জন্যে অনেকেরি প্রাণ নষ্ট হয়
সব নষ্ট করে এক লজ্জা শীলতায়
জানে না যে পুরুষের মাথা খায় তায়

১২৭

সেই জন্যে অনেকেই বেশ্যালয়ে যায়
লজ্জা হীনা ব'লে তারা বেশী শক্তি পাঁয়
কিন্তু নাকি তারা খালি টাকাটাই চায়
পবিত্র ওভম নাই তাহাদের গায়

১২৮

বেশ্যারা কি জানে কভু শান্তি কাকে বঁলে ?
তারা খালি ক্ষণ সুখে মদ গর্ব্বে চলে
তাহ'লে, তাদের' হ'ত পবিত্র ওভম
আর বেশ্যা খোর মাত্রে সব ঘুচে যেত ভ্রম

১২৯

ভাগ্যে যদি পান কেহ লজ্জাহীনা নারী ॥
পুরুষের মধ্যে তাঁর শুভাদৃষ্ট ভারি
চতুর্ব্বর্গ ফল তিনি ঘরে ব'সে পান
শুনেরে ডাকের কথা শুনে পুণ্যবান

১৩০

যেখানেতে যত নারী দেখিবারে পাই
ওভম ব্যতীত তাহে অন্য কিছু নাই
যেখানেতে যত নর দেখিবারে পাই
সিমেন ব্যতীত তাহে অন্য কিছু নাই

১৩১

ওভমেতে যাবতীয় স্বাকার সৃজন
সিমনেতে নিরাকার ব্রহ্ম সনাতন
অপক্ক সিমেনে আর সুপক্ক ওভমে
জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা জন্মে ক্রমে ক্রমে

১৩২

সুদ্ধ ওভমের হেন অসামান্য বল
যে পরশে নরের করে সিমেন নির্ম্মল
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যদি না করে পরশ
সূক্ষ্মভাবে মেশে হ'লে গায়ে গা ঘরষ

১৩৩

সেই জন্যে কিছুদিন পরশন চাই
তথাপি নারীর হাতে পরিত্রাণ নাই
পরশ তৃতীয় গ্রাম তবু ঢের বাকি
ডাকের বচন আমি পরশেই থাকি

১৩৪

তার পরে চোখে চোখে নারী দরশন
তাহাতেও শুদ্ধ হয় উভয়ের মন
চোখে চোখে কত মজা কেবা তাহা জানে
কোথা থেকে কোথাকার কোন্ বস্তু টানে

১৩৫

ইহাও চতুর্থ গ্রাম তবু নয় গাঁটী
ফলেতে তখন মন আরো পরিপাটী
উভয়ের ইচ্ছা বটে উভয়কে ছাড়ি
ওভম সিমেন হয় তবু কাড়াকাড়ি

১৩৬

তার পরে মনে মনে নিজে নিজে পাই
পরশ দরশ আর প্রয়োজন নাই
ওভম সিমেন হয় একাধারে ভোগ
আর কিঞ্চিৎ উঠিলে হয় ঊর্দ্ধসীমা যোগ

১৩৭

ইহাও:পঞ্চম গ্রাম তখনো অভাব
তখনো নরের নাই শান্তি সুখ লাভ
মনে মনে ভাবিলে যে মজা হয় কত
বুঝি বটে লিখিবার শক্তি নাই তত

১৩৮

তখনো করিতে হয় ওভম গ্রহণ
তবে ষঠ্ চক্র ফুঁড়ে উঠে পড়ে মন
কিন্তু যদি সে সময়ে নারী ত্যাগ করে
ঊর্দ্ধ সীমা হরি ব'লে কেঁদে কেঁটে মরে

১৩৯

শান্তি যে কাহার নাম তাকি তারা জানে ?
শান্তিতে কখনো কারো চোখে জল আনে ?
শান্তিতে সর্ব্বদা থাকে সহাস্য বদন
শান্তি কালে মানবের শূন্যে উঠে মন

১৪০

তা বই যোগের ফল মন থেকে সরা
সাক্ষাৎ শঙ্কর যেন শান্তি সুখ ভরা
এত দিনে তবে হয় ষঠ্ চক্র পার
তবে হয় পরিশোধ জননীর ধার

১৪১

তাতেই দেবের দেব মহাদেব বলে
তাঁহার ইচ্ছায় এই চরাচর চলে
সৃজন পালন লয় ইচ্ছায় তাঁহার
পরম পুরুষ তিনি প্রণবের পার

১৪২

স্বাধ্বী সতী না হ'লে কি স্বামী হয় শিব ?
স্ত্রীর গুণে শিব হয় স্ত্রীর দোষে জীব
স্বাধ্বী কি নিজের তরে স্বামী সঙ্গ করে ?
স্বামীর নিমিত্তে সাধ্বী নিজে পুড়ে মরে

১৪৩

স্বাধ্বী সতী বলি যার ওভম পা
ভ্রমেও ভাবেনা পর পুরুষের চি
স্বামীই দেবতা তাঁর স্বামী ধ্যান জ্ঞান
তাতেই স্বামীকে তিনি শিব ক'রে দেন

১৪৪

যাবতীয় নারী মাত্রে ওভম সমষ্টি
পুরুষ মাত্রের দেহ সিমেনেতে সৃষ্টি
তবে যে সকল নারী ক্রমে নর হয়ে যায়
তাদের গায়েতে ক্রমে সিমেন জন্মায়

১৪৫

আর যে সকল নর ক্রমে নারী হয়ে যায়
তাদের গায়েতে বেশী ওভম জন্মায়
নারী ক্রমে নর হ'লে বহুকাল রয়
নর শীঘ্র নারী হ'লে পরমায়ু ক্ষয়

১৪৬

যে সব নারীর থায় ওভমে ওভম
পুরুষের তুল্য প্রায় তাঁদের বিক্রম
ক্ষণিক সুখেতে তাঁর রুচি ক'মে যায়
অরুচি হইলে তবে সিমেন জন্মায়

১৪৭

যে নরের খেতে শিখে সিমেনে ওভম
স্ত্রীলোকের তুল্য প্রায় তাদের বিক্রম
অর্থাৎ ক্ষণিক সুখে রুচি বেড়ে যায়
রুচি গেলে সিমেনেতে সিমেনকে খায়

১৪৮

একে একে একে যত শূন্য দে'য়া যায়
একের সামর্থ্য ক্রমে তত বৃদ্ধি পায়
সিমেনে সিমেন ক্রমে যত করে যোগ
যোগী পুরুষের ক্রমে তত সুখভোগ

১৪৯

ওভমে ওভম ক্রমে যত করে যোগ
যোগিনী নারীর ক্রমে তত সুখ ভোগ
ইহাকেই যোগ বলে ডাকের কথায়
যে যত করিতে পারে তত সুখ পায়

১৫০

যত দিন খাইবে না ওভমে ওভম
ততদিন স্ত্রীলোকের হইবে জনম
যত দিন না খাইবে সিমেনে সিমেন
তত দিন নর পুনঃ পুনঃ আসিবেন

১৫১

ওভমে ওভম খা'য়া শক্ত অতিশয়
কুমারীর দ্বারা উহা হইবার নয়
সিমেনে সিমেনে খা'য়া শক্ত অতিশয়
কুমারের দ্বারা উহা হইবার নয়

১৫২

নর নারী উভয়ের শুদ্ধাশুদ্ধ জন্য
ওভম সিমেন হয় প্রকারে বিভিন্ন
কাহার' সমল কারো নিরমল অতি
এই জন্য সকলের বিভিন্ন প্রকৃতি

১৫৩

ভিন্ন ভিন্ন ধাতু লোক এই জন্য বলে
ধাতু অনুসারে তাই সু কু ফল ফলে
ওভম সিমেন হ'ল উভয়ের সার
সমলে, জঠর জ্বালা নির্ম্মলে নিস্তার

১৫৪

যাবৎ না হয় কারো কন্যা কিম্বা পুত্র
ওভম সিমেন নয় তাবৎ পবিত্র
কন্যাতে ওভম শুদ্ধ স্ত্রীলোকের হয়
পুত্রেতে সিমেন শুদ্ধ নরের নিশ্চয়

১৫৫

কন্যাকে জননী তাই যত্ন করে অতি
পিতার বিশেষ যত্ন সন্তানের প্রতি
উভয়েতে উভয়ের গ্লানি করে নষ্ট
উভয়ের প্রতি তাই উভয়ে সন্তুষ্ট

১৫৬

ভাগ্যগুণে কন্যা পুত্র দুই হয় যাঁর
তাঁহার সুখের আর নাই পারাবার
অলক্ষ্যেতে তাহাদের শিক্ষা হয় যোগ
হেসে খেলে করে শেষে শান্তি-সুখ-ভোগ

১৫৭

যাহার কেবল পুত্র, কন্যা হয় নাই
স্বামীর নিকটে তার শিক্ষা করা চাই
শিক্ষা করা বড় কিছু বেশী কথা নয়
কৌশলে সিমেন তার টেনে নিতে হয়

১৫৮

যাহার কেবল কন্যা, পুত্র হয় নাই
রমণীর কাছে তার শিক্ষা করা চাই
শিক্ষা করা বড় কিছু বেশী কথা নয়
কৌশলে ওভম তার টেনে নিতে হয়

১৫৯

পুরুষের সঙ্গ যারা আদতে না পায়
তাদের ওভম গুলি নষ্ট হয়ে যায়
ঘুরে ফিরে পড়ে এসে নরকের মাঝে
পোচে মাটি হয়ে যায় জড়াইয়া পাঁজে

১৬০

স্ত্রীলোকের সঙ্গ যাঁরা আদতে না পায়
তাদের সিমেন গুলি নষ্ট হয়ে যায়
ঘুরে ফিরে পড়ে এসে পৃথিবীর মাঝে
ছাই হ'য়ে উড়ে যায় আগুণের ঝাঁজে-

১৬১

মাটী হ'লে পোড়ে গিয়ে ধরা ভারি করে
উড়ে যায় ছাই, ভার লাঘবের তরে
ভারি হ'লে বিধাতাকে করে জ্বালাতন
লঘু হ'লে ঠাণ্ডা রন অনাদি কারণ

১৬২

নর না লইলে নারী তত দোষ নয়
যে হেতু তাহাতে ধরা পাপ শূন্য হয়
নারী না লইলে নর দোষ অতিশয়
যে হেতু তাহাতে ধরা পাপে পূর্ণ হয়

১৬৩

তাই যত পৃথিবীর ভাল ভাল নরে
আকুমার সন্ন্যাসীকে পুণ্য বোলে ধরে
তাই যত ভারতের ভাল ভাল নরে
বাল্য বিধবাকে সবে পাপ বোলে ধরে

১৬৪

সিমেনে সিমেন আর ওভমে ওভম
খাবার পক্ষেতে বড় সুন্দর নিয়ম
সমলে নির্ম্মল খায় নির্ম্মলে সমল
উভয় সমলে নষ্ট উভয়ের বল

১৬৫

উভয় নির্ম্মলে বল উভয়ের বাড়ে
অর্থাৎ নারীতে নর, নরে নারী ছাড়ে
এতদিনে তবে মেটে উভয়ের আশ
তবে হয় উভয়ের মাহাত্ম্য প্রকাশ

১৬৬

নর নারী হয়ে হেথা এলেই কি হ'ল ?
মন না পবিত্র হ'লে বৃথাজন্ম গেল
ওভম সিমেন হ'ল উভয়ের মন
বড় জ্বালা না হইবে শুদ্ধ যতক্ষণ

১৬৭

ওভমে ওভম খেতে না শিখে যাবৎ
পুরুষ পুরুষ করে স্ত্রীলোকে তাবৎ
সিমেনে সিমেন খেতে না শিখে যাবৎ
স্ত্রীলোক স্ত্রীলোক করে পুরুষে তাবৎ

১৬৮

ওভম যদ্যপি কারো যেয়াদা জন্মায়
কিন্তু যদি সেই কালে সিমেন না পায়
তা হ'লে সে ওভমের ফিরে যায় গতি
আর যাহার ওভম তাকে করে শুদ্ধ মতি

১৬৯

হিন্দুস্থানে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য তাই
এমন সুপ্রথা আর কোন রাজ্যে নাই
নারীকে কি ক'রে করে নরে পরিনত
হিন্দু বিনা কেহ তাহা নন্ অবগত

১৭০

হিন্দু কথা মনে উঠে কণ্টকিল গাত্র
হিন্দু না হইলে নর নামে নর মাত্র
তাই সকল রাজার মধ্যে প্রজা যাঁর হিন্দু
কোনো অংশে তাঁর ক্ষয় নাই এক বিন্দু

১৭১

হিন্দু বোলে কারো কিছু গায়ে লেখা নাই
হিন্দুয়ানি মানিলেই হিন্দু বোলে যাই
(অর্থাৎ) ধা'য়া পরা চলা বলা লিখন পঠন
মল মুত্র ত্যাগ কিম্বা পুত্র উৎপাদন

১৭২

ওঠা বসা দে'য়া ল'য়া গৃহাদি নির্ম্মাণ
হাঁচি হাই বাই কিম্বা শয়ন বা স্নান
ঈশ্বর নির্ভরে যারা সব কার্য্য করে
ডাকের বচনে তাকে হিন্দু বোলে ধরে

১৭৩

তা যে কোনো আশ্রমী হ'ন যে কোনো জাতীয়
ডাকের কাছেতে তাঁরা অতি পূজনীয়
তাঁদের রক্ষার তরে যে জন সচেষ্ট
কখনো কি হ'তে পারে তাঁহার অনিষ্ট?

১৭৪

সিমেন যদ্যপি কারো যেয়াদা জন্মায়
কিন্তু যদি সেই কালে ওতম না পায়
তাহ'লে সে সিমেনের ফিরে যায় গতি
আর যাহার সিমেন তাকে করে শুদ্ধ মতি

১৭৫

এসিয়াতে বালকের ব্রহ্মচর্য্য তাই
এমন সুপ্রথা আর কোন রাজ্যে নাই
নর্‌কে কি ক'রে করে ব্রহ্ম সনাতন
হিন্দু বিনা কেহ তাহা অবগত নন

১৭৬

অপূর্ব্ব রহস্য এক আছে এর মধ্যে
কিন্তু সে সকল কথা বলা ভার পদ্যে
তথাপি বলিয়া যাই যতদূর হয়
করুণাময়ীর আজ্ঞা লঙ্ঘিবার নয়

১৭৭

বিধবার বালকের ব্রহ্মচর্য্য ব্রত
ডাকের কাছেতে নয় প্রশংসার মত
খণ্ডিত স্বস্ত্রীকে যদি হয় ব্রহ্মচারী
ডাকের কাছেতে তাহা প্রশংসার ভারি

১৭৮

ওতমে ওতম খেলে বন্ধ্যা হয় নারী
সিমেনে সিমেন খেলে নয় ব্রহ্মচারী
বন্ধ্যা নারী ক্রমে ক্রমে পুরুষত্ব পায়
ব্রহ্মচারী নয় ক্রমে মুক্ত হয়ে যায়

১৭৯

ওভমে ওভম খেতে শিক্ষা করে যার
স্ত্রীলোকের মধ্যে তিনি ঈশ্বরী স্বাকার
সিমেনে সিমেন খেতে শিক্ষা করে যার
পুরুষের মধ্যে তিনি ঈশ্বর স্বাকার

১৮০

সাধে কি দুর্গাকে লোক আদ্যাশক্তি বলে ?
স্ত্রীলোকের প্রতিপত্তি ওভমের বলে
ওভমে ওভম খেতে শিখে ছিল তাঁর
আদ্যাশক্তি বোলে নাম তাতেই প্রচার

১৮১

সাধে কি দেবাদি দেব মহাদেব বলে
পুরুষের প্রতিপত্তি সিমেনের বলে
সিমেনে সিমেন খেতে শিখে ছিল তাঁর
মহাদেব বোলে নাম তাতেই প্রচার

১৮২

ওভমে ওভম খেলে তাকে বলে যোগ
চরমে যাহার হয় নরোত্তম ভোগ
অল্প বা অধিক এর ক্রম অনুসারে
ক্রমনরোত্তম, নারী পায় এ সংসারে

১৮৩.

হয় পায় হেসে খেলে ছেলে সোনা দানা
নয় পায় কেঁদে কেটে বৈধব্য যন্ত্রণা
ফল কথা যত যার অনুরাগ যোগে
সে তত অবনী তলে বেশী সুখ ভোগে

১৮৪

ছোট বড় যত দেখ মানবের বংশ
সকলেই কিছু কিছু বিধাতার অংশ
যতটা করেন যিনি পূর্ণত্ব লাভ
তত তাঁর হয়ে আসে নির্ম্মল স্বভাব

১৮৫

তত তাঁর বৃদ্ধি পায় ধন মান যশ
সময়ে করেন লাভ প্রকৃত পৌরুষ
ধনে মানে জ্ঞানে যিনি সবার উপর
নরোত্তম বলি তাকে অথবা ঈশ্বর

১৮৬

সিমেনে সিমেন খেলে তাকেবলে যোগ
চরমে যাহার হয় চির সুখ ভোগ
অল্প বা অধিক এর ক্রম অনুসারে
সুখাসুখ ভোগে লোক এ ভব সংসারে

১৮৭

হয় করে হেসে খেলে ঘোড়া বাড়ী গাড়ী
নয় যায় কেঁদে কেটে মাতুলের বাড়ী
ফল কথা যত যার অনুরাগ যোগে
সে তত অবনী তলে বেশী সুখ ভোগে

১৮৮

ওভমে ওভম খেতে শিক্ষা করে যত
খাদক ওভম ক্রমে স্থূল হয় তত
স্থূল হ'লে সেকি আর ঊর্দ্ধ দিকে যায় ?
নেবে এসে পুরুষের জীবন জুড়ায়

১৮৯

সিমেনে সিমেন খেতে শিক্ষা করে যত
খাদক সিমেন ক্রমে সূক্ষ্ম হয় তত
সূক্ষ্ম হ'লে সেকি আর নাবো পানে যায় ?
ব্রহ্মযোনি ভেদ ক'রে শূন্যে স্থান পায়

১৯০

ওভম সিমেন দুটা উদ্বেয় পদার্থ
অঘটন ঘটাইতে উভয়ে সমর্থ
নর নারী উভয়ের চক্ষু মধ্য দিয়ে
তীর তুল্য উভয়ের গায়ে বেঁধে গিয়ে

১৯১

তাই উভয়ে ব্যাকুল হয় উভয়ের তরে
ওভম সিমেনে এত সূক্ষ্ম কার্য্য করে,
নয়ন বাণের কথা শুনেছ যে কাণে
ইহাই নয়ন বাণ লাগে গিয়া প্রাণে

১৯২

ওভম গ্রহণ যত হয়ে আসে শেষ
পুরুষের তত হয় নারীতে বিদ্বেষ
সর্ব্বদা থাকিতে চায় নারীর তফাতে
অনিচ্ছায় রত হয় উপযাচিকাতে

১৯৩

তবে খালি স্ত্রীলোকের পরীক্ষা কারণ
কৌশলে করেন তার ওভম গ্রহণ
চতুরতা বিহীনে কি কার্য্য সিদ্ধ হয়?
ডাকের বচন জয় চতুরের জয়

১৯৪

চতুর চতুরা যদি হয় সম্মিলন
ওভম সিমেন হয় তবেই গ্রহণ
রসিক রসিকা বিনে সম্ভবে কি প্রেম ?
উভয়েতে মেলে যেন মণি আর হেম

১৯৫

স্বদারে শুভম লাভ যে যখন করে
তখন তেত্রিশ কোটী দেব তাঁকে ডরে
সকলেই ভাবে এঁর হ'লে ব্রত সায়
কি জানি কাহার পদ কোন্ স্বর্গে পায়

১৯৬

তাই যত দেবগণ পরম যতনে
শত্রুতা করেন তাঁর ব্রত সমাপনে
কিন্তু যাঁর মনে জ্ঞানে পড়ে ওতে লক্ষ্য
অনন্ত অনাদি দেব হন তাঁর পক্ষ

১৯৭

যে যত বেওড় দিগ যত ছলে কলে
সকল খণ্ডিয়া দেন নিজ শক্তি বলে
শক্তি বিনে কার সাধ্য দিতে পারে মুক্তি
তাতেই ডাকের এত শক্তিতে আশক্তি

১৯৮

এমন পুরুষ হেথা বহু লক্ষ আছে
সিমেন প্রদান হেতু রমণীকে যাচে
কিন্তু যাঁরা বুঝেছেন শুভমের মর্ম্ম
তাঁরা কি করেন কভু ওরকম কর্ম্ম ?

১৯৯

এমন স্ত্রীলোক কিন্তু পৃথিবীতে কম
যেচে যারা করে নরে প্রদান ওভম
কিন্তু যারা বুঝেছেন সিমেনের মর্ম্ম
তাঁরাই করেন খালি ও রকম কর্ম্ম

২০০

ওভম সিমেন প্রায় বলা হ'ল সার
ওভমের মান্য বেশী ডাকের কথায়
ওভম রূপেতে শক্তি জগতে বিস্তার
ওভম (ই) শিবের "ব্যোম" ইংরাজী "ইথার'

২০১

ধর্ম্ম তত্ত্ব অতি সোজা
এর প্রধান অঙ্গ লিঙ্গ পূজা
ঘরের দেবতা ঠাণ্ডা হ'লে
ঘরে বসেই মুক্তি মেলে

২০২

সেই লিঙ্গ ঠাণ্ডা হয় ওভম গ্রহণে
শুনেরে ডাকের কথা জাগাবানে শুবে

২১১

নারীর অঙ্গেতে যদি নর মরে যায়
নারীর গায়েতে সেই নর লয় পায়
নারীর ভাজক নর ইহাকেই কয়
যে কোন প্রকারে দুয়ে মিশে এক হয়

২১২

ভাগে যদি ভোগ শেষ না হইয়া যায়
ডেসিমেল দিয়ে ভোগ পুনরায় পায়
তাহাতেও ভোগ শেষ না হইবে যায়
রিকারিং দিয়ে ভোগ করে বার বার

২১৩

স্ত্রী-পুরুষে একত্রেতে শুয়ে যদি রয়
আর কাহারো মনের যদি বিকার না হয়
নারী প্লস নর তাক তাহাকেই বলে
প্রাণে প্রাণে মিলে এক দেহ দুই স্থলে

২১৪

এতদিনে তবে ঘোচে কামিনীর হাত
এর মধ্যে ছেড়ে দিলে নানা উৎপাত
যদি কেহ দিতে চায় কিম্বা দিতে বলে
নিজে মরে মারে যারা কথা শুনে চলে

১

কাঞ্চনের কথা—

পৃথিবীতে এসে যাকে না খুঁজিল টাকা
মিথ্যা নর দেহ তার মিথ্যা হেথা থাকা
পৃথিবীতে এসে যিনি খুঁজিলেন টাকা
মিথ্যা নর দেহ তার মিথ্যা হেথা থাকা

২

পৃথিবীতে এসে যিনি চিনিলেন টাকা
মিথ্যা নর দেহ তার মিথ্যা হেথা থাকা
পৃথিবীতে এসে যেবা না চিনিল টাকা
মিথ্যা নর দেহ তার মিথ্যা হেথা থাকা

৩

রাজাধিরাজের কুলে জন্ম যারা লয়
টাকার খোঁজেতে তারা কখনকি রয় ?
কত দিকে কত লোক কত টাকা খায়
হীরে মুক্ত মাণিকের শুক্তি বাদ যায়

৪

যোগীর কুলেতে এসে জন্ম যারা লয়
টাকার খোঁজেতে তারা কখনকি রয় ?
প্রকৃত পক্ষের তারা আমি হয়ে উঠে
কোথা থেকে কত টাকা কাছে এসে জোটে

৫

বিয়োগীর কুলে এসে জন্ম যারা লয়
টাকার খোঁজেতে তারা দিবানিশি রয়
কত ছলে কলে দেয় কার গলে ছুরি
কর্ম্মের মধ্যেতে খালি চুরি জুয়াচুরি

৬

টাকাকে চেনেন যারা ধর্ম্ম প্রাণ বোলে
টাকা নষ্ট তাঁরা কভু করেন কি মোলে
দুষ্ট শিষ্টে নষ্ট পুষ্টে মুক্ত হস্ত প্রায়
ভ্রান্তিতেও কড়া ক্রান্তি অনর্থ না যায়

৭

ধর্ম্ম প্রাণ বোলে যারা টাকাকে না চেনে
টাকা দিয়ে তারা খালি অনর্থ্যই কেনে
কত যায় ষাঁড়ে ভাঁড়ে কত যায় মদে
কত বা উড়িয়া যায় অলীক আমোদে

৮

টাকাকে চেনেন যারা ব্রহ্ম বস্তু বোলে
টাকা নষ্ট তাঁরা কভু করেন কি মোলে ?
মান যাক প্রাণ যাক যাক ছেলে পিলে
তাতে ক্ষতি নাই, ক্ষতি কপর্দ্দক দিলে

৯

রাজ বংশে নারায়ণ এনে দেন যাঁকে
জন্মিবার আগে তাঁর টাকা জমা থাকে
চেষ্টা বা অচেষ্টা তার কিছুমাত্র নাই
বহু পুণ্য ফলে বলে রাজা হয় তাই

১০

যোগী কুলে যাকে এনে দেন নারায়ণ
জন্মিবার পরে তার হাতে আসে ধন
অচেষ্টায় আসে তাও চেষ্টা নাই মূলে
যোগ ভ্রষ্ট না হ'লে কি জন্মে যোগী কুলে ?

১১

কেনা বলো জানে এটা টাকার পৃথিবী
অভাবে অকাল মৃত্যু ভাবে দীর্ঘজীবী
সদ্ভাবেতে কালোচিৎ পূর্ণ কাল পাই
প্রভাবেতে স্বশরীরে স্বর্গে চলে যাই

১২

রক্তের সল্পতা যদি হয়ে থাকে কারো
পরে রক্ত দেয়, যদি টাকা দিতে পার
সসাগরা পৃথিবীর রাজা ছিল যাই
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির স্বর্গে গেছে তাই

১৩

বিনা ধনে কথনকি হয়ে থাকে ধর্ম্ম
ধনচিন্তা মানবের তাই মুখ্য কর্ম্ম
তাবলেকি কেড়ে কুড়ে নিতে হবে কারো ?
অর্থাৎ সদ্বৃত্তির দ্বারা দেখ যত দূর পার

১৪

বিনা ধর্ম্মে কথন কি হয়ে থাকে ধন
ধর্ম্মচিন্তা করা তাই চাই অনুক্ষণ
তাবলে কি ঘর কন্না ছেড়ে যেতে হবে ?
অর্থাৎ সংসারেতে থেকে কর যতটা সম্ভবে

১৫

বাঁচা মরা ফেলে দাও বিধাতার হাতে
তুমি থাক ধন আর ধর্ম্মের পশ্চাতে
ধন বিনা পৃথিবীতে কোন সুখ নাই
ধন চিন্তা করা তাই অবশ্যই চাই

১৬

ধর্ম্ম বিনা ধন লাভ হইবার নয়
তাই লক্ষ্য রাখা চাই ধর্ম্ম যাতে হয়
ধন মান যশঃ লাভ ধার্ম্মিকের তরে
ধন ধর্ম্ম থাকে যার সেকি কভু মরে ?

১৭

তবে কিনা এদুয়ের যত ইতস্ততঃ
তত হয় কালাকালে পরলোক গত
যাহার শরীরে থাকে উভয় সমান
অক্ষয় অব্যয় তিনি হরি মূর্ত্তিমান

১৮

ধর্ম্ম অর্থ দুটী পথে সমান পা দে চলো
পাছে পাছে যাবেন হরি বলো বা না বলো
তুমি থাক না থাক বা ক্ষতি বৃদ্ধি নাই
টাকা কড়ি কিন্তু খুব বেশী থাকা চাই

১৯

টাকা হীন তুমি হ'তে কিবা উপকার
তুমি হীন টাকা হ'তে কিনা হয় কার ?
সন্তান মানুষ হয় ঘোচে কন্যাদায়
অপুত্রক হয় যদি পর পুত্র পায়

২০

টাকা যদি থাকে বউ কিছুতে কি হারে ?
কত শত তুমি নিজে গোড়ে নিতে পারে
অথচ সমাজে থাকে হয়ে পূজনীয়
আর টাকা হীন তুমি নারে জগতে অপ্রিয়

২১

কালের মতন যদি গহনা না মেলে
পাবেনা মাছের মুড়ো খজ্য খাড়ী গেলে
মর্ত্ত্যালোকে যে কালেতে এসে পড়া গেছে
মৃত্যু যে নিশ্চিত, এটা জানাইত আছে

২২

তবে এক কথা আছে অগ্র পশ্চাতের
আর এক কথা, পাছে আস্তে হয় ফের
অগ্রে যাইবার মানে অকাল মরণ
পশ্চাত যাবার মানে সংখ্যার পূরণ

২৩

ফের আসিবার মানে গর্ভে পুনরায়
না আসার মানে হ'ল মুক্তি পদ পায়
কিন্তু এ দুটির আছে যুক্তি পরিষ্কার
শেষেতেও যাব কিন্তু আসিবনা আর

২৪

শেষেতে যাবার তরে বেশী চাই ধন
আর মুক্তি পাইবার তরে ধর্ম প্রয়োজন
এমন টাকাতে যার না মজিল মন
ডাকের বচন তার বিফল জীবন

২৫

টাকা উপার্জনে নাই কিছুতে পাতক
কেবল হইতে নাই বিশাল ঘাতক.
টাকা টাকা করিলে কি টাকা হয়ে থাকে
টাকা যারা ইচ্ছা করে বিধাতাকে ডাকে

২৬

ডাকিলে কি অর্থ এনে হাতে দেন তার ?
যুক্তি বলে দেন যাতে ধনের সঞ্চার
জ্ঞান বুদ্ধি বাড়ে তার অহংকার কমে
ধনে মানে পৃথিবীতে থাকে সসম্ভ্রমে

২৭

রাজা বলো প্রজা বলো বলো বা ভিখারী
টাকার তরেই সবে করে মারা মারি
সাধু বলো চোর বলো বলো বা সন্ন্যাসী
এ জগতে সকলেই টাকার প্রত্যাশী

২৮

তবে কেউ কেড়ে লয় মেরে ধোরে জোরে
কেউ আনে হেথা সেথা ভিক্ষা শিক্ষা কোরে
কাহাকেও ধরে বেঁধে দিয়ে যায় অন্য
যে যা করি আনি টাকা পাইবার জন্যে

২৯

সাধে কি সকলে অত টাকা টাকা করে
টাকা চাই দেহ রক্ষা করিবার তরে
দেহ না থাকিলে কিসে ধর্ম্ম লাভ হয়
যত শীঘ্র মরে তত বেশী আয়ে হয়

৩০

দান ধ্যান বার ব্রত যে যা কিছু করে
কেবল দেহটী রক্ষা করিবার তরে
যত দিন না হইবে পুণ্যের সঞ্চার
তত দিন তপ জপ যোগ যাগ তার

৩১

পুণ্যের সঞ্চার হলে তবে হয় ধন
ধন হোলে তবে হয় সাধু দরশন
সাধু দরশন হ'লে তবে ঘোচে ভ্রান্তি
ভ্রান্তি ঘুচে গেলে পরে তবে পায় শান্তি

৩২

শান্তি পেলে তবে হয় আত্ম বিস্মরণ
আত্ম বিস্মরণে ঘোচে পুনরাগমন
বলো দেখি কেবা কোথা কার বাড়ী যায়?
(তবে) সেই সেথা যায় যথা টাকা কড়ি পায়

৩৩

টাকা না পাইলে কেবা খুলে বলে যুক্তি
আর যুক্তি বিনে কার সাধ্য নিতে পার মুক্তি ?
জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার প্রমাণ করিতে
দেখেছত ? কতবার যুক্তি হয় নিতে

৩৪

আর নয়কে করিতে হ'লে ঈশ্বর প্রমাণ
অবশ্যই যানা চাই অনেক সন্ধান
সেই জন্যে প্রথমেতে ধন চিন্তা চাই
ধন হ'লে কত লোকে ঘরে বোসে পাই

৩৫

কে কত দেখায় এসে কত গুণপনা
আমার না হয় বড় খরচ জুগানা
কিন্তু যদি কারো কাছে পাই ঠিক যুক্তি
বিনা ক্লেশে পেতে পারি ঘরে বোসে মুক্তি

৩৬

বুঝিলে কি ধন দ্বারা উপকার কত ?
ধন যার নাই তার জন্ম ভূতগত
ছেলে মেটুলিকে কেবা সাপ বোলে ধরে
বিষধর হয় যদি নামে ভয় করে

৩৭

নির্ধনীকে কেবা বলো নয় বোসে ধরে
বিষয় যদ্যপি থাকে সমাদর করে
বিষধরে জন্মে মণি মহামূল্যধর
ধনী গৃহে জন্মে জ্ঞানি অমূল্য রতন

৩৮

বিনা ভোগে কখন কি ভোগ তৃষ্ণা যায় ?
ধনের গৌরব তাই ডাকের কথায়
ঘোড়া গাড়ী বাড়ী চাই হাতী থাকে ভাল
তত মিষ্ট লাগে তুমি যত গুড় ঢাল

৩৯

ধন কিছু কম হ'লে দৃষ্টি পড়ে ধনে
ধনে দৃষ্টি থাকিলে কি সুখ থাকে মনে ?
মনে সুখ না থাকিলে উড়ে যায় প্রাণ
প্রাণ গেলে কে শিখিবে মুক্তির সন্ধান

৪০

জ্ঞান আছে যার ধন নাই
ডাক বলে তার মুখে ছাই
নড়্‌তে চড়্‌তে জ্ঞানের কথা
দাত্ গোষ্ঠী শুকায় হেথা

৪১

সে জানে কি আশা মেটে ?
বিনা বারুদে গুলি ছোটে ?
ধন আছে যার জ্ঞান নাই
তবু দেখা অনেক পাই

৪২

মত্ত হয়ে অহংকারে
রাস্তা ঘাটও দিতে পারে
কিম্বা যদি চোরে লয়
বিষে বিষে বিষ ক্ষয়

৪৩

জ্ঞানও নাই ধনও নাই
ছিঁচুর গৈলে ছুট্ট গাই
জ্ঞানও আছে ধনও আছে
ডাক ফেরে তার পাছে পাছে

৪৪

কিরূপে যে কত দিনে ছাড়িবে কাঞ্চন
যুক্তি বলি তার, মনে উঠেছে যেমন
কিছুদিন করা চাই অর্থ উপার্জ্জন
পরে কিছু দিন চাই রক্ষা করা ধন

৪৫

তার পরে থাকা চাই মত্ত হয়ে ধনে
সাকারোপাসনা কোরে ধর্ম্ম উপার্জ্জনে
তা বই হইলে পরে নিরাকারে ভক্তি
তবে ক্রমে ক্রমে যায় ধনের আশক্তি

৪৬

নিরাকারে যত হয় অচল বিশ্বাস
তত হয় ক্রমে ক্রমে বিষয়ে উদাস
তা বই যখন বোঝে প্রণবের অর্থ
তবে হয় ধন তৃষ্ণা ছাড়িতে সমর্থ

৪৬

এতদ্দিনে তবে ঘোচে কাঞ্চনের হাত
এর মধ্যে ছেড়ে দিলে নানা উৎপাত
যদি কেহ দিতে চায় কিম্বা দিতে বলে
নিজে মরে মারে যারা কথা শুনে চলে

খাদ্য বিচার—

১

খাদ্যের সহিত আর ধর্ম্মের সহিত
বলো যদি একেবারে সংস্রব রহিত
মাচ মাংস খাও আর নিরামিষ খাও
ধর্ম্ম পথ ঠিক এক, যে পথেই যাও

২

খাদ্য দোষ গুণ খালি দেহের উপর
গুণে সুস্থ থাকে দোষে রুগ্ন কলেবর
দেহ সুস্থ রাখিবার ইচ্ছা নয় কার ?
সেই জন্য করা চাই খাদ্যের বিচার

৩

স্বাস্থ্য না থাকিলে বল হয় কোন্ কর্ম্ম
স্বাস্থ্য থেকে ধন মান স্বাস্থ্য থেকে ধর্ম্ম.
ধর্ম্মের দ্বারায় লোক মুক্তি পদ পায়
তাই লোক যত্ন ক্লোরে বেচে কুচে খায়

৪

কি করিবে ধনে মানে না থাকিলে স্বাস্থ্য
স্বাস্থ্য যার নাই তার বিফল সমস্ত
তবে যা কিছু ঈষৎ আছে ধর্ম্মের সংস্রব
বিচারের শেষে তাহা বিস্তারিব সব

৫

কিন্তু পিতা মাতা যতদিন বেঁচে থাকে যার
ততদিন নাই তার খাদ্যের বিচার
যদি কোন বদ্ খাদ্য খায় পুত্র কন্যে
সকল খণ্ডিয়া যায় মা বাপের পুণ্যে

৬

এতে যদি পিতা মাতা সঙ্গে কেহ পারে
লক্ষ্মী সরস্বতী থাকে বাঁধা তাঁর দ্বারে.
পশু পক্ষী মুক্ত হয় পুণ্যেতে তাঁহার
করেন ঊর্দ্ধ অধস্তন সপ্ত পুরুষ উদ্ধার

৭

ফল কথা মা বাপের বেশী যার পুণ্য
সেই পুত্র ইচ্ছা করে মুক্তি লাভ জন্য
মুক্তি ইচ্ছা হ'লে করে স্বাত্তিক আহার
সর্ব্ব জীবে সমদৃষ্টি তবে হয় তার

৮

মায়া মাত্র নাই যার অপরের প্রাণে
মুক্তি* যে কহার নাম, সেকি তাহা জানে ?
তপ জপ বার ব্রত যে যা কিছু করে
স্বাত্তিক আহারি বঙ্গে সবার উপরে

* অনন্ত ব্রাহ্মাণ্ডের Centre নারায়ণ সেই সেণ্টারে এণ্টার করার নাম মুক্তি, সময়ে সে মুক্তি সকলেই লাভ করিবে, তাহাতে বিশেষ পুরুষত্ব নাই কিন্তু যে পুরুষ সেই centre আপন হৃদয়ে নামাইয়া আনিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত পুরুষ অর্থাৎ জীবন মুক্ত, আবার এক জাতীয় পদার্থ না হইলে প্রণয় হয়না, আর জগতে এমন কোন পদার্থ নাই যাহার centre নাই, তবে সেণ্টারেরও সমল নির্ম্মল আছে, প্রাণি মাত্রের centre হৃদয়, হৃদয়কে সম্পূর্ণ নির্ম্মল করিতে পারিলেই তাহাতে নারায়ণ আসিয়া প্রবেশ করেন ইহারই নাম জীবন মুক্তি, ইহার ফল শান্তি লাভ, অর্থাৎ উৎকণ্ঠা রহিত জীবন, এই অবস্থা লাভ করিবার প্রধান উপায় সাত্তিক আহার—

একটি সামান্য ডাকের কথা বলি—

খাদ্য হ'তে রস রক্ত মাংসের সৃজন
ক্রমে ক্রমে এগিয়ে গেলে শেষ ভাগেতে মন
মনই আবার একে একে হয়ে দাঁড়ায় আমি
আমার দোষে গুণে হই অধ ঊর্দ্ধগামি

যেমন খাদ্য তেমি মন, তেমি তার ফল
তাতেই বলি অগ্রে ঢালো মনের গোড়ায় জল
বাক্ ছলেতে বলা হ'লো মনের লক্ষণ
নির্ম্মল মন চাও ত কর নির্ম্মল ভক্ষণ

৯

পিতার মনেতে থাকে যে রকম ভাব
পুত্র তার উপযুক্ত যন্ত্র করে লাভ
মাতা সেই যন্ত্র গুলি পরিপুষ্ট করে
তবেই পিতার ভাব ব্যক্ত হয় পরে

১০

পুত্রের ক্ষমতা হেথা কিছু মাত্র নাই
মা বাপের পুণ্য পাপে সুখ দুঃখ পাই
কুপুত্র বলিয়া যারা পুত্রে- দেয় দোষ
সে পিতার প্রতি ডাক্ ভারি অসন্তোষ

১১

আবার, সন্তান সন্ততি হয় যত দিন যায়
ততদিন নাই তার খাদ্যের বিচার
কারণ, উন্নত প্রাণির যারা জন্ম দিতে পারে
কি পাপ তাদের ? যদি পশু পক্ষী মারে ?

১২

কিন্তু এর মধ্যে যদি কেহ বেছে কুচে খায়
কত যে তাহার পুণ্য কে শুনে কে গায়
প্রকৃতি তাহার প্রতি হন অনুকূল
তাঁর পুণ্যে ধরা হয় চন্দ্র সমতুল

১৩

খাদ্যের বিচার নাই জ্ঞান নাই যার
পরম জ্ঞানির নাই খাদ্যের বিচার
তা বোলে কি উভয়েতে তুল্য ফল পায়?
অজ্ঞানিতে ম'রে যায়, জ্ঞানি বেঁচে যায়

১৪

গরু ও মহিষ দুই তুল্য জাতি প্রায়
গরুতেও ঘাস খায় মহিষেও খায়
কিন্তু উভয়ের এম্নি ভিন্ন পাক যন্ত্র
যে মল ভাগ হয়ে যায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র

১৫

তেম্নি যদিজ্ঞানবানে মাচ মাংস খায়
খেলেও যন্ত্রের গুণে ভিন্ন ফল পায়
খাদ্যের জানিবে তুমি কোন দোষ নাই
যন্ত্র দোষ গুণে ফল মন্দ ভাল পাই

১৬

তবে খালি যন্ত্রটীকে বাগাবার তরে
কিছুদিন নিরামিষ প্রয়োজন করে
বাগিয়ে নেছেন যারা যন্ত্রটীকে আগে
যা কিছু আহার করে শুভ কার্য্যে লাগে

১৭

কোরে লয়ে থাক যদি সে রকম যন্ত্র
তাহ'লে তোমার পক্ষে ব্যবস্থা—স্বতন্ত্র
শুষ্ক কাঠের ঘর্ষনেতে আগুণ জোমে গেলে
কেনা জানে দাবানলে কাঁচা গাছ জ্বলে

১৮

হলধর

কোন কোন man হেন বলে শুন্তে পাই
খাদ্যের বিচার চাই till you die

ডাক্

Several লোকে বলে several kind
আমি কিন্তু এই বলি search till find

হলধর

Find বলিলে বটে what is to find ?

ডাক্

অন্য কিছু find নয়, স্থির করা mind

হলধর

What do you mean by স্থির করা মন ?

ডাক্

অংশ রূপে আমি নিজে ব্রহ্ম সনাতন

১৯

As the interior angles of every tringle together equal to two rightangles, so, the interior faculties of every man together equal to one God.

২০

এ রকম বোধ যার না হবে যাবৎ
খাদ্যের বিচার চাই তাঁহার তাবৎ
কিন্তু প্রকৃত কথাটী বলি

২১

ইচ্ছা সুখে, যা যাহারা বেশী ক'রে খায়
কিছু মাত্র তাহাদের পাপ নাহি তায়
খাবনা খাবনা ক'রে অল্প যারা খায়
কত যে তাদের পাপ সীমা করা দায়

২২

ইচ্ছা সুখে যে যা খাই ছেড়ে দিলে দোষ
খেতে হয় যাতে যার প্রাণ পরিতোষ
অনিচ্ছাতে যে যা খাই না ছাড়িত দোষ
অল্পমাত্র খেলে তবু প্রাণ অসন্তোষ

২৩

পৃথিবীটা বড় কিছু ছোট খাট নয়
সীমানা করিতে প্রায় হেরে যেতে হয়
এতে যদি ইচ্ছা থাকে প্রতিপত্তি লাভ
অবশ্যই হতে হবে নির্ম্মল স্বভাব

২৪

নির্মল স্বভাবে চাই মন পরিষ্কার
মন পরিষ্কারে চাই খাদ্যের বিচার
খাদ্যের বিচারে চাই নিজের বিশ্বাস
মুক্তি নিলে হওয়া তার মৎস্য দেশে বাস

২৫

প্রতিপত্তি অর্থে বলি প্রকৃত পৌরুষ
প্রকৃত পৌরুষ অর্থে সব রিপু বশ
সব রিপু বশ হ'লে যেতে পারি বেঁচে
বেঁচে যেতে পারি অর্থে আসিবনা কেঁচে

২৬

স্বস্থান হইতে হেথা আসাটাই পাপ
আসিলেই পেতে হয় নানা মনস্তাপ
তাই যত পৃথিবীর ভাল ভাল নরে
স্বস্থানে প্রস্থান হেতু কত চেষ্টা করে

২৭

আমি যদি মরে যাই
কাঁদবে কন্যা পুত্র ভাই
বেঁচে যদি যেতে পারি
হাসবে যত নর নারী

২৮

ছোট ছোট কথা গুলি বড় কাজে লাগে
মনে রেখো পরে যাব বেঁচে থেকে আগে,
বেছে খা'দ্য ছাড়া কিন্তু বেঁচে থা'কা ভার
তাদের কাছেতে তাই খাদ্যের বিচার

২৯

যে জাতীয় বৃত্তি সদা যে করে চালন
সেই জাতি খাদ্য তার হয় প্রয়োজন
অধ হ'ক কিম্বা মধ্য উর্দ্ধ স্রোতস্বিনী
উপযুক্ত খাদ্য আছে ঠিক তিন শ্রেণী

৩০

অধ মধ্য উর্দ্ধমুখী রিপুর বাজার
জগতের যাবতীয় কার্য্য হবে যার
অধ মধ্য উর্দ্ধ মুখী খাদ্য আছে তাই
কার্য্য অনুসারে তাই বেছে বুঝে খাই

৩১

যাহাকে করিতে হয় যে রকম কার্য্য
তার পক্ষে সেই জাতি খাদ্য নির্দ্ধার্য্য
সেই মত রিপু তার হয় উত্তেজন
তাকেই করিতে পারে কার্য্যে যোজন

৩২

অধ মুখী খাদ্য যারা নিয়তই খায়
তাদের মনের গতি অধদিকে যায়
কাজেই করিয়া থাকে যতেক অকার্য্য
কাজে কাজে অধদিকে গতি অনিবার্য্য

৩৩

মধ্য মুখী খাদ্য যারা নিয়তই খায়
তাদের মনের গতি মধ্য দিকে যায়
কাজেই করিয়া থাকে মধ্য বিধ কার্য্য
কাজে কাজে মধ্য দিকে গতি অনিবার্য্য

৩৪

উর্দ্ধ মুখী খাদ্য যারা নিয়তই খায়
তাদের মনের গতি উর্দ্ধ দিকে যায়
কাজেই করিয়া থাকে উৎকৃষ্ট কার্য্য
কাজে কাজে উর্দ্ধ দিকে গতি অনিবার্য্য

৩৫

অধ মুখী খাদ্য প্রাণি, গম যব আদি
মধ্য মুখী সিম্বি জাতি " কলাই ইত্যাদি
উর্দ্ধ মুখী খাদ্য ফল মুল আর ধান
যত খাও তত উঠে উর্দ্ধ দিকে প্রাণ

৩৬

অন্ন বিনে যত কিছু সব মিথ্যাহার
যত বেশী খাই তত মরি বেশী বার
যাহারা অপর গুলি যত কম খায়
তাহারা মরিয়া তত অল্প বার যায়

৩৭

যাহারা অপর গুলি নাহি খায় মোটে
তারাই অবনীতলে যত মজা লোটে
বোসে দেখে পূর্ব্বকেলে ঋষিদের মত
খোষে খোষে পড়ে কত সূর্য্য শত শত

৩৮

কারণ গম যব চনকাদি বৎসরেক রয়
আলু মালু ছমাসের অতিরিক্ত নয়
নারিকেল থাকে প্রায় মাস দুই তিন
বেগুন পটল সিম দু আড়াই দিন

৩৯

চারি পাঁচ দিন থাকে পাকা কাঁচা কলা
শাক সব্জিমেরে কেটে এবেলা ওবেলা
মাচ মাংস পচে যায় কথায় কথায়
ধান্যের বিনাশ নাই চারি যুগে প্রায়

৪০

তার মত হয় লোক বুঝি শুনে যায়
সেই মত আয়ু যার যেমন আহার
অল্প জীবি দ্রব্য খেলে অল্প দিন রই
দীর্ঘ জীবি খেলে পরে দীর্ঘ জীবি হই

৪১

বিশেষতঃ কলিকালে অন্ন গত প্রাণ
ধন্য বলি তাঁকে, যিনি খালি অন্ন খান
অমন সরস খাদ্য পৃথিবীতে নাই
অন্নের বালাই লয়ে মরে যেন যাই

৪২

হলধর

একালে হয়েছে সব এরূপ ব্যাঞ্জন
টাকা টাকা তোলা, গন্ধে মাতে ত্রিভুবন
এমন আস্বাদ তার যদি কেহ চাকে
ইচ্ছা করে ভাত ফেলে তাই খেয়ে থাকে

৪৩

ডাক্

হীরের ফোড়ন দাও মুক্ত তায় বড়ি
রূপো বেটে দিয়ে কর সোনা চচ্চড়ি
তথাপি ভাতের চেয়ে কম বল তার
অন্য ব্যাঞ্জনের কথা কি বলিব আর

৪৪

ওটা তবে সাধারণে এই জন্যে খায়
ভাত গুলি যাতে দুটো বেশী পেটে যায়
কিন্তু তাদের মাহাত্ম্য যারা ভাল রূপে জানে
তারা কি ব্যাঞ্জন খেয়ে মৃত্যু ডেকে আনে ?

৪৫

সাধারণে যত্ন কোরে যে যে দ্রব্য খায়
অসাধারণেতে তার কাছেতে কি যায় ?
বেশী লোক ইচ্ছা করে যে জিনিষ খেতে
কদাচই নাই তার নিকটেতে যেতে

৪৬

বুঝে দেখ পৃথিবীর বেশী লোক মরে
অমরত্ব লাভ অতি অল্প লোক করে
কাজেই তাহারা খায় মরিবার খাদ্য
অমরত্ব দিতে কিগো সে খাদ্যের সাধ্য ?

৪৭

শত কুড়ি বর্ষ আয়ু শাস্ত্রের নির্ণয়
দুঃখের বিষয় ছাই তাই কই হয়
তবশ্যই হয় যদি শাস্ত্র মতে চলে
বলো দেখি কোন শাস্ত্র মাচ খেতে বলে ?

৪৮

শাস্ত্রঅনুমোদনে যদি নাম্ন শোর খায়
অবশ্যই সাধারণে শত কুড়ি পায়
অসাধারণেতে পায় ঢের বেশী তার
অমন্নো হইতে পারে ডাকের বিচার

৪৯

শরীরের রস রক্ত মাংস মেধ আর
যা কিছু জিনিষ আছে শরীরের সার
সকলি স্বজন হয় খাদ্যের দ্বারায়
খাদ্যকে তাতেই ডাক্ এতটা ডরায়

৫০

পচা খাদ্যে যে সকল রস রক্ত হয়
সে সকল পচা রক্ত, কাঁচা রক্ত নয়
তাতেকি কখনো আর ভুঁড়ি থাকে কাঁচা
পচা পচা পচা সেটা অবশ্যই পচা

৫১

পচা ভুঁড়ি পচে যায় সামান্য কারণে
ভুঁড়ি পচে গেলে যম ওজর কি শুনে ?
পাঠাইয়া দেন দূত বেছে বেছে বেছে
আর জটে ধরে লয়ে যায় নেচে নেচে নেচে

৫২

মানবের মধ্যে যার ভুঁড়ি থাকে কাঁচা
তার পক্ষে অতি সোজা দীর্ঘকাল বাঁচা
পচা ভুঁড়ি কাঁচা হয় কাঁচা খাদ্য খেলে
কাঁচা খাদ্য খাও তাই পচা খাদ্য ফেলে

৫৩

কাঁচা খাদ্য ঘৃত দুগ্ধ ছানা ননী সর
যে যত অধিক খায় সে তত অমর
পচা খাদ্য লতা পাতা মাস আর মাচ
যত খায় তত বশে মরণের ছাঁচ

৫৪

মাচ মাংস খেলে খুব দেহে বল পাই
অথচ চতুর করে যার পর নাই
কিন্তু যত বলবান হই যত হই ধূর্ত্ত
প্রত্যেক মুহূর্ত্ত পায়ে হোতে শেষ মূর্ত্ত

৫৫

সাত্তিক আহারে দেহ বল কম করে
অথচ নির্ব্বোধ বোলে সাধারণে ধরে
কিন্তু যত বল কম হ'ক যত বুদ্ধি হীন
একো একো কয় দেখি একো একো দিন

৫৬

শরীরের মধ্যে আর অন্য কিছু নয়
আমি আছি আর আছে রিপু গুটী ছয়
রিপু যদি বাড়ে, তবে মরে যায় আমি
আর আমি যদি বাড়ি, হব রিপুদের স্বামী

৫৭

তাই শরীর গরম হয় যে জিনিষ খেলে
সে সব জিনিষ দাও দূরে টেনে ফেলে
কিন্তু আমার গরম গুণ যাতে কিছু পাও
ভিটে মাটী বেটী বেচে সেই দ্রব্য খাও

৫৮

কারণ দেহ মধ্যে বাঁধা আছে রিপু সমুদয়
দেহ তপ্ত হ'লে তারা অগ্নি তুল্য হয়
কাজে কাজে পুড়ে যায় ধর্ম্ম কর্ম্ম যত
কেন না হইবে শীঘ্র পরলোক গত ?

৫৯

আমি কিন্তু দেহ মধ্যে সম্বদ্ধ নয়
আমি তপ্ত হ'লে দেহ ঈশদুষ্ণ হয়
সেই তাপে দেহ খানি নামে মাত্র থাকে
আর রিপুদিগে একেবারে ঠাণ্ডা কোরে রাখে

৬০

রিপু গুলি ঠাণ্ডা হ'লে সংকার্য্য করে
সংকার্য্য করিলে কি শীঘ্র কেহ মরে ?
পৃথিবীর সংকার্য্য দয়া সর্ব্ব ভূতে
যে করে সে বৃদ্ধি পায় জ্ঞানে ধনে পুত্রে

৬১

শরীর গরম হয় মাদক সেবনে
যেয়াদা গরম হয় আমিষ ভক্ষণে
অল্প বা অধিক এর যে যা কিছু খায়
সেই মত অল্পাধিক কালে মরে যায়

৬২

আমি তপ্ত হয় খেলে ছানা ননী সর
বেশী তপ্ত হয় আলোচাল খেলে পর
অল্প বা অধিক এর যে যা কিছু খায়
সেই মত অল্পাধিক কালে মরে যায়

৬৩

আমার ভোগের স্থান দেহ বৈত নয়
রিপুতে করিলে ভোগ কত দিন রয় ?
আমি দুখ পেলে দেহ সহজে কি যায় ?
কাজেই থাকিতে হেথা বহু কাল পায়

৬৪

ঘৃত দুগ্ধ অন্ন খেলে বেশী মেলে সার
মাচ মাংস বেশী খেলে অল্প মেলা ভার
মাংসের অপেক্ষা দুগ্ধ অষ্ট গুণ গুণে
সত্য মিথ্যা বুঝে দেখ শাস্ত্র দেখে শুনে

৬৫

তবে ঘৃত কিম্বা দুগ্ধ যারা নাহি পায় খেতে
মাচ খেলে তবু কিছু দেরি হয় যেতে
মাচ খেলে খেতে হয় বড় বড় দেখে
সুখে খেতে পারি যাহা কাঁটা ফেলে রেখে

৬৬

চুনো মাচ খেতে হ'লে কাঁটা শুদ্ধ খাই
বাঁচিবার আশা তাতে আদতেই নাই
কি জানি ভুঁড়িতে যদি কাঁটা ফুটে যায়
ভুঁড়ির সহিত গোটা দেহটা পচায়

৬৭

আবার স্বাত্তিক খাদ্যের এক শক্তি অসাধার
যে মানবে করিয়া দেয় শীঘ্র সদাচার
অর্থাৎ নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়ে কম
আর যত কম পড়ে তত ভুলে যায় যম

৬৮

চুলধর

ছাগলেতে কোরে খাকে সাত্ত্বিক আহার
তাতেই তাহারা বুঝি অত সদাচার ?
অর্থাৎ ছাগির প্রতি দৃষ্টি খুব কম
তাই বুঝি টকাটক্, ভুলে যায় যম ?

৬৯

ডাক্

সাত্ত্বিক আহার মানে শাক শবজি নয়
সাত্ত্বিক আহার "যাতে শ্বেত সার রয়"
শ্বেত সার আছে খালি গম যব ধানে
ধানেই সবার চেয়ে বেশী পরিমাণে

শ্বেত সার না খেলে কি মন হয় সাদা ?
যত মন সাদা তত ধার্ম্মিক বেয়াদা
লোভ মোহ কাম ক্রোধ তত তার কম
কাজেই তাহাকে যম দেখে যেন যম

৭১

বেশী দিন থাকিবার ইচ্ছা আছে যার
অবশ্যই করা চাই সাত্ত্বিক আহার
সাত্ত্বিক আহারে করে ওজ ধাতু পুষ্টি
যত পুষ্টি হয় তত ঊর্দ্ধে পড়ে দৃষ্টি

৭২

ঊর্দ্ধে দৃষ্টি হোঁলে হয় আত্ম বিস্মরণ
আত্ম বিস্মরণে ঘোচে অকাল মরণ
অকাল মরণ যদি প্রথমেতে ঘোচে
তবে ত কপাল থেকে মৃত্যু দাগ ঘোঁচে

৭৩

জন্মেছি যখন সবে মরিবার তরে
তখন মৃত্যুর ভয় মানুষে কি করে ?
নিশ্চিত আছেই সেটা হবে একদিন
যত যার মৃত্যু ভয় তত জ্ঞান হীন

৭৪

তবে যাঁরা মৃত্যু ভয় এড়াইতে চান
তাঁরাই নরের মধ্যে বেছে কুচে খান
বেছে কুচে খেতে খেতে মৃত্যু ভয় যায়
মৃত্যু ভয় গেলে তবে অমরত্ব পায়

৭৫

কিন্তু যত যায় হয়ে আসে যাবার সময়
তত তার মনে মনে বাড়ে খালি ভয়
যত ভয় বাড়ে তত রোগা হয় হাড়
হাড় রোগা হ'লে কেহ ছুঁইতে নারাজ
সিংহাসনে ভরে যদি মুঠো জোলে ছাই
নাড়ো চাড়ো, শক্ত মত, বন্ধু আর নাই

৭৬

যত বার যাছে হেথা থাকায় সময়
তত তার দিনে দিনে সাহস উদয়
সাহসের সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয় হাড়
হাড় শক্ত হ'লে দেহ মৈনাক পাহাড়
ডুবাইয়া রাখ তুমি সাগরের জলে
পুষ্ট বই ক্লিষ্ট নয় অন্তরের বলে

৭৭

পৃথিবীর লোক মাত্রে ভয়েতেই আছে
এত ভয়ে, তবু আশি পঁচাশি ও বাঁচে
এতে যদি তিল থাকে সাহসের লেশ
কেন না পাইবে শত বিংশতি বয়েস ?
আর যদি সম্পূর্ণ সাহসেতে রয়
কেন না হইবে দেহ অক্ষয় অব্যয় ?

৭৮

যদি বলো পৃথিবীকে মর্ত্যলোক কয়
অমরত্ব লাভ এতে হইবার নয়
হইবার নয় বটে সে কথাটা মানি
তবু দুট বলি শুন যত দুর জানি

৭৯

বিভীষণ বলি ব্যাস হনুমান বীর
ইত্যাদি যে সপ্ত জন রয় পৃথিবীর
ইহাদেরো বাস ছিল এই মর্ত্যপুরে
অমরত্ব লাভ তবে করিল কি কোরে ?

৮০

ডাকের বচন ফলে খাদ্যের বিচারে
হেন কার্য্য নাই যাহা মানুষে না পারে
একে বারে যদিও না অমরত্ব পায়
শত কুড়ি বর্ষ পরে অবশ্যই যায়

৮১

হলধর

মধ্যদেশে অনেকেই নিরামিষ খায়
তবে তারা কেন শত কুড়ি মধ্যে মরে যায় ?
তারা যদি সবে পেতো শত কুড়ি বর্ষ
তা হোলে তোমায় বেতো ভুলা পরামর্শ

৮২

ডাক্

মধ্যদেশ বাসী কেন অকালেতে মরে
মধ্যদেশ বাসী খোরো সে যুক্তির তরে
আমি নিজে বঙ্গবাসী বাংলা ভাষা জানি
পরদেশী ভাষাকে আমি বড় বোলে মানি

৮৩

আমার এসব যুক্তি বাঙ্গালার তরে
ইচ্ছা যাতে বঙ্গবাসী শান্তি লাভ করে
বিশেষে বাংলার মত দেশ আর নাই
যুক্তি দিতে নিতে হোলে বাংলা যুক্তি চাই

৮৪

এতে চাই তুষ্ট হও চাই তুমি চটো
নিজ জন্মদেশ বলো কেবা দেখে খাটো ?
জয় মা করুণাময়ী বৈস নিজ স্থানে
শেখাও স্বদেশী কথা অধম সন্তানে

১

স্বদেশী কথা।

বাংলা ভাষা পূর্ণ ভাষা বাঙ্গালিই নয়
বাঙ্গালির বাক্ যন্ত্র সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর
বাঙ্গালী সকল ভাষা বলে অবহেলে
কে বলে বলুক্ দেখি অন্য দেশী ছেলে ?

২

বর্ণাভাবে কাল হয় সদ্ভাবেতে সাদা
তাতেই সাদার এত আদর বেয়াদা
সাদাতে সকল বর্ণ সহজেই ধরে
কদাচই ধরিবে না কালর উপরে

৩

সহজে বাঙ্গালি তাই বলে সব ভাষা
পূর্ণ নর জন্মিবার বাংলাতেই আসা
বাংলা ভাষা পূর্ণ ভাষা সেই জন্য বলি
তাই বাংলা খাই বাংলা পরি বাংলা চালে চলি

৪

দেব ভাষা সমস্কৃত জনক্ যাহার
পূর্ণ ভাষা বিনে তাকে কি বলিব আর ?
হয় কি না বুঝে দেখ যত বুদ্ধিমান
পিতার অপেক্ষা পুত্র বেশী জ্ঞানবান

৫

তবে যতদিন সাবালক না হইবে পুত্র
তত দিন সেই পুত্র জনকের মূত্র
সাবালক হ'লে আর কেবা তাকে পায়
পিতাকে বসিয়ে রাখে বালকের প্রায়

৬

যিনি না চলেন লয়ে পুত্রের মন্ত্রনা
বুঝিয়া দেখুন তাঁর কতটা যন্ত্রনা
ডাকের বচন তাঁরা মহা পুণ্যবান
পুত্রের নিকটে যাঁরা যুক্তি নিতে পান

৭

চিরকাল এক ভাবে কবে কার যায়
বৃদ্ধ হ'লে ছেলে পিলে সিংহাসন পায়
এতদিন বাংলা ভাষা ছিল নাবালক
সমস্কৃতে ছিল তাই শাস্ত্রীয় শোলক

৮

কিন্তু আপনি ঈশ্বর এলে জন্ম লয়ে বঙ্গে
যুক্তি কোয়ে সমস্কৃত জনকের সঙ্গে
সাবালক করেছেন বাঙ্গালা ভাষায়
তাতেই ডাকের যুক্তি বাঙ্গালা কথায়

৯

ফাতর, মাদার, মেটর, মাসী, জিব ঘুরুতে হয়
হাঁ কল্যেই মা বেরুলো সোজা অতিশয়
এমন সরস আর সরল ভাষায়
পক্ষপাতী না হইলে জীবন অসার

১০

মাতৃকোলে শুয়ে যারা সেই ভাষা কয়
কে বলিবে বলো তারা পূর্ণ নর নয় ?
উপস্থিতে নারায়ণ বাঙ্গালার পক্ষ
রাজ পুরুষের তাই প'ড়ে গেছে লক্ষ্য

১১

ভাল ক'রে না করিলে বাংলা অধ্যয়ন
কদাচই হইবে না বন্ধন মোচন
বাংলা খাও বাংলা পর বাংলা চালে চলো
আর সোণার বাংলার গুণ যথা তথা বলো

১২

প্রমাণ

জলেস্থলে বিরচিত অবনী মণ্ডল
বার আনা জল আর সিকি ভাগ স্থল
স্থল ভাগ সাত খণ্ড করা যায় গণ্য
সপ্ত ধাতু মানবের সুখ ভোগ জন্য

১৩

সাত খণ্ড পৃথিবীর এসিয়া প্রধান
এসিয়াই মানবের আদি জন্ম স্থান
এসিয়ার মহাত্মা গণের পুণ্য বলে
সভ্য জাতি মাত্রে সব ধর্ম্ম পথে চলে

১৪

এসিয়াতে কৃষ্ণ খৃষ্ট বুদ্ধ অবতার
এসিয়ার মহম্মদ মহিমা অপার
বিশেষে ভারতবর্ষ এসিয়ার সার
এই - শাত খণ্ড মধ্যে নাই উপমা যাহার

১৫

সমগ্র পৃথিবী খুঁজে যা যা কিছু পাই
ভারতে অভাব তার কিছু মাত্র নাই
ধনে মানে জ্ঞানে কিম্বা বীরত্ব প্রকাশে
কার সাধ্য দাঁড়াইবে ভারতের পাশে ?

১৬

এখনো অবনীতলে কে আছে এমন
শৌর্য্য বীর্য্যে ভারতের সম্রাট যেমন
সেই ভারতের মধ্যে আরো বাচা দেশ
বাঙ্গালা যাহার নাম বৈকুণ্ঠ বিশেষ

১৭

রূপে গুণে বাঙ্গালায় উপমা কি আছে ?
লক্ষ্মী সরস্বতী বাঁধা বাঙ্গালায় মাচে
বাঙ্গালায় জল বায়ু এত পরিষ্কার
যে যে আসে এ দেশে থেতে সহ্য তার

১৮

বাংলা দেশে আছে ষড় ঋতু মূর্ত্তিমান
বলো দেখি পৃথিবীতে কোথা হেন স্থান ?
পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম হয় অনুষ্ঠিত
বঙ্গে আছে সকলেরি মঠ-প্রতিষ্ঠিত

১৯

খাদ্যের প্রধান ধান যার চেয়ে নাই
আয়ু বল বুদ্ধি যাতে অতিরিক্ত পাই
সেই ধান বঙ্গে প্রায় বার মাস হয়
বলো যদি বাঙ্গালার মাটী কথা কয়

২০

সেই জন্য বাঙ্গালায় এতটা গৌরব
সেই জন্য এত শিষ্ট বাংলার মানব
শিষ্ট না হইলে কেবা করে গণ্য মান্য
দেখে ছন্ত ? পেকে কত নুয়ে পড়ে ধান্য

২১

অতিশয় শীত কিম্বা গ্রীষ্ম অতিশয়
কিম্বা অতিরিক্ত বাঘ ভালুকের ভয়
কিম্বা অতি বড় হ্রদ পর্ব্বত বা বন
কিম্বা অতি বড় নদী কিম্বা প্রস্রবণ

২২

কিম্বা অতি বড় পক্ষী কিম্বা বিষধর
কিম্বা কোনো অতিরিক্ত অত্যাচারী নর
বঙ্গদেশে কোনো কিছু অতিরিক্ত নাই
অথচ সকলি আছে যা খুঁজি তা পাই

২৩

পৃথিবীতে লোক আছে যতেক প্রকার
সবাই প্রার্থণা করে বাংলা দেখিবার
রত্ন প্রসবিনী এই বঙ্গ মৃত্তিকায়
বানর পড়িতে গেলে শিব হয়ে যায়

২৪

বলো দেখি পৃথিবীতে কোথা হেন দেশ ?
এক দেশে নানা লোক নানা রূপ বেশ
বাঙ্গালায় ঘর ঘর শঙ্খ ঘণ্টা রোলে
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল মত্ত কোরে তোলে

২৫

তাই যত পূর্ব্বকেলে ঋষি মুনিগণ
একে একে করিছেন বঙ্গে আগমন
ঠিক আছে সেই সব আচার বিচার
তবে খালি কাল ভেদে নামে ফের ফার

২৬

বিদেশীয় লোক যত আছে বাঙ্গালায়
পৃথিবীর কোনো স্থানে তত নাই প্রায়
সাধে কি বিদেশী লোক বাঙ্গালায় আসে
অমৃত মাখন আছে বাংলার বাতাসে

২৭

বঙ্গবাসী যত জানে প্রাণের মাহাত্ম্য
পৃথিবীর কোনো জাতি জানেনা সে তত্ত্ব
ধন মান দিয়ে এরা রক্ষা করে প্রাণ
প্রাণ রক্ষা হেতু করে অরণ্যে প্রস্থান

২৮

বাঙ্গালায় ছোট বড় প্রায় প্রতি ঘরে
প্রাণের বিস্তার হেতু প্রাণায়াম করে
যে দিন করিবে লাভ প্রণায়ামে সিদ্ধি
সেই দিন বঙ্গে হবে সত্যের শ্রীবৃদ্ধি

২৯

বীরত্বের বাহাদুরি মোটে নাই বঙ্গে
বঙ্গবাসী সারা খালি প্রাণের আতঙ্কে
স্বাধীনতা বাঙ্গালীর বাঞ্ছনীয় নয়
অধীন থাকিতে এরা প্রিয় অতিশয়

জাতি কুল শীল দিয়ে সম্রাটের করে
ইচ্ছা খালি নির্ব্বিবাদে শান্তি ভোগ করে
জ্ঞান ধর্ম্ম চর্চ্চা লয়ে থাকে দিবানিশ
আর নায় খায় শোর করে রাজাকে আশীষ

৩১

রাজ গৃহে পাছে হয় পাপের সঞ্চার
এই ভয়ে বাঙ্গালির অস্থি চর্ম্ম সার
কারণ রাজপুণ্যে প্রজা বৃদ্ধি রাজ পাপে ক্ষয়
তাতেই সর্ব্বদা খোঁজে সম্রাটের জয়

৩২

এই সব কারণেতে করি অনুমান
বঙ্গ হেতু বিধাতায় পৃথিবী নির্ম্মাণ
এমন বাংলায় যেবা না চাহিবে মুখ
তাকের বচন তার অনিবার্য্য দুখ

৩৩

সপ্ত ধাতু মানবের সকলেই জানে
অষ্ট ধাতু হ'লে তাকে দেবতা বাখানে
সেই অষ্ট ধাতু হয় বঙ্গে জন্ম হ'লে
কারণ বাঙ্গালি জাতি বেচে খায় বোলে

৩৪

যত দিন বঙ্গে এসে না জন্মিবে নর
ততদিন ছোট বড় পশু বরাবর
তা বোলে কি যথার্থই পশুর সমান ?
তবে কিনা মনুষ্যত্বে কিছু অকুলান

৩৫

মনুষ্যত্ব লাভ বড় সোজা কথা নয়
প্রকৃত মনুষ্য হ'লে ঈশ্বর নিশ্চয়
অর্থাৎ ইচ্ছায় তাঁর চরাচর চলে
তাই ডাক্ বঙ্গে এসে জন্ম নিতে বলে

৩৬

পশু বলি যত দিন রিপু ধর্ম্মে চলে
অন্যাধিক অনুসারে ছু কু পশু বলে
ক্রমে যত হয়ে আসে স্বধর্ম্ম নিরত
ততই তাহারা হয় মানবের মত

৩৭

ততই করিয়া থাকে খাদ্যের বিচার
বিচারের শেষ হ'লে পূর্ণ অবতার
খাদ্য বিচারের শেষ বঙ্গদেশে অন্ন
পূর্ণ নর হ'তে হ'লে নাই খাদ্য অন্য

৩৮

পূর্ণ নরে নারায়ণে ভেদ মাত্র নাই
ঈষৎ কশুরে ধরি পশু মধ্যে তাই
কেনা জানে পৃথিবীতে পশু থেকে নর,
প্রথম মনুষ্য জন্ম ঈষৎ বানর

৩৯

নানাবিধ খাদ্য খেয়ে পরে পরে পরে
নরবেশে পৃথিবীতে বিচরণ করে
নানা দেশে ঘুরে ফিরে নানা ধাম ধুমে
অবশেষে জন্ম লয় বঙ্গ রঙ্গ ভূমে

৪০

তা বই দেখিতে পায় মুক্তির সোপান
ধন্য দেশ বাংলা দেশ ধন্য হিন্দুস্থান
বাংলা খাও বাংলা পর বাংলা চালে চলো
কেমন স্বদেশী কথা, মিষ্ট কিনা বলো

খাদ্যবিচারের শেষ।

৮৫

স্বদেশী কথাতে নাই প্রয়োজন আর
এখন শুনিয়া যাও খাদ্যের বিচার
কালোচিত পূর্ণ কাল পেতে যদি চাও
মাচ মাংস ছেড়ে তবে নিরামিষ খাও

৮৬

এবারেতে কোরে যাব বিচারের শেষ
দেখিব, না হয় কার মাচ মাংসে দ্বেষ
মন দিয়া যিনি ইহা করিবেন পাঠ
অবশ্যই খুলে যাবে মনের কপাট

৮৭

ব্রাহ্মণ হইলে শিরে দিবে পদধূলি
দাড়ি ধোরে চুম খাবে শুদ্রজাতিগুলি
এমন মজার কথা কে শুনেছে কবে
যে খাদ্যের বিচারে নর নারায়ণ হবে*

*A square may be called a parallelogram, but a parallelogram can not be called a square. God may be called a man, but a man can not be called a God.

৮৮

ব্রহ্মজ্ঞানি লোক যত পৃথিবীতে আছে
খাদ্যের বিচার নাই তাহাদের কাছে
মাচ মাংস মদ গাঁজা বা তাহারা খায়
ব্রহ্ম অগ্নি যোগে তার পাপ খণ্ডে যায়

৮৯

কিন্তু জ্ঞানি লোক যত আছে পৃথিবীর মধ্যে
বিশেষ বিচার চাই তাঁহাদের খাদ্যে
দৈবাৎ যদ্যপি হয় আমিষ সংস্রব
বিশেষণে নষ্ট করে জ্ঞানের গৌরব

৯০

ব্রহ্মজ্ঞান মানে হ'ল বলিবার জ্ঞান
তাহাতে করিতে হয় নিরাকার ধ্যান
তাহাতে কি বন্ধ হয় পুনরাগমন ?
মানুষে প্রার্থণা তাহা করেনা কখন

৯১

জ্ঞান মানে বলি যেটা ভুগিবার জ্ঞান
তাহাতে আদতে নাই কারো রূপ ধ্যান
অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ জ্ঞান যাতে বিশেষণ নাই
ভক্তের প্রার্থনা তাই না পাই না পাই

৯২

সকলেই জানে ইহা জ্ঞান মানে জানা
তাও জানে এ জগতে জ্ঞান আছে নানা
শাস্ত্র তত্ত্ব ব্রহ্ম আদি বিবিধ প্রকার
যে যত জানেন তিনি তত জ্ঞানি তার

৯৩

তবে কি না যে জ্ঞানেতে আছে বিশেষণ
সে জ্ঞানে হবার নয় বন্ধন মোচন
তবে তাতে কিছু বটে নোল পড়ে ফাঁশ
তাই কেউ সখা হন কেউ হন দাস

৯৪

যতক্ষণ জানিবার কিছু বাকি থাকে
ততক্ষণ জননী কি মুক্তি দেন তাকে ?
জানিতে যখন কিছু অপেক্ষা থাকে না
মুক্তি দিতে মা তখন অপেক্ষা রাখেনা

৯৫

নির্ব্বিশেষ জ্ঞান ডাক্ তাকে বলে তাই
যে জ্ঞানে মায়ের হাতে অব্যাহতি পাই
তাতে কি বাসনা থাকে দাস্য সখ্য ভাব ?
ডাকের বচন তাতে বাসনা অভাব

৯৬

সেই জ্ঞান সঞ্চারেতে ত্যাগ চাই নারী,
তবে আমি ক্রমে ক্রমে পূর্ণ হ'তে পারি
তবে আমি মুক্তি পদ নিতে পারি জোরে
তা না হ'লে কেঁদে কেটে একে তাকে ধোরে

৯৭

সেই নারী ত্যাগ হেতু চাই খাদ্যের বিচার
বিচারের শেষ বিনে ত্যাগ হ'য়া ভার
কে না জানে পৃথিবীতে নারী মানে মায়া
যত ত্যাগ হয় তত পূর্ণ নর কায়া

৯৮

পৃথিবীর যাবতীয় লোক মাত্রে প্রায়
লতা পাতা ফল মুল মাচ মাংস খায়
এ সব পাশব খাদ্য ডাকের বিচারে
এরা কি কখনো আয়ু বেশী দিতে পারে ?

৯৯

পাশব আহারে করে পশু দেহ সৃষ্টি
পশু দেহ সীমা বদ্ধ জ্ঞানের সমষ্টি
সীমা বদ্ধ জ্ঞানেতে কি দীর্ঘ আয়ু পায় ?
ঊর্দ্ধ সীমা শত কুড়ি বর্ষ মধ্যে যায়

১০০

যত দিন পশু ভাব থাকে দেহ মধ্যে
তত দিন রুচি থাকে পাশবিক খাদ্যে
তবে সু পশুর ভাবে খায় ফল মূল পাতা
আর কু পশুর ভাবে খায় প্রাণীদের মাথা

১০১

এ দিকে ওদিকে যার কমি বেশী যত
খাদ্যের বিচার ঠিক পাবে সেই মত
হয় খালি করে কেহ সাত্ত্বিক আহার
নয় মাচ মাংস বিনে কারো অন্ন রোচা ভার

১০২

পশুভাব কিছুদিন থাকা চাই সয়ে
পশুতেই পৃথিবীর প্রজা বৃদ্ধি করে
পৃথিবীর প্রজা করে পশুতে পোষণ
পৃথিবীর প্রজা করে পশুতে শাসন

১০৩

পশুতে হরণ করে পৃথিবীর ভার
পশুতেই করে তাঁর মাহাত্ম্য প্রচার
পশুতেই করে নানা উপদেশ দান
পশুত্ব মোচন হ'লে হরি মূর্ত্তিমান

১০৪

হেন পশু ভাব কিগা সহজেই যায় ?
বহু পুণ্যফলে তবে শেষ জন্মে পায়
সেই জন্য জন্মে জন্মে চেষ্টা করা চাই
পশুত্ব মোচন ভাব যত শীঘ্র পাই

১০৫

ডাকের কাছেতে তাই খাদ্যের বিচার
যে যত বিচার করে তত পুণ্য তার
ওটা খালি পশুভাব মোচনের যুক্তি
পশু ভাব থাকিতে কি লাভ হয় মুক্তি

১০৬

পাশব আহার করে যত দিন নর
ততদিন করে তারা ঈশ্বরে নির্ভর
যত বেশী তত মন সাকারেতে মজে
যার যত কম তত নিরাকার ভজে

১০৭

কারণ যে জ্ঞানের ফল করে ইন্দ্রিয়ে গ্রহণ
মানবের জ্ঞান তাহা নহে কদাচন
সীমা বদ্ধ জ্ঞানে তাহা আবিষ্কার হয়
কাজেই পাশব জ্ঞান জানিবে নিশ্চয়

১০৮

অতীন্দ্রিয়ে যে জ্ঞানের ফল বোধ করি
তাহাকেই মানবের জ্ঞান বোলে ধরি
অসীম জ্ঞানেতে তাহা আবিষ্কার হয়
ডাকের বচন জয় মানবের জয়

১০৯

মানবের খাদ্য খেলে সে জ্ঞান সঞ্চারে
সে জ্ঞান কি হ'তে পারে পাশব আহারে ?
তবে তারা এই জন্য আদৃত সমাজে
যে অতীন্দ্রিয়ে দৃষ্টি পড়ে ইন্দ্রিয়ের কাজে

১১০

টেলিগ্রাফ ফনোগ্রাফ ফটোগ্রাফ আর
যত রূপ গ্রাফ যারা করে আবিষ্কার
ধনুর্ব্বেদ জ্যোতির্ব্বেদ আয়ুর্ব্বেদ আর
যতরূপ বেদ যারা করে আবিষ্কার

১১১

স্থলযান জলযান ব্যোমযান আর
যতরূপ যান যারা করে আবিষ্কার
জুটমিল পগ্‌মিল ফ্লোরমিল আর
যতরূপ মিল যারা করে আবিষ্কার

১১২

শাস্ত্র জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান আর
যতরূপ জ্ঞান যারা করে আবিষ্কার
তাপমান বারিমান বায়ুমান আর
যতরূপ মান যারা করে আবিষ্কার

১১৩

হটোযোগ রাজযোগ জ্ঞানযোগ আর
যতরূপ যোগ যারা করে আবিষ্কার
রাজ ধর্ম্ম প্রজা ধর্ম্ম ঋষি ধর্ম্ম আর
যতরূপ ধর্ম্ম যারা করে আবিষ্কার

১১৪

জড়বাদ চল্‌বাদ দ্বৈতবাদ আর
যতরূপ বাদ যারা করে আবিষ্কার
মৃৎতত্ত্ব জলতত্ত্ব তেজ তত্ত্ব আর
যতরূপ তত্ত্ব যারা করে আবিষ্কার

১১৫

এরা সবাই করিয়া থাকে পাশব আহার
কাজে কাজে সকলেরি পশু ব্যবহার
সকলেই সীমা বদ্ধ জ্ঞানের অধীন
তাতে কি শুধিতে পারে বিধাতার ঋণ ?

১১৬

তবে ৷ পশুর দ্বারায় হয় এতগুলি কর্ম্ম
তাই নরে কিছুদিন চাই পশু ধর্ম্ম
তাতেই করিতে হয় পাশব আহার
পশুভাব মানবের ইচ্ছা বিধাতার

১১৭

এ পশুর ভাব যিনি এড়াইয়া যান
তিনিই অবনী তলে হরি মূর্ত্তিমান
নরের মধ্যেতে তাঁর তুল্য কেহ নাই
একমেবাদ্বিতীয়ং বিশেষণ তাই

১১৮

কোনো কিছু বিষয়েতে লক্ষ্য নাই তাঁর
অলক্ষ্যে করেন ব্রহ্ম তত্ত্বের বিচার
বিচারে বুঝিয়ে দেন, সাধু শান্ত জনে
অবিষয় অনুমেয় জ্ঞেয় নারায়ণে

১১৯

তাঁহার খাদ্যই খালি নরের আহার
যাহার বলেতে নর তুক্য হয় তাঁর
অর্থাৎ তাঁহার হ'লে শরীর পতন
ইনিই হবেন শেষে তাঁহার মতন

১২০

পুনঃ পুনঃ এইরূপ যুগে যুগে হয়
এই জন্য তাকে বলে অক্ষয় অব্যয়
অমরত্ব লাভ ডাক্ ইহাকেই বলে
এত সূক্ষ্ম ফল ফলে সুখাদ্যের বলে

Accordingly, as men can bring science into perfect
So do they enjoy the happiness of immortality.

১২১

ইতর প্রাণীতে যাহা না খাইতে পায়
তাহাই নরের খাদ্য ডাকের কথায়
ইতর প্রাণীতে বলো কোথা পায় অন্ন
অন্নই নরের খাদ্য বলি সেই জন্য

১২২

মাছ মাংস যত খা'ক যাতে সুখ পায়
আতপ তণ্ডুল যদি তার সঙ্গে খায়
তথাপি জীবন কিছু বেশী দিন থাকে
আতপ তণ্ডুলে প্রাণ ধোরে বেঁধে রাখে

১২৩

আতপ তণ্ডুল আর ঘৃত দুগ্ধ ক্ষীর
এসকল পাকা পাকা খাদ্য পৃথিবীর
এসকল খাদ্য খেলে ভুঁড়ি যায় পেকে
তার-পর সুধা জন্মে আপ্নি ভুঁড়ি থেকে

১২৪

তাহাই হজম হয়ে রক্ষা করে কায়
ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম সব উড়ে যায়
তবে যায় মানবের লজ্জা ঘৃণা ভয়
প্রকৃত মানব ডাক্ তাঁহাকেই কয়

১২৫

খাদ্যের বিচার প্রায় হয়ে গেল সায়
বুঝে শুজে খাও যার প্রাণ যাহা চায়
আগে খাও মাঝে খাও খেতে চাও শেষ
খাদ্যের ভিতরে প্রাণ জানিবে বিশেষ

নানা কথা

১

(——) এতখানি পাপ কার্য্য কোরে যদি থাকি
আর (–) এত টুকু মাত্র যদি মা মা বোলে ডাকি
তবেই সকল পাপ উড়ে পুড়ে যায়
তাতেই মায়ের গুণ এত ডাক্ গায়

২

অবনী মণ্ডল বড় স্থান পরিপাটী
সরলতা দেখাবার স্থান নয় এটী
এখানে যে যত বাঁকা তত যশ তায়
যে যত সরল তত অযশ প্রচার

৪

বাঁকা বোলে শ্রীকৃষ্ণের সমাদর অত
কত ছলে লয়েছেন মাথা কার কত
তুমি আমি তাই করি উদ্দেশে প্রণাম
সরল হইলে লোপ হয়ে যেত নাম

৫

সরল ছিলেন যবে ধর্ম্মের নন্দন
ততদিন করেছেন কেবল ক্রন্দন
শেষে যাই করিলেন গুরু ব্রহ্ম হত্যে
তাতেই পেলেন বাবু রাজ্যভোগ কোর্ত্তে

৬

তা বোলে কি নিজে আমি বাঁকা হয়ে চলি ?
তবে দেখি, শুনি, ঠেকি বোলে, বড় দুঃখে বলি
এখানেতে বাঁকা শোজা চেনা বড় দায়
এমন কলাই আছে দশ পোড় খায়

৭

এক বুদ্ধি ভাগ যার ঘর কন্না নাই
ঘর কন্না কোর্ত্তে হ'লে, গুটী দুই তিন চাই
এক বুদ্ধি অতি সরল, এক বুদ্ধি চোরা
আর একটী বুদ্ধি চাই, দুয়ে মিশেল করা

৮

মিশেলটীতে সমাজ রাখি, চোরাটীতে ধন
আর সরলটীতে শেষ রক্ষা, যে জন্য স্বজন
কারণ অমুক সরল বোলে, যদি কেউ জানে
কেবল কাঁকুড় নয়, ক্ষেত সুদ্ধ টানে

৯

কোলির মানুষ যদি ডুবে কেউ মরে
আর তেড়ে গিয়ে তাকে যদি তুলে কেউ ধরে
তাকেই জানিবে তুমি পাতকী মহান
চেপে যারা ধরে তারা, অতি পুণ্যবান

১০

তা বোলে কি যথার্থই চেপে আমি ধরি?
তবে অনেক দুঃখেতে বলি এত জ্বোলে মরি
যার খায় যার পরে নিন্দা করে তার
মুখে বলে এক কথা, পেটে রাখে আর

১১

মিছ্রীর দরে মুড়ি বিকাইতে চায়
ছাতারের নৃত্য দেখে দেহ জ্বোলে যায়
জয় মা করুনাময়ী কৃপা দৃষ্টে চাও
কোলির মানব দিগে সুবুদ্ধি শিখাও

১২

আমিও কোলির লোক পূর্ণ অহঙ্কারি
কিছুটা কমিয়ে দিলে বেঁচে যেতে পারি
তা না হ'লে আমাকেও চেপে যদি ধরে
মরে গিয়ে বেঁচে যাই, প্রফুল্ল অন্তরে

১৩

কোলি থেকে ক্রমে ক্রমে হইবে দ্বাপর
ত্রেতা যুগ আবির্ভাব হবে তার পর
তাহার পরেতে হবে সত্যের উদয়
কোনো কিছু উন্নতি কি একে বারে হয় ?

১৪

কিন্তু বিধাতার এম্নি কোমল হৃদয়
যে মন্দ হয় ধিকি ধিকি, ভাল শীঘ্র হয়
মঙ্গল ইচ্ছায় তাঁর হইয়াছে সৃষ্টি
মঙ্গলের প্রতি তাঁর তাই এত দৃষ্টি

১৫

ধিকি ধিকি মানবের হয় অবনতি
উন্নতি কালেতে হয় হটাৎ উন্নতি
সিঁড়ি ভেঙ্গে ধাপে ধাপে নাবি তালে তালে
ছ ধাপ লাফিয়ে উঠি উঠিবার কালে

১৬

তাই বলি সত্য হ'তে দেরি নাই আর
হু হু কোরে বেড়ে যাবে সত্যের সঞ্চার
টুষিয়ে উঠেছে কোলি ফোটে ফোটে প্রায়
আমিই ফুটিয়ে দিব ডাকের কথায়

১৭

স্ত্রীলোকের যদি হয় গর্ভের সঞ্চার
তাতে যদি স্বামী সঙ্গ করেন আবার
তা হ'লে সে ভ্রূণ নষ্ট অবশ্যই হয় *
যদিও সন্তান হয়, অল্প আয়ু হয়

১৮

অর্থাৎ অবশ্য যাবে শত কুড়ি মধ্যে
তা না হ'লে অবশ্যই উঠে তার উর্দ্ধে
সত্যকাল সূত্রপাত সহজে কি হবে ?
এত দূর ভেবে লোক চলে যদি তবে

১৯

আর পুরুষের যদি হয় জ্ঞানের সঞ্চার
তাতে যদি নারী সঙ্গ করেন আবার
তা হ'লে সে বুদ্ধি ভ্রংশ অবশ্যই হয়
যদিও বা জ্ঞান হয়, বিশেষণে হয়

* অন্যকারণেও হয় কিন্তু তাহা কম

২০

অর্থাৎ অবশ্য পুনঃ এখানে আসিবে
তা না হ'লে অবশ্যই হরিতে মিশিবে
শান্তি নিকেতন ধরা সহজে কি হবে ?
এত দূর ভেবে লোক চলে যদি তবে

২১

কিন্তু যদি কোরে থাক কেহ ওই পাপ
যোগের বাতাস পেলে সে সকল খাপ
একালেতে যোগ শিক্ষা শক্ত কথা নয়
পড়িলে ডাকের কথা সহজেই হয়

২২

পৃথিবীতে যত যার বেশী ধন জন
তত তার বিধাতাকে ডাকা প্রয়োজন
পৃথিবীতে যত যার কম ধন জন
তত তার বিধাতাকে ডাকা প্রয়োজন

২৩

বেশীতে ডাকিলে আর কম কভু হয় না
কমেতে ডাকিলে আর কম কভু রয়না
ফল কথা কিছুদিন ডাকা ডাকি চাই
ডাকিতে ডাকিতে তবে অব্যাহতি পাই

২৪

স্ত্রীলোকে যে কোরে থাকে জাতীয় ব্যবসা
তাতে খালি পুর্ণ করে পুরুষের আশা
আর পুরুষে যে কোরে থাকে জাতীয় ব্যবসা
তাহাতেও পুর্ণ করে পুরুষের আশা

২৫

নারী শিক্ষা নরে মজ রুচি যাতে যার
দুয়েতেই শান্তি, তবে কিছু ফের ফার
অর্থাৎ স্ত্রীলোকের দ্বারা হ'লে আস্তে হয় ফের
আর পুরুষের দ্বারা হ'লে মিটে যায় জের

২৬

স্ত্রীলোকের জাতি বৃত্তি নষ্ট করা ধর্ম্ম
ধর্ম্ম রক্ষা পুরুষের জাতিগত কর্ম্ম
স্ত্রীলোকের ফাঁদে পোড়ে অধতে গমন
আর পুক্রষের ফাঁদে পোড়ে উর্দ্ধে উঠে মন

২৭

কারণ স্ত্রীলোকে হরণ করে ধর্ম্ম মন প্রাণ
তাতেই ভোগের কাল পড়ে অকুলান
কত আশা থাকে তাই অন্তরে অন্তরে
তাই পুনঃ জন্ম হয় মেটাবার তরে

২৮

আর　　পুরুষে প্রদান করে ধর্ম্ম মন-প্রাণ
তাতেই ভোগের কাল হয় সঙ্কুলান
কাজেই সকল আশা মিটে যায় তার
কি জন্য আসিবে বলো মর্ত্তলোকে আর ?

২৯

যার প্রতি বিধাতার যত বেশী দৃষ্টি
তার প্রতি তত হয় গোলা গুলি বৃষ্টি
আর　　বিধাতার প্রতি যার যত বেশী দৃষ্টি
তাহার উপরে হয় তত পুষ্প বৃষ্টি

৩০

তভেলা, না যতক্ষণ, এক সুর বলে
ততক্ষণ হাতুড়ির ঠুক্ ঠাক্ চলে
নরে না যাবৎ করে হরিনাম সার
তত দিন রোগ শোক বিবিধ প্রকার ．

৩১

অর্থ কষ্ট স্বাস্থ্য নষ্ট আত্মীয় বিচ্ছেদ
সজ্বটন হ'লে তাই মিছে করা খেদ
ওসকল বিধাতার হাতুড়ি আঘাৎ
কারণ　　যে কোনো প্রকারে করি তাঁকে প্রণিপাত

৩২

পাপ কিছু কম হ'লে অর্থ কষ্ট হয়
বেশী হ'লে স্বজনাদি বিচ্ছেদের ভয়
আরো বেশী হ'লে হয় ব্যাধির সঞ্চার
আর   পাপে পরিপূর্ণ হ'লে মৃত্যু হয় তার

৩৩

উন্ স্থর হ'লে বীন টিপে দিই কান
জোয়ারে ঘষিতে হয় হইলে বেতান
জোড় জাড় খুলে গেলে পুটীন লাগাই
আর   নিতান্ত হইলে রদি ভেঙ্গে ফেলা চাই

৩৪

অর্থ কষ্ট কোমে যায় ধর্ম্ম পথে চোল্যে
শোক তাপ কোমে যায় ব্রহ্মচর্য্য কোলো
সাত্ত্বিক আহারে করে ব্যাধি উপশম
আর   মরিবার আগে মোলে কেন ছোঁবে যম ?

৩৫

দিবানিশি না করিলে কাজে নিয়োজন
স্বভাবতঃ করে মন অকাজে গমন
কাজ বলি যাতে বাড়ে ধর্ম্ম আর ধন
অকাজ তাহাকে বলি যাহাতে মরণ

৩৬

পূজার্চ্চনা করে যারা লয়ে পুষ্প পাত্র
তাদের হয়েছে এই হাতে খড়ি মাত্র
বন্দনা ইত্যাদি যারা স্তব পাঠ করে
মক্স করে তারা হাত পাকাবার তরে

৩৭

মনে মনে যারা সদা করে প্রণিপাত
এ যাত্রা তাদের সব পেকে গেছে হাত
আর ব্রহ্মচারি হয়ে যারা যোগে কাল কাটে
তারা সব ঠিক যেন এপ্রেণ্টিস্ খাটে

৩৮

তাবই যখন হবে নির্ম্মল স্বভাব
তখন করিবে তারা ব্রহ্ম পদ লাভ
একেই ডাকের কথা মুক্তি লাভ বলে
মুক্ত হ'লে হুকুমেতে চরাচর চলে

৩৯

পুরুষের মধ্যে যারা উচ্চ অভিলাষি
ধর্ম্ম চিন্তা তাহাদের চাই দিবানিশি
দেউল জাঙ্গাল তারা দিতে পারে তবে
বিনা ধর্ম্মে কখনো কি সম্পদ সম্ভবে ?

৪০

অথচ থাকিতে পারে বহু শত বর্ষ
বাঁচিবার পক্ষে এটী উচ্চ পরামর্শ
ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ রিপু সম্‌যম
যাহাতে ঘুচিয়া যায় পুনর্ আগম

৪১

ধর্ম্মের সঞ্চার যার হয়ে আসে যত
তত তার ক্রমে হয় রিপু অনুগত
অর্থাৎ হইলে কোনো রিপু উত্তেজন
তৎদণ্ডে পারে তাহা করিতে দমন

৪২

যা কিছু বিপদ যার হয় সঙ্ঘটন
সবার উপর হ'ল রিপু উত্তেজন
ও বিপদ হ'তে যারা পরিত্রাণ পায়
তাহারাই পূর্ণ নর ডাকের কথায়

৪৩

যে দুটী বস্তু আছে দেহে Lungs আর heart
এই দুটী শরীরের principal part
Regular রূপে যার এই দুটী চলে
Perfect man ডাক্ তাহাকেই বলে

৪৪

Lungs regular হয় যোগাবলম্বনে
Heart regular হয় সাত্ত্বিক ভোক্ষণে
যারা সাত্ত্বিক আহার করে শিক্ষা করে যোগ
তারাই করিতে পায় শান্তি সুখ ভোগ

৪৫

রোগ, শোক হ'ক কিম্বা অন্ন কষ্ট পাই
কিছুতেই কিছু যাঁর উৎকণ্ঠা নাই
তিনিই নরের মধ্যে পেয়েছেন শান্তি
ডাকের মুখের কথা পৈত্তিকের ভ্রান্তি

৪৬

দেহের মধ্যেতে আছে যে রকমে আমি
জগতের মধ্যে তেম্নি জগতের স্বামী
প্রথমে আমার সঙ্গে দেখা করা চাই
তার পরে নারায়ণ দরশন পাই

৪৭

মন আর আমি দুটী এক বস্তু প্রায়
মনের কাটিলে মলা আমি হয়ে যায়
গুড় আর চিনি দুটী এক বস্তু প্রায়
গাদ কাটাইলে গুড় চিনি হয়ে যায়

* অর্থাৎ আত্ম দর্শন।

৪৮

চিনি থেকে মিশ্রি হয় মিষ্টতার শেষ
প্রথম সংযোগে হয় অমৃত বিশেষ
আঘ্রাণেতে কত কার কেটে যায় রোগ
হেসে খেলে করে লোক শান্তি সুখ ভোগ

৪৯

ইচ্ছা কর যদি কেহ শান্তি সুখ পেতে
অবশ্যই হবে তবে বেচে কুচে খেতে
অর্থাৎ তা হ'লে চাই সাত্ত্বিক আহার
রাজশ তামশ খেলে শান্তি মেলা ভার

৫০

কারণ অপরের শান্তি ভঙ্গ কোরে যদি খাই
তুমিই বলনা শান্তি কি হিসাবে পাই?
এদিকেও অপরের শান্তি ভঙ্গ করি
ওদিকেও কাজে কাজে জ্বোলে পুড়ে মরি

৫১

নিজের প্রাণের প্রতি মায়া নাই কার?
ইচ্ছা সুখে দিতে প্রাণ কে করে স্বীকার?
বজোরে লইলে তারা যত জ্বালা পায়
সেই জ্বালা খাদকের গায়ে মিশে যায়

৫২

তুমিও যা খেলে সেটা জ্বালায় তাণ্ডায়
তাহাতেই রস রক্ত জন্মিল তোমায়
তা জ্বালাতে জন্মিল যার মাংস মেধ অস্থি
কেননা তাহার বলো জন্মিবে অস্বস্তি ?

৫৩

কথায় কথায় ক্রমে নানা কথা বাড়ে
ডাকের বচন এই যত মজা হাড়ে
হাড় সুদ্ধ হ'লে তবে স্বাস্থ্য হয় লাভ
স্বাস্থ্য যার থাকে তার কিশের অভাব ?

৫৪

তপ জপ যোগ জাগ যার ব্রত যত
নানাবিধ পুন্য কর্ম্ম শাস্ত্র সম্মত
সকলেরি মর্ম্ম কথা স্বাস্থ্য হয় যাতে
স্বাস্থ্য হ'লে শান্তি ফেরে পশ্চাতে পশ্চাতে

৫৫

কিন্তু যদি ওসকল কিছুই না পারে
সেই শান্তি মেলে একা সাত্বিক আহারে
ক্যোরে দেখে জুত মার ইচ্ছা যত বার
হয় কিনা হয় শান্তি তুদিনে সঞ্চার

৫৬

ছদিনে বলিনু ওটা অতিরিক্ত কোরে
অন্ততঃ করিতে হয় ছয় সপ্তা ধোরে
ভাল হ'ক মন্দ হ'ক যে যা কিছু খায়
হাড়েতে জমিতে সেটা বেশী দিন যায়

৫৭

কিন্তু যদি করে কেহ যত দিন চাই
শাস্তিতে তাহার হয় পাড়াটী বোঝাই
হেসে খেলে করে ভোগ সহ প্রতিবাসী
বিদেশেও বিতরণ করে রাশি রাশি

৫৮

যদি বল বিষ খেলে অতি শীঘ্র মরে,
তা ইচ্ছা কোরে মানুষে কি তনু ত্যাগ করে ?
তবে যারা করে তারা নামে মাত্র নর
সে হাড়ের তরে আছে যুক্তি স্বতন্তর

৫৯

তপ্ত করিবার তরে ভিজে দেশলাই
সাধন ভজন করা কিছুদিন চাই
যত ভিজে তত তার বেশী আয়োজন
তপ্ত হ'লে ও সকলে নাই প্রয়োজন

৬০

না কোরে বন্ধোরে পরে, শত্রু পরাজয়
আগে ভাবো কারো সঙ্গে শত্রুতা না হয়
না কোরে ভোজন অন্তে বাঁ পাশে শয়ন
আগেতে আহার কর খালি রেখে কোন

৬১

না কোরে বয়স শেষে সাধন ভজন
যৌবনে করিয়া চল সাত্বিক ভোজন
যদি বলো সাধনের অসাধার বল
সাত্বিক আহার হ'ল সাধনের ফল*

৬২

দেহ রেখে দিতে যদি বেশী দিন চাও
নিরামিষ খাও আর নারী ছেড়ে দাও
তুমি খালি ছেড়ে দিলে হয়ে ওটা ভার
তোমাকে যাহাতে ছাড়ে চেষ্টা চাই তাঁর

৬৩

ডাকের বচন আমি ধর্ম্মেতে খালাশ
অকাতরে কর যার যথা অভিলাষ
অকপটে বলিলাম নিজে যাহা করি
লজ্জা ঘৃণা ভয় নাই মরি আর তরি

*জন্মান্তের সাধনা থাকিলেই সাত্বিক আহারে প্রবৃত্তি জন্মায়

৬৪

জয় মা করুনাময়ী প্রণমি চরণে
দাসের কামনা নাই বাঁচনে মরণে
তব শ্রীচরণে দাস এই ভিক্ষা চায়
পাঠক মণ্ডলে যেন দীর্ঘ আয়ু পায়

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

ডাকের কথা

প্রথম খণ্ড

শ্রীভোলানাথ দত্ত

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস
১নং রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা
শ্রীশরৎশশী রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

 মূল্য আট আনা

ভূমিকা।

প্রায় পনর ষোল বৎসর পূর্ব্বে কতিপয় সাহিত্য-সেবক মহোদয়ের অর্থ সাহায্যে "ডাকের কথা"র অসম্পূর্ণ কয়েক ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎকালে সাময়িক সংবাদ-পত্র সমূহে সমালোচিত, ও বিশেষরূপে প্রশংশিত হইলেও অর্থাভাবে উহা অসম্পূর্ণাবস্থাতেই রহিয়া যায়। সম্প্রতি বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত স্যার বিজয় চন্দ্ মহ্‌তাব্, কে, সি, এস, আই; কে, সি, আই-ই; আই, ও, এম্; বাহাদুরের অর্থ-সাহায্যে ও উৎসাহ-বাক্যে প্ররোচিত হইয়া অপ্রকাশিত "ডাকের কথা" কিয়দংশ মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইলাম। গত ত্রিংশৎ বৎসরের অধিককাল যে সকল নীতি-রহস্য আমার মনে স্বতঃই উদিত হইয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া সমগ্র রচনার আয়তন যেরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহাতে মহারাজ বাহাদুর কৃপা না করিলে মুদ্রাযন্ত্রের আশ্রয় লওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব হইত। এক্ষণে পাঠকবর্গের কথঞ্চিৎ উৎসাহ-বাক্য শ্রবণ করিলে ভবিষ্যতে অপরাংশ তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে যত্নবান হইব।

মথুরাবাটী।
জেলা হুগলী।
২৪শে শ্রাবণ ১৩২১ সাল।

গ্রন্থকার

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার।

উত্তরপাড়া-নিবাসী সর্ব্ব-গুণভূষিত শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এবং বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত বাবু রামগতি মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ 'ডাকের কথা'র আদ্যোপান্ত পরিদর্শন ও সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য ইঁহাদের নিকট চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

গ্রন্থকার।

সূচী পত্র।

শুদ্ধি পত্র।

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০	১২	অংকারণে	অপারনে
৪৭	১৪	শুন	গুণ
৫০	৪	নারীও	নারীতে
১৫০	৯	ধার্ম্মিকের	বাল্মিকীর
১১১	২	সমাগম	সনাতন
১১২	১৬	পাপীদের	কবিদের
১২৯	১২	অথচ	অথবা
১৩৬	৮	বিবিধ	বিধির
১৩৯	১৩	বনজিরে	বর্ণাভাবে
১৪১	১৩	এসিয়াই	এসিয়ার
১৬৪	১৬	ভাবে	পূর্ণভাবে
১৬৪	১৬	মিশায় পূর্ণ	মিশায়

বন্দনা

আজ্ঞা দিন, করজোড়ে বন্দি এইবার।
সাধকের শ্রেষ্ঠ দেব শঙ্কর হাল্‌দার॥
আপন আদেশে বসে আপন আসনে।
পেয়েছি মায়ের দেখা বিনা আরাধনে॥
কিসে করি দেব তব ঋণ পরিষ্কার।
কিছু নাই আছে মাত্র শত নমস্কার॥

প্রণত
শ্রীভোলানাথ দত্ত

সরস্বতীর স্তব।

মা শ্বেতবরণী বাকদেবী,

দাসে করুণা কর শ্রীপদ সেবি।

কিবা শোভা হেরি শ্বেত-পদ্ম'পরে।

কিবা নূপুর চরণে বীণা করে॥

কিবা গাত্র আবরণ নীলবাসে।

তাহে হীরক কিরণে তম নাশে॥

কিবা বিম্বাধরে মৃদু মন্দ হাসি।

তাহে বীজ রূপে ঝরে সুধারাশি॥

বীণা নূপুর সুতানে মত্ত হ'য়ে।

সুখী স্থাবর জঙ্গম কর্ম্ম লয়ে॥

তুমি কৃপা কর যারে সরস্বতী।

তারে পৃথ্বীতলে কর নম্র অতি॥

তারে ভূষিত কর মা ধনে মানে।

সদা মত্ত থাকে তব গুণগানে॥

তুমি বৈস দেবী যার কণ্ঠপরে।

তারা মুগ্ধ করে নরে মিষ্ট স্বরে॥

তুমি সর্ব্ব আদি মাগো সর্ব্বময়ী।

স্বীয় শক্তি-বলে সদা সর্ব্বজয়ী॥

তব শক্তি বর্ণিবারে কেবা পারে ?
বিধি বিষ্ণু, আদি সদাশিব হারে ॥
যেবা পূজা করে তব প্রাণপণে ।
তুমি কবি কর তারে সযতনে ॥
তাই বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত ছলে ।
তব মহিমা প্রকাশে মহীতলে ॥
তার পূর্ণ কর যত মন-আশা ।
তার বন্ধ কর শেষে মর্ত্ত্যে আসা ॥
তাই কাতরে ডাকি মা কায়মনে ।
দেহ রতি মতি তব শ্রীচরণে ।

জয় মা করুণাময়ী

ডাকের কথা।
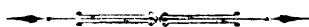
মায়ের কথা।

(১)

মা হ'তে দেখেছি ধরা সকলের আগে,
তাতেই মায়ের কথা ভারি মিষ্ট লাগে।
মাতৃস্তন্য পান সবে করিয়াছি আগে,
তাতেই মায়ের কথা ভারি মিষ্ট লাগে॥

(২)

মাতাকে চিনেছি সবে সকলের আগে
তাতেই মায়ের কথা ভারি মিষ্ট লাগে।
মা বুলি শিখেছি সবে সকলের আগে;
তাতেই মায়ের কথা ভারি মিষ্ট লাগে॥

(৩)

এ মায়ের গুণ যেবা না শুনে না গায়,
বিফল জীবন তার ডাকের কথায়।
অবনীমণ্ডলে এসে মাকে যারা চেনে,
তারাই সবার চেয়ে যশকীর্ত্তি কেনে॥

(৪)

অথচ দেখিয়ে দেন এমন উপায়,
সহজে অপরে যাতে যশকীর্ত্তি পায়।
মায়ের মতন কেহ পৃথিবীতে নাই
ডাকিতে যদ্যপি হয় মা-কে ডাকা চাই॥

(৫)

তবে মাকে যদি হরি ব'লে চিনে থাক কেহ,
হরির দোহাই দিতে যত পার দেহ।
এ জগতে আমি কারও পক্ষপাতী নই,
মার কথা কিন্তু আমি বেশি করে কই॥

(৬)

নির্ব্বাণ নগরে ছিল সকলেরি বাস,
মাতার অভাবে কিছু ছিল না প্রকাশ।
জননী সবার আগে প্রকাশিত হয়ে,
এনেছেন আমাদেরে কত কষ্ট সয়ে॥

(৭)

আবার করিতে হ'লে স্বস্থানে গমন,
জননীর হাতে তার দিক্ দরশন।
কিন্তু যদি মনে জ্ঞানে মার গুণ পাই
সকায়ে নির্ব্বাণ পুর ঘরে ব'সে পাই॥

(৮)

তাতেই মায়ের নাম এত করে ডাক্,
আর রমণী মাত্রকে ভাবে মাতাই বেবাক্।
এতে হয় হ'ল মার মাহাত্ম্য প্রকাশ,
না হ'ল ত ক্ষতি নাই ধর্ম্মেতে খালাস॥

ডাকিবার কথা।

(১)

কীটাণুরূপেতে ডাক অতি চুপে চুপে,
সাঁই সাঁই সোঁ সোঁ উদ্ভিজ্জরূপে।
কীটাদি পতঙ্গরূপে চুং ভুং করি,
কিচির মিচির শব্দ পক্ষীরূপ ধরি॥

(২)

ক্রমে যত বড় হ'য়েছি একে একে একে,
তত হ'য়েছি সারা আমি ডেকে ডেকে ডেকে।
হাম্বা হাম্বা কত করেছি কত করেছি চিঁহি,
রকম রকম কত ডেকেছি মোটা সরু মিহি॥

(৩)

উকু উকু কত করেছি কত করেছি উপ্,
এবারেও অনেক ডেকে শেষে হয়েছি চুপ্।
হরি বলেছি হর বলেছি বলেছি পরমেশ,
কারু হ'তে কিছু হয় না বুঝে দেখেছি বেশ॥

(৪)

এ কাল সেকাল ঢের ডেকেছি আর কি কাকেও ডাকি,
এখন নিজের কথায় মত্ত হ'য়ে নিজানন্দে থাকি।
তবে যদি দেখি কা'কেও ছেড়ে দেছে ডাক,
তার কাছেতে মায়ের নামে বাজাই জয় ঢাক॥

(৫)

আলোর মধ্যে যে রকম ইলেক্‌ট্রিক আলো,
তেম্নি ধারা মা আমার কালোর মধ্যে কালো।
তাতেই মায়ের নাম বলে মহাকালী,
ধারণানুসারে কেহ বলে বনমালী॥

(৬)

মা মা ক'রে ব্যস্ত সদা শ্রীমধুসূদন,
হরি হরি ক'রে ব্যস্ত জননীও হন।
উভয়েতে উভয়ের অর্দ্ধ অঙ্গ কিনা,
উভয়ে চঞ্চল তাই উভয়ের বিনা।
উভয়ের অভাবেতে উভয়েতে জড়,
ডাকের বচন এর প্রণেতাকে গড়॥

সৃষ্টিরহস্য।
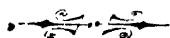
(নারায়ণের সহিত ডাকের কথাবার্ত্তা)

ডাক্

(১)

এসে হেথা নরাকারে, কি কষ্ট কহিব কারে,
অন্য কিছু কষ্ট নয় আসি আর যাই।
কথাটী সহজ বটে ; সেই জানে যার ঘটে,
অন্যে কে জানিবে এতে কত জ্বালা পাই॥

(২)

আমোদে আমোদে আসা, কাকে কত ভালবাসা,
কত লোকে আমাকেও কত ভালবাসে।
কত কি দেখিতে পাই, কত কি জিনিস খাই,
নূতন নূতন মনে কত আশা আসে॥

(৩)

কত বা মেটাই কাজে, কত চেপে রাখি লাজে,
কত বা রহিয়া যায়, ভয়ে ভয়ে ভয়ে।
কত বা অলক্ষ্যে রয় কত বা প্রকাশ নয়,
এই কোরে পড়ে যাই ঘোর দমদরে॥

(৪)

ক্রমে এসে জোটে জরা, ঘটেনাক কার্য্যে করা,
মনে মনে রোয়ে যায় ক্ষমতা অভাবে।
হোতে হোতে পড়ে ডাক্, কাজেই দওড়ে ডাক,
জটে বাঁধা আছে হোথা কোথায় পলাবে॥

(৫)

সেখানেতে গিয়ে দেখি, অনেক রয়েছে বাকি,
পুনঃ এসে না করিলে কিসে মেটে জের।
তুমিও দয়াল বড়, আগে বল সরে পড়,
তাড়াতাড়ি সেথা গিয়ে ফেরে এস ফের॥

(৬)

কাজেই ছুটিতে হয়, সহজ হুকুম নয়,
কার সাধ্য পারে তাহা করিতে হেলন।
তিলার্দ্ধ তিষ্ঠান দায়, ভুতে টেনে লয়ে যায়,
ধুলো পায়ে হয়ে পড়ে পুনরাগমন॥

(৭)

পুনরপি পূর্ব্বমত, কত সারি থাকে, কত,
আবার হাজির হই হুজুরেতে গিয়ে।
আবার ফিরিয়া আসি, সেই ভালবাসা বাসি,
আবার যাইতে হয় সেই পথ দিয়ে॥

(৮)

পুনঃ পুনঃ এ প্রকার, এসে গিয়ে বার বার,
এ বারেতে বুঝে নিছি যত ঘুই ঘাই।
তাতেই করেছি পণ, দেখা যাবে নারায়ণ,
কে কত খেয়েছে ঝুণে জননীর মাই॥

(৯)

কে কাকে বলায় ঘোল, কার হাত পড়ে নোল,
কে কি কোরে কাকে কোথা টেনে লয়ে যায়।
অনেক খাটিয়ে নেছ, অনেক যাতনা দেছ,
দেখা যাবে মা এবার কার পূজো খায়॥

(১০)

তুমিই পাঠিয়ে দাও, তুমিই লইয়া যাও,
তুমিই পরিয়ে দাও জ্ঞানচক্ষে ঠুলি।
তোমারি কৌশল ক্রমে, ভ্রমি আমি নানা ভ্রমে,
তোমা হ'তে জ্বলে এই রাবণের চুলি॥

(১১)

বোঝা গেছে নারায়ণ, ভুলাতে নরের মন,
দিয়েছ ক্ষণিক সুখ সুখমাত্র নামে।
শান্তি-সুখ যাকে বলে, কেড়ে লয়ে ছলে বলে,
নিত্যসুখে নিজে আছ বৈকুণ্ঠধামে॥

(১২)

তুমি যদি না আনিতে, কে আসিত অবনীতে,
কে জানিত মাতা পিতা পুত্রকন্যা দারা।
কে চাহিত কার মুখ, কে ভুগিত এত দুঃখ,
কেন বা কে হ'ত এত কেঁদে কেটে সারা॥

(১৩)

তোমারই কার্য্যের তরে, সৃজন করেছ নরে,
লাভে হ'তে মাঝে থেকে ভুগে মরে নর।
বদ্ধ হ'য়ে মায়া-পাশে, আজ যায় কাল আসে,
এত কষ্ট পায় তাতে নাই যার পর॥

(১৪)

কামাদি বা অহঙ্কার, তুমি মূল সবাকার,
তুমিই আবার শেষে ব'লে বোস পাপ।
কোরে যায় রিপু যেবা, দেখি দণ্ড দেয় কেবা,
যত পাপ কোরো তুমি লাগে তেরি বাপ॥

(১৫)

তুমিই নষ্টের রাজা, ছলে কলে দাও সাজা,
এর শোধ নিতে পারি তবে কৈও নাম।
যাই দিও সেই ঠাঁই, কিছু প্রয়োজন নাই,
এইখানে কোরে লব বৈকুণ্ঠধাম॥

(১৬)

দেখাব কেমন ডাক্, ভেঙ্গে দিব ভুও জাঁক,
তেমন মায়ের পেটে জন্ম নয় মম।
মা যদি সহায় থাকে, কার সাধ্য ধরে রাখে,
ধরাকে বানিয়ে লব শান্তিধাম সম॥

(১৭)

সকলে ভুগিবে শান্তি, থাকিবে না কারো ভ্রান্তি,
ঘুচে যাবে রোগ শোক অকাল মরণ।
উঠে যাবে পুণ্য পাপ, আসিবে না অনুতাপ,
পৃথিবীটা হোয়ে যাবে আলাদা ধরণ॥

(১৮)

থাকিবে না এ পশার, কত কাল টেকে আর,
জীবন যৌবন ধন জোয়ারের জল।
ঘুচে যাবে যাওয়া আসা, ঘরে বোসে খাসা বাঁসা,
হেলে ফেলে সকলেতে খাবে মোক্ষ ফল॥

(১৯)

জোটামুটি বোলে যাই, তোমাকে বিশ্বাস নাই,
কে-না বল জানে তুমি লোক ভয়ানক?
সূক্ষ্মকথা গোটা কত, বলিব সময় মত,
ইহার উত্তর পেলে সন্তোষ জনক॥

নারায়ণের উত্তর।

—:০:—

(২০)

বয়সের নাই ওর, পশার চলেছে জোর,
এত কাল করা গেছে কত ধুমধাম।
যে রকম ছিল দাপ, করাগেছে খুন গাপ,
কিন্তু বুঝি এ বারেতে ডুবে যায় নাম॥

(২১)

কোরেছে যে প্রশ্নগুলি, সাধ্য কি যে মাথা তুলি,
ইহার জবাব দেওয়া বড়ই কঠিন।
কি কোরে সন্তুষ্ট করি, না দিয়ে কি কোরে তরি,
দিতাম দিবার হ'লে কাজে রিজাইন॥

(২২)

প্রশ্নগুলি যে প্রকার, এই বোলে ওঠা ভার,
আরো বলে এর চেয়ে সূক্ষ্ম কথা আছে।
বিষম সমস্যা হোলো, কি কোরে মিটাই বল,
নিশ্চিত জেনেছি মম এ পশার গেছে॥

(২৩)

এতকাল কর্‌মি ঘর, দেখিনা এমন নর,
বজোরে বৈকুণ্ঠপুরী কোরে নিতে চায়।
কি জানি বা করে তাই, নরের অসাধ্য নাই,
কথার ধরণ শুনে প্রাণে ভয় পায়॥

(২৪)

কথাতেও শুধু নয়, কার্য্যদক্ষ অতিশয়,
কোরে নিতে পারে এরা আমি যা না পারি।
কি করি পাপের ভোগ, মেগে নিয়ে এ শো রোগ,
বেটাদের এনে হেথা ঠোকে গেছি ভারি॥

(২৫)

ডাক্—বেটা বেটা ছেড়ে দেন, বাবা বোলে ধ'রেনিন,
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

(২৬)

নারা—আচ্ছা বাবা তাই বলি, বোঝাগেছে ঘোর কলি,
মেরোনা ধরোনা যেন থামো বাছা ধন।

(২৭)

ডাক্—উচিত তোমাকে তাই, কি বলিব কান্না নাই;
ভুমে দুটো মেলে তবু কিছু মেটে ঝাল।
তুমিই কোরেছ কলি, কালোচিত তাই বলি;
তবু কেন তার ঘাড়ে ফেল তুমি তাল॥

(২৮)

নারা—কি করি কোথায় যাই, কিছুতে নিস্তার নাই,
না জানি আমার মাগো কি পোড়া বরাত।
ঠেকেছি বিষম দায়, রক্ষা কর মা আমায়,
আসতে যেতে কাটে যেন সাঁথের করাত॥

(২৯)

ডাক্—সে পথ গিয়েছে মরে, কেন ডাক মা মা কোরে,
মাঁকে অমি কিনেনেছি জনমের মত্ন।
কে শুনিবে তব কথা, সবাই আমার মাতা,
ছোট বড় যে যেখানে মেয়ে আছে যত॥

(৩০)

নারা—তবে কি করি উপায়, কিসে মান রক্ষা পায়,
কি ফল জীবনে বল মান হানি হোলে।
তাও যে আমার ছাই, কিছুতে বিনাশ নাই,
অক্ষয় অব্যয় হোয়ে পোড়ে গেছি গোলে॥

(৩১)

আট ঘাট হোলো বন্ধ, করিল যে তাহা অন্ধ,
কেন আমি হোয়েছিনু অনন্ত অনাদি।
মনেছিল একা হব, চিরকাল সুখে রব,
কে জানে যে জুটে যাবে হেন প্রতিবাদী॥

(৩২)

মিছে খেদ করি অত, হোয়েছে বিচার মত,
যদিও আমার কেহ উপরেতে নাই।
অন্তরের চোরা পাপ, ঢেকে রাখে কার বাপ,
নিজের মনের গুণে নিজে দণ্ড পাই॥

(৩৩)

উপস্থিতে কিসে তরি, কোথা গিয়ে কাকে ধরি,
কে হবে সহায় মম সঙ্কট মোচনে ॥

(৩৪)

ডাক—আমিই করিতে পারি, জানা গেছে যত জারি,
দেখিলে ত কত মজা ডাকের বচনে ?

(৩৫)

প্রবেশি যমের ঘরে, যা করেছে জ্যান্ত নরে,
তুমিও ত সে সকল জান নারায়ণ।
তুমিও শিক্ষার তরে, এতটা কালের পরে,
মরা মানুষের হাতে পড়ে গেছ ধন ॥

(৩৬)

কেন ভেবে মারা যাও, আমার মন্ত্রনা লও.
স্থির হয়ে কাছে তুমি বোসে থাক ঠায়
তোমার আভাস লয়ে, আমি যেন তুমি হয়ে,
আমিই জবাব করি আমার কথায় ॥

(ডাক নিজে নারায়ণ হইয়া নিজের কথার জবাব করিতেছেন)

(৩৭)

কেন বাছা ক্রুদ্ধ হও, বুঝে সুজে কথা কও,
আমি কি পাঠাই কারে কভু বেঁধে ধোরে।
আমি ত নেযাই ডেকে, ফিরে আসে পথে থেকে,
নিজ মুখে নিজ পাপ অঙ্গীকার কোরে ॥

(৩৮)

আবার ডাকাই তায়, কাজেই ছুটিয়া যায়,
আবার আসিতে চায় আঁকু পাঁকু কোরে।
মোটেই ঘেঁসে না কাছে, বলে সেথা কাজ আছে,
আমার বরং ইচ্ছা রেখে দিই ধোরে॥

(৩৯)

ধরিতে পাঠাই দূত, মনে করে এলো ভূত,
ছাড়িয়া প্রাণের মায়া ছোটে উভরায়।
পাছে ভয়ে পোড়ে মরে, ছুটে গিয়ে তারা ধরে,
গোচেগাছে লয়ে এসে ঘরে দিয়ে যায়॥

(৪০)

এখানেতে এসে পরে, বেঁড়ে বাহাদুরি করে,
বলে ভাই গিয়েছিনু তেড়ে দিলে ভুতে।
তোমার মতন শেষে, বেড়ায় ছদ্মের বেশে,
মানে না যে আপনিই পারে না এগুতে॥

(৪১)

কেন তুমি যাও আয়, কেন কাকে ভালবাস,
কেন যে তোমায় কেবা কত ভালবাসে।
সব যদি ব'লে যাই, দু-রিম কাগজ চাই,
মোটা মুটি গোটাকত বলি ঠেসেঠেসে॥

(৪২)

কত কি যে সহ্য কোরে, কত কি যে মূর্ত্তি ধোরে,
অবনীমণ্ডলে আমি এনেছি তোমায়।
এই তার স্থূল মর্ম্ম, করিবে এমন কর্ম্ম,
যশ মান প্রাণ মম রক্ষা যাতে পায়॥

(৪৩)

ক্ষমতা দিয়েছি হেন, প্রায় ঠিক আমি যেন,
বরং বলিলে বেশী অতি উক্তি নয়।
সকলি করিতে পার, যাকে রাখ যাকে মার,
নামে মাত্র প্রতিনিধি কাজে সর্ব্বময়॥

(৪৪)

এ কথা তোমাকে ধোরে, বলেদিছি ভাল কোরে,
তেয়ারে তেয়ারে আমি অসিবার কালে।
আমার শরীর নাই, হাওয়া দিলে উড়ে যাই,
কখন কোথায় থাকি ডালে বিলে খালে॥

(৪৫)

হইলে কাজের শেষ, ধোরে নিরাকার বেশ,
আমার কাছেতে গেলে টেনে নিব কোলে।
জেনে শুনে এ সকল, দেখাও নিজের বল,
তাঁতেই অমন বাছা পড়ে যাও গোলে॥

(৪৬)

হেতা এসে বড়লাট, যদি কন রাজ্য পাট,
যত কিছু দেখ শুন সকলি আমার।
তা হোলে কি মহারাণী, না হবেন অভিমানী,
না দেবেন উপযুক্ত দণ্ড কিছু তার ?

(৪৭)

কিন্তু ভেবে নিজ দায়, যেরূপ হতেছে প্রায়,
তাঁকে রেখে মুলে যদি কার্য্য করে যান।
এখানে যে কত সুখ, বলি হোলে শত মুখ,
কার্য্যশেষে কাছে গেলে অচলা সম্মান॥

(৪৮)

আমারও প্রায়ই তাই, কিছু উচু দরে যাই,
ডাকাই তোমাকে কাছে মিশিবার তরে।
অলঙ্ঘ্য আমার ডাক, কোথা তুমি লাগ ডাক,
ইন্দ্র চন্দ্র আদি করি সশঙ্কিত ডরে॥

(৪৯)

শুধু কিছু নই আমি; তুমিও অন্তরযামী,
মনে মনে সব-ই জান যা করেছ আগে।
কাজেই ওজর ধর, ফিরে আসি রক্ষা কর,
সম্মুখে এগিয়ে যেতে প্রাণে ভয় লাগে॥

(৫০)

নিজে আসি দয়াময়, তথাস্তু বলিলে হয়,
না বলিলে কিসে বল মেটে তব আশা।
প্রকারান্তে আজ্ঞা লয়ে, আস হেতা ব্যস্ত হয়ে,
তাই জোটে একে তাকে এত ভালবাসা॥

(৫১)

কর্ম্ম কোরে হবে খেতে, কর্ম্ম সেরে হবে যেতে,
সময় সাপেক্ষ সেটা খাড়া খাড়া নয়।
ভালবাসা না থাকিলে, কোথা যাবে ছেলেপিলে,
কোথা যাবে পিতা মাতা বন্ধু সমুদয়॥

(৫২)

পুনঃ পুনঃ এইমত, আস যাও অবিরত,
যত আস যাও তত কেটে যায় পাপ।
তোমারই মনের কথা, খুলে বলিলাম যথা,
আমি ওর কিছুমাত্র জানিনেক বাপ॥

(৫৩)

আর বাছা দেরি নাই, এবারে ধরেছ তাই,
অত কোরে ছেঁদে বেঁধে আমার কোমর।
আমিও ওরূপ পাত্র, খুঁজে থাকি অহোরাত্র,
মধু অন্বেষণে ভ্রমে যেরূপ ভ্রমর॥

(৫৪)

পাপ পুণ্য কার নাম, কিছুই জানিনে রাম,
ওটা খালি তুমি বল নিজ মনোমত।
নিজে যদি চোর হয়, পিতাকে প্রত্যয় নয়,
নিজের মতন দেখে যে যেখানে যত॥

(৫৫)

সকলের শাস্তি লয়ে, নিজে যদি শাস্ত হয়ে,
বোসে থাকিতাম নিজ শান্তি নিকেতনে।
আমিই তা হলে এত, খুনী আসামীর মত,
কেন ব্যস্ত হব বল তোমার শাসনে॥

(৫৬)

তুমিও অমন কোরে, কিসের সৌরভ ধরে,
কোরে নিতে চাও নিজে বৈকুণ্ঠপুরী।
হয়েছে ত জ্ঞানোদয়, এটাও ভাবিতে হয়,
আমি কি তোমার মত কোরে থাকি চুরি?

(৫৭)

বড় যদি রিপুগণ, কোরে থাকে জ্বালাতন,
সেবা কোরে যেতে পার নাই যার পর।
তবে যুক্তি আছে সোজা, না বোয়ে ভূতের বোঝা,
লক্ষ্য যেন থাকে কিছু নিতে হবে বর॥

(৫৮)

তোমার প্রশ্নের প্রায়, উত্তর হইল সায়,
ভাল আমি এক কথা তোমাকে জিজ্ঞাসি ॥
বল দেখি কি সাহসে, পৃথিবীতে বোসে বোসে,
জোরে তুমি হতে চাও বৈকুণ্ঠবাসী ?

(৫৯)

কি কোরে ধরায় লোক, ত্যজিবে বা রোগ শোক,
কি কোরে বা ঘুচে যাবে অকাল মরণ ?
কিসে যাবে অনুতাপ, কিসে যাবে পুণ্যপাপ,
কি কোরে বা ধরা হবে আলাদা ধরণ ?

৬০

কি কোরে এখানে সবে, চিরসুখে সুখী হবে,
কি কোরে বা ধরা হবে শান্তি নিকেতন ?
বোলেছ আমার কাছে, আরও সূক্ষ্ম প্রশ্ন আছে,
বল দেখি শুনি সেই প্রশ্নটা কেমন ?

(৬১)

তবে তুমি ছেড়ে দাও, তুমিত্ব কেড়ে লও,
আমি হোয়ে আমি করি আমার উত্তর।
থাকিলে তোমার স্পর্শে, নর নামে দোষ অর্শে,
অহংকার না থাকিলে কে বলিবে নর ॥

(৬২)

কিন্তু এক কথা আছে, গলাটা শুকিয়ে গেছে,
সময়ে বলিব কিছু অবকাশ চাই।
তুমিই বোঝনা মনে, লেগিছি কাহার সনে,
হঠাৎ জবাব করি সে ক্ষমতা নাই ॥

(৬৩)

ডাক। আবার রসেছে গলা, বাকি ছিল যেটা বলা,
বলি তবে শুন এসে কোথা ওহে হরি ?

(৬৪)

নারায়ণ। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, যদি তুমি মার ধর,
র'স বাছা তবে আসি আত্মসার করি ॥

(৬৫)

ডাক। কিছু মাত্র নাই ভয়, রামচন্দ্র আমি নয়,
কিংবা আমি নই কৃষ্ণ অর্জ্জুনের মত।
যে নষ্ট কোরে পূর্ব্ব কাজ, বধিব রাবণ রাজ,
অকারণে কোরে যাব জরাসন্ধ হত ॥

(৬৬)

আমি সঙ্গে লাগি যার, বড়ই সৌভাগ্য তার,
ওজর মিটিয়ে তাকে তবে করি জয়।
যা তোমার অভিলাষ, সেরে এস পুরে আশ,
কিছু ভয় নাই তাতে যত দেরি হয় ॥

(৬৭)

নারায়ণ। অভয় দিয়েছ যবে, কি ভয় আমার তবে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছি প্রশ্ন করে যাও।
তুমিও শপথ কর, কদাচ না দোষ ধর,
সন্তোষজনক যদি উত্তর না পাও॥

(৬৮)

ডাক। পৃথিবীর যত নর, পণ্ডিত বা বর্ব্বর,
সকলেই এক বাক্যে বলে শুন্তে পাই।
এসে এই ধরাতলে, যে যা করে যে যা বলে,
কর্ম্মসূত্র বিনে তার অন্য হেতু নাই॥

(৬৯)

ভাল যদি তাই হয়, বল দেখি দয়াময়,
প্রথম মানব রূপে জন্ম হেথা যার।
সেওত বেকার নয়, কত কি করিতে হয়,
কোথা হোতে কর্ম্মসূত্র এল তবে তার?

(৭০)

ক্ষিতি অপ্ তেজ আর, যা কিছু সৃষ্টির সার,
তোমার হুকুমে সব চিরকাল চলে।
লতা পাতা ফল মূল, জীব জন্তু সূক্ষ্ম স্থূল,
তুমিই সবার মূল সকলেতে বলে॥

(৭১)

তা হ'লে ত জন্ম কর্ম্ম, সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম,
সকলের মূল তুমি নিজে নারায়ণ।
তবে কেন সর্ব্বজনে, না হেরে সম নয়নে,
পক্ষপাতী রূপে কর সুখী জ্বালাতন ॥

(৭২)

লতা পাতা কেহ খায়, শস্যে কেহ সুখ পায়,
কেহ করে পর-প্রাণে পুষ্ট নিজ প্রাণ ।
খাদক আহ্লাদে খায়, খাদ্য প্রাণে জ্বালা পায়,
কিসে বলি দয়া তব সকলে সমান ॥

(৭৩)

ইহার উত্তর পেলে, অনায়াসে হেসে খেলে,
লক্ষ লক্ষ লোক যাবে ভবসিন্ধু পার ।
মন দিয়া শুনে লও, বুঝে সুঝে কথা কও
এই সেই অতি সূক্ষ্ম প্রশ্নটি আমার ॥

(৭৪)

নারায়ণ । এস বাছা করি কোলে, একথা বলিব ব'লে,
বহুকাল হ'তে আমি ব্যস্ত হ'য়ে আছি ।
জিজ্ঞাসা করে না কেহ, ঐ পাকে জ্বলে দেহ,
মনের মতন এবে জিজ্ঞাসু পেয়েছি ॥

(৭৫)

শুন বাছা বলি তবে, কেন কর্ম্ম করে সবে,
কোথা হ'তে কর্ম্ম এসে জীবে আবির্ভাব।
কেই বা নিয়োগ করে, কাহার কিসের তরে,
কার তা'তে কিবা ক্ষতি কার কিবা লাভ ॥

(৭৬)

মনে বুঝে নিতে হ'বে, কিছুই ছিল না যবে,
কেবল ছিলাম আমি নিজানন্দে মেতে।
বসি শান্তি নিকেতনে, ইচ্ছা হ'ল মনে মনে,
নিজসুখ অন্যে বোলে বেশী সুখ পেতে ॥

(৭৭)

এটাও ভাবিতে হ'ল, কাকেই বলিব বল,
কেবা বল কি বুঝিবে এ সুখের কথা।
ভেবে ঠিক হ'ল তাই, মানব সৃজন চাই,
তুমিও নিজের বন্ধু খুঁজে লও যথা ॥

(৭৮)

নর বোলে শুধু নয়, পূর্ণনর যদি হয়,
রসের আলাপ তবে তার সঙ্গে চলে।
বুঝে দেখ মনে মনে, তুমি কি তাহার সনে,
আলাপ করিতে পার রেরসিক হোলে ॥

(৭৯)

যে মানব পূর্ণ যত, আমি পরায়ণ তত,
আমিও ততই তার পরায়ণ হই।
এত মুগ্ধ হোয়ে যাই, যা কিছু তাহার চাই,
যদিও না চায় তবু ঘাড়ে কোরে বই ॥

(৮০)

পূর্ণনর পেলে পরে, মনের আনন্দ ভরে
বলিয়া প্রাণের কথা প্রাণে সুখ প্যই।
বেশী কি বলিব আর, এত মান রাখি তার,
যে, মিশিয়া তাহার গায়ে জীবন জুড়াই ॥

(৮১)

কথা বড় সোজা নয়, কি ক'রে মানব হয়,
ইতস্ততঃ আন্দোলন করি বহুদিন
একদিন শুভক্ষণে, স্বতঃই উঠিল মনে,।
এটা খালি ক্রমোন্নতি প্রথার অধীন ॥

(৮২)

তাতেই করিনু সৃষ্টি, ব্যোম বায়ু অগ্নি বৃষ্টি,
পরিশেষে মাটী হোয়ে হইয়াছে ধরা।
পরে তরু নানামত, জীবজন্তু কত শত,
প্রধান উদ্দেশ্য মম নর সৃষ্টি করা ॥

(৮৩)

উদ্দেশ্য সিদ্ধির তরে, যা যা প্রয়োজন করে,
সেইগুলি আমি সব করিয়াছি আগে।
প্রতিজ্ঞা প্রমাণে তব, জান ত যে কত ভাব,
সজ্ঞা স্বতঃসিদ্ধ আদি কত কি যে লাগে॥

(৮৪)

সজ্ঞা স্বতঃ সিদ্ধগুলো, কোন্ কার্য্যে লাগে বলো,
প্রয়োজন হয় মাত্র প্রতিজ্ঞা প্রমাণে।
সাধারণ প্রাণী যত, জানিবে সজ্ঞার মত
প্রয়োজন হয় মাত্র মানব নির্ম্মাণে॥

(৮৫)

সাধারণ নরে তাই, কিছু প্রয়োজন নাই,
হ'ল ম'ল বোয়ে গেল ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।
যে যা খায় যে যা করে, সে কথা বা কেবা ধরে,
প্রধান উদ্দেশ্য মম পূর্ণ নর চাই॥

(৮৬)

কার প্রাণ কেড়ে নিলে, কা'কে প্রাণ বেশী দিলে,
তবে তাতে হবে পূর্ণ মানব সৃজন।
তাই কেউ হেসে খায়, কেউ প্রাণে জ্বালা পায়,
খাদ্য খাদকের ভাবে করেছি গঠন॥

(৮৭)

যে কার্য্য করিলে যার, পরে হবে উপকার,
সেই মত কার্য্যে তারে করি নিয়োজন।
ইচ্ছাসুখে তারা করে. চাই বাঁচে চাই মরে,
অনলেতে পুড়ে মরে পতঙ্গ যেমন ॥

(৮৮)

প্রাণী মাত্রে সমুদয়, পূর্ণ নর যা'তে হয়,
সেই ভাবে আমি তারে কার্য্য দিয়ে থাকি ।
পক্ষপাত কিসে হ'ল, কেন বা বলিবে বল,
সর্ব্ব জীবে সদা আমি সমদৃষ্টি রাখি ॥

(৮৯)

যে সময় দাবা খেল, কত চা'ল ভেবে চল,
কত কাকে মেরে ফেল তবে পাও বাজী ।
আমিও নরের তরে, তদ্রূপ কৌশল কোরে,
কত কাকে মেরে ধরে খেলাই বাবাজী ॥

(৯০)

তোমার খেলার ঘুঁটী, উপাধিতে সংখ্যা ছ'টি,
তাই লয়ে কাটাকাটি কর দুই পক্ষ ।
আমারও তেমনি ধারা, ঘুঁটী লয়ে খেলা করা,
উপাধিতে কিন্তু তারা চতুরশীতি লক্ষ ॥

(৯১)

অশ্বচক্র বড়বড়াং, পিলুড়ী ও ঘোঁড় ঘোড়াং,
মাত আর গজগঁজাং পঞ্চবং আদি।
এই সাত রূপ জিত, তোমার খেলার রীত,
কিংবা নয় কদাচিৎ চোটে যায় যদি ॥

(৯২)

তোমার খেলায় যত, জিত আছে নানামত,
আমার খেলায় তত নানারূপ নাই।
এক জিৎ পাঁচ নামে, লয়ে আমি ধরাধামে,
অতীব মন আরামে খেলিয়া বেড়াই ॥

(৯৩)

যদি বল এ খেলার, প্রয়োজন কি তোমার,
প্রতিপক্ষ কেবা তাব দেখে কোন-জন।
প্রয়োজন অহংকার, নিজশক্তি দেখাবার,
প্রতিপক্ষ নর তাব দেখে দেবগণ ॥

(৯৪)

খেলাতে যে হেরে যায়, আবার খেলিতে চায়,
ইচ্ছা যাতে বাজী পায় ডাকে হাঁকে তাই।
প্রতিজ্ঞা আমার আছে, হেরে যাই যার কাছে,
ফিরি তার পাছে পাছে, ডাকাডাকি নাই ॥

(৯৫)

কত তপস্যার পরে, সৃজন করিনু নরে,
কে আমাকে গ্রাহ্য করে নরেরই প্রাধান্য।
আমি আমি কোরে মত্ত, ভাবে না আমার তত্ত্ব,
তাই থেলি স্বীয় স্বত্ব স্বাব্যস্থের জন্য ॥

(৯৬)

নর বোলে শুধু নয়, প্রাণীমাত্রে সমুদয়,
সকলেই করে মম নিয়োজিত কর্ম্ম।
জানে না আমার দ্বারা, সব কর্ম্ম করে তারা,
নিজে করি মনে কোরে আনে ধর্ম্মাধর্ম্ম ॥

(৯৭)

যত আমি আমি করে, তত কেঁদে কেটে মরে,
যত আমি ছেড়ে যায় তত আসে হাসি।
তত হয় মায়া শূন্য, তত যায় পাপপুণ্য,
ততই আমার সঙ্গে ভালবাসা বাসি ॥

(৯৮)

তত লজ্জা ঘৃণা ভয়, উড়ে যায় সমুদয়,
ততই বুঝিয়া লয় কৌশল আমার।
যত বুঝে তত মজে, ততই আমায় ভজে,
ভক্তিতে ভজিতে আমি কাছে আসি তার ॥

(৯৯)

তখন আমায় তায়, প্রভেদ থাকে না প্রায়,
যা কিছু প্রভেদ মাত্র আকারেতে রয়।
এ রকম হ'লে পর, তাকে বলি পুর্ণ নর,
তখন আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়॥

(১০০)

সৃজন, পালন, লয়, কি কোরে বা কেন হয়,
উভয়েতে বোলে শুনে সুখে কাটি কাল।
সাধারণে সে যায়, কেউ কিছু সুখ পায়,
কেউ কেঁদে কেটে করে নানা গোলমাল॥

(১০১)

বুঝিলে কি বাছাধন, কেন কর্ম্ম প্রয়োজন,
কে কাহাকে নিয়োজন করে কার তরে?
যথেষ্ট বুঝেছি হরি, পদে প্রণিপাত করি,
শ্রীচরণ দাও মম মাথার উপরে॥

(১০২)

ডাক

শেষের প্রশ্নের তব, এবারে উত্তর দিব,
হারি, পারি না ভয়িব ডাকের স্বভাব।
রুষ্ট হ'লে নারায়ণ, ইচ্ছা দিও অগণন,
তুষ্ট হ'লে শ্রীচরণ করি যেন লাভ॥

(১০৩)

চিরসুখী হইবার, যুক্তি আছে চমৎকার,
তোমার উপরে ভার দিলে সব কার্য্যে।
যে যা বলি যে যা করি, পাপপুণ্য কিসে ধরি,
উঠি বসি বাঁচি মরি তোমার সাহায্যে॥

(১০৪)

দেহ হ'তে আমি সোবে, তোমাকে অর্পণ কোরে,
মরিবার আগে মোবে দেহে বাস করা।
এরূপ হইলে মন, কাঁদিবে বা কোন্ জন,
কেন শান্তি-নিকেতন না হইবে ধরা॥

(১০৫)

রোগ কিংবা শোক তার, কাছে যাবে সাধ্য কার,
যাবে ভ্রম অন্ধকার তোমার কিরণে।
উড়ে যাবে রিপু ছয়, হবে পূর্ণ জ্ঞানোদয়,
সে কি কভু বাধ্য হয় অকাল মরণে।

(১০৬)

যদি বল তত্ত্ববে, একথা কি মনে ধবে,
কেমনে করিবে নরে আমাতে নির্ভর।
মাছ মাংস ছাড়াইব, স্বত্ত্বগুণ বাড়াইব,
সবারে করায়ে দিব ব্রহ্মচর্য্যপর॥

(১০৭)

জানত স্বভাব মোর, সকল কথায় জোর,
চিরকাল এ পামর পূর্ণ অহংকারী।
এমনও আছে উপায়, আমিষ যদিও খায়,
ব্রহ্মচারী তবু তায় কোবে দিতে পারি॥

(১০৮)

অবশ্য সবার তরে, তোমাতে নির্ভর হবে,
কে তা হোলে হা হা রবে করিবে রোদন।
হেসে খুসে দিনে রেতে, দিতে নিতে খেতে শুতে,
তোমার প্রেমেতে মেতে রবে সর্বজন॥

(১০৯)

তা হ'লে কে কি অভাবে, কার কাছে কোথা যাবে,
হৃদয় মাঝারে পাবে তব দরশন।
ভাবী জন্ম হবে ক্ষয়, নষ্ট হবে তাপত্রয়,
আবার কাহাকে কয় বৈকুণ্ঠ ভবন॥

(১১০)

বন্দি তব শ্রীচরণ, সেবকের নিবেদন,
যুকতি করেছি কেমন, দেখুন বিচারি!

(১১১)

নারায়ণ। যা করেছ নির্দ্ধারণ, সিদ্ধ হবে প্রয়োজন,
ধন্য তুমি বাছাধন ধন্য বলিহারি॥

(১১২)

ডাক বিনা এ প্রকার, জোরে কথা কহিবার।
বিধাতার সঙ্গে আর কার আছে সাধ্য।
আমি তাঁর প্রিয়দাস, কাছে থাকি বার মাস,
শুনেছি ব'লে প্রকাশ করিলাম অদ্য॥

ভোলানাথ দত্ত।

—:০:—

(১)

বহুকাল পৃথিবীটি হয়েছে সৃজন,
পূর্ব্বে ইহা তপ্ত ছিল অগ্নির মতন।
সেই তাপ ক্রমে ক্রমে হইয়া শীতল,
বায়ুর চাপেতে ঘেমে হইয়াছে জল॥

(২)

জলময় হ'ল তাই পৃথিবী উপরে,
তরল আগুন কিন্তু রহিল ভিতরে।
সেই জলে ক্রমে ক্রমে প্রাণের সঞ্চার,
জলের জীবন নাম তাতেই প্রচার॥

(৩)

মহাপ্রাণ হ'তে এই প্রাণ আবির্ভাব,
ব্যোম বায়ু তেজে ব্যাপ্ত অতি সূক্ষ্ম ভাব।
স্থূল ভুত জলে মিশে জীবে পরিণত,
সেচানে অঙ্কুর তাই বীজ মাত্র যত॥

(৪)

সেই জীব যথাকালে হইয়া বিনাশ,
পচে মাটী হয়ে এই মেদিনী প্রকাশ।
ক্ষুদ্রতম উদ্ভিদ জন্মে আগে তায়,
তার পরে প্রাণী জন্মে অতি ক্ষুদ্র কায়॥

(৫)

তার পরে খাদ্য আর খাদকের ছলে,
ছোট বড় তরু জীব জন্মে মহীতলে।
সকলের শেষে এতে জন্মিয়াছে নর,
ইহারা প্রভুত্ব করে সবার উপর॥

(৬)

সবাকেই পোষে এরা প্রায় সব খায়,
সময়ে বিধাতা প্রকাশ হন এদের দ্বারায়।
অন্য অন্য প্রাণীদের দয়া মাত্র নাই,
দয়া আছে ব'লে নরে শ্রেষ্ঠ বলি তাই॥

(৭)

প্রথম মনুষ্য কিন্তু মনুষ্যই নয়,
ইতর প্রাণীর মধ্যে বলিলেই হয়।
তরুলতা ফল মূল জীব জন্তু খেতো,
ঘর নাই দ্বার নাই যথা তথা যেতো॥

(৮)

ক্রমেতে হয়েছে যত উন্নত অবস্থা,
ততই করেছে নিজে নিজের ব্যবস্থা।
কাপড চোপড় পবে রেঁধে বেড়ে খায়,
ঘর দ্বার বাঁধে গাছ পালায় লতায়।

(৯)

তার পরে কৃষিশিল্প ইত্যাদি ব্যাপারে,
উঠিয়াছে কালোচিত সভ্যতাব দ্বারে।
তার পরে ক্রমে যত হয়েছে উন্নতি,
কবিতার ছলে ক্রমে জন্মিয়াছে শ্রুতি॥

(১০)

প্রথমে যাঁহার মুখে শ্রুতিব প্রচার,
দেবতার মত ঠিক মান্যছিল তাঁর।
তাঁহার আদেশ মতে জ্ঞানবানে চ'ল্‌তো,
সাধারণ লোকে তাঁকে অমানুষ ব'ল্‌তো॥

(১১)

তিনিই প্রথম মনু সে কালেব শ্রেষ্ঠ,
মন্বন্তরে হয়েগেছে সে মত বিনষ্ট।
ক্রমেতে হয়েছে যত মনুর অন্তর,
জন্মিয়াছে ভিন্ন ভিন্ন মত পর পর॥

(১২)

এখন সপ্তম মনু সকলের শেষ,
যাঁর মতে চলিতেছে আমাদের দেশ।
ইহাও বদলে যাবে কিছু দিন পরে,
আসিলে অষ্টম মনু পৃথিবী উপরে॥

(১৩)

পৃথিবীটী হইয়াছে কত শত বার,
ঘটেছে উপরে এর কত কি ব্যাপার।
কত শ্রুতি কত স্মৃতি কত তন্ত্রতার,
করেছে কত কে এতে কত আবিষ্কার॥

(১৪)

কত সত্য কত ত্রেতা কত যে দ্বাপর,
কত বর্ণে কত হাত কত শত নর।
রাজত্ব করেছে এই পৃথিবী উপরে,
কত মনু জন্মিয়াছে কে গণনা করে॥

(১৫)

উপস্থিতে চলিতেছে কলির রাজত্ব,
কিছুদিন পরে পুনঃ আসিবেন সত্য।
কত রাম কৃষ্ণ খৃষ্ট বুদ্ধ অবতার,
আবির্ভাব হয়েছেন কত শত বার॥

(১৬)

যতই করুন যিনি আবিষ্কার যত,
তবু কিন্তু আবিষ্কার বাকি আছে কত।
আবার করিবে অন্তে আলাদা প্রকার,
অনন্ত দেবের খেলা অকুল পাথার॥

(১৭)

ইত্যাদি বিচার দ্বারা অনুমানে পাই,
সম্পূর্ণ হয়ে গেছে হেন কিছু নাই।
তা হলে তাহার মতে চলিত সংসার,
সকলেই স্বর্গে যেত যুক্তি শুনে তার॥

(১৮)

কদাচ হবে না হওয়া কাহারও মতন
দেখাইতে হবে হাত নূতন নূতন।
চরমে বিজ্ঞান শাস্ত্র পৌঁছিবে যখন,
পূর্ণ নর পৃথিবীতে জন্মিবে তখন॥

(১৯)

তা হলেই অবতার হয়ে যাবে শেষ,
আর—মানব মাত্রের যাবে যাতায়াত ক্লেশ।
ডাকের বচন তাই পেছিয়ে না গিয়ে,
মানবের চলা চাই এগিয়ে এগিয়ে॥

(২০)

অর্থাৎ—পূর্ব্বে আবিষ্কৃত যত জ্ঞাত সত্য ধোরে,
যেতে হবে নব সত্য অন্বেষণ কোরে।
নতুবা নরবানরে কিসের প্রভেদ,
উন্নতি উন্নতি ব'লে কেন করা খেদ॥

——:o:——

কামিনী কাঞ্চনের কথা।

হলধর। পৃথিবীর যত সব সাধু শান্তজন,
ধর্ম্ম-কর্ম্মে-বাদী বলে কামিনী কাঞ্চন।
আমিও বুঝেছি ওটা ঠিক কথা বটে,
ও দুটার সংশ্রবে মহাপাপ ঘটে॥

সেই জন্যে মনে মনে ভেবেছি এবার,
ও দুটার সংশ্রবে থাকিব না আর।
বলিতে কি খুড়ো আমি অরণ্যেই যাব,
কৌপিন ধারণ করে ভিক্ষা মেগে খাব॥

ডাক। সে কি বাবা-ও রকম বুদ্ধি কোথা পেলে,
কোথা যাবে বনে বনে ঘরকন্না ফেলে?
ধর্ম্মাধর্ম্ম মন লয়ে কথা বৈ ত নয়,
মন যদি থাকে তবে ঘরেতেই হয়।

হলধর। না খুড়ো বোঝনা তুমি কথা খুব খাঁটী,
কামিনী কাঞ্চনে করে সমুদায় মাটী।
বরঞ্চ এড়াতে পারি কাঞ্চনের হাত,
কামিনী ঘটায় ওতে বড়ই ব্যাঘাত॥
মনে করি কামিনীর বাতাসে যাব না,
ও পাপ জাতির পানে ফিরেও চাব না।
কিন্তু ওরা কি রকম যাদুবিদ্যা জানে,
মনে হয় ঠিক যেন রসি বেঁধে টানে॥
এতে কি ওদের হাতে রক্ষা আছে আর,
তাই বলি ছেড়েদিব এ পাপ সংসার।
নিকটে না পেলে আর কি করিবে তারা,
ভারি কথা বলে গেছে পণ্ডিত বেটারা॥

ডাক। সত্য কি ভেবেছ তুমি ছেড়েদেবে নারী?

হলধর। পা ছুঁয়ে তোমার আমি দিব্য কর্ত্তে পারি।

ডাক। তবে আমি ওর এক যুক্তি দিই ব'লে
ছাড়ে কিনা দেখ সেই যুক্তিমত চ'লে।
যতই করুক নারী "মন্দ" ব্যবহার,
তোমার হবেনা আর মনের বিকার॥
ক্রমেতে তারাই হবে ধর্ম্মে অনুকূল,
আর—তোমাকে দেখিবে যেন পিতৃ সমতুল।
আবার—কাঞ্চনের এ রকম যুক্তি আমি জানি,
কদাচ হবেনা তাতে ধর্ম্ম-কর্ম্মে হানি॥

বরঞ্চ জেয়েদা তাতে হবে ধর্ম্ম-কর্ম্ম,
কোন মূর্খে বলেছে যে কাঞ্চনে অধর্ম্ম ?
কাঞ্চন অবনি তলে স্বর্গের সোপান,
কামিনী আবার যেন ঠিক ব্যোমযান ॥

হয়—কাঞ্চনের দ্বারা যাও সোপানে সোপানে,
নয়—শূন্যপথে স্বর্গে যাও চ'ড়ে ব্যোমযানে।
আবার—সোপানে সোপানে যারা ব্যোমযানে ধায়,
কত যে তাদের সুখ কে লেখে কে গায়।

ফলে—কাঞ্চন অপেক্ষা বেশী কামিনীর দর।
তোমার খুড়ীঁর তাই করি সমাদর ॥

হলধর। তবে তুমি ব'লে দাও আগে সেই যুক্তি।
কামিনীর হাতে পাই যে রকমে মুক্তি ॥
অর্থাৎ না হয় যদি মনের বিকার।
কি জন্যে ছাড়ি হেন সুখের সংসার ॥
ওটা খালি আক্ষেপেতে বলি বৈ ত নয়।
নৈলে—জনক রাজার মত হ'তে ইচ্ছা যায় ॥
কামিনী কাঞ্চন দুই কাছে ছিল তাঁর,
অথচ ছিলেন যেন ধর্ম্ম-অবতার ॥

ডাক। মন দিয়ে শুন তবে যুক্তি বলি তার।
কদাচ হবেনা যাতে মনের বিকার ॥
"যে রকমে কর জল আসনের শুদ্ধি,
নারী, শোধনের তরে ধর সেই বুদ্ধি ॥"

অর্থাৎ—ইচ্ছা থাকে হতে যদি প্রকৃত সন্ন্যাসী।
তবে মেয়ে মাত্রে মনে কর "মেয়ে" "মাতা" "মাসী"।
তা হ'লে কি কেহ আর টেনে নিতে যাবে।
বরঞ্চ তোমাকে দেখে দূরেতে পলাবে॥

হলধর। ভাল, রমণীকে তবে বল রাখি কোন্ খানে?
ডাক। রমণী জননী এত সকলেই জানে।
হলধর। ও কথা বলিলে ঝাঁটা পড়িবে কি ফাঁকে?
ডাক। ঠিক তাই বটে, যদি বলি যাকে তাকে।
হলধর। কাকে তবে দিয়ে থাক ও রকম যুক্তি?
ডাক। তোমার মতন যারা ইচ্ছা করে মুক্তি।
হলধর। কি করে তাহাতে তবে বংশ রক্ষা করে?
ডাক। আগে নয়, ছেলে পিলে হয়ে গেলে পরে।
হলধর। ক'টী ছেলে হোলে তবে ফেরাবে সম্পর্ক?
ডাক। য'টী হ'লে যার পড়ে মোক্ষ প্রতি লক্ষ্য।
হলধর। আগা গোড়া কেউ যদি ভেবে চলে তাই?
ডাক। ডাকের বচন তার মুক্তিপদ নাই।
হলধর। ভাল যদি কারু খালি হয়ে থাকে কন্যে?
অথচ ইচ্ছুক হয় মুক্তিলাভ জন্যে?
ডাক। মেয়ে হোক, না হউক, হ'য়ে যাক ম'রে;

যদি—পত্নীহীন থাকে আর বিবাহ না ক'রে;
সাবার মুক্তির কথা ব'লে দিতে পারি;
শুনেও শুনে না লোক ঐ দুঃখ ভারি।

হলধর। আমি তব সে রকম ভোঁয়া শ্রোতা নয়,
যা বলিবে তা শুনিব জানিবে নিশ্চয়।
কিন্তু বাপু কেন ভাল কামিনী কাঞ্চন,
দয়া ক'রে দাসে কর বিস্তারি বর্ণন।

(১)

ডাক। আচ্ছা বাবা শুন তবে সবিস্তারে বলি।
কামিনী কাঞ্চন ল'য়ে কি নিমিত্তে চলি॥
অমন ভোগের বস্তু কিছু আর নাই।
ভোগ শেষ না হ'লে কি অব্যাহতি পাই?

(২)

পৃথিবীর মধ্যে হ'ল দুটী বস্তু সার।
কামিনী হইল এক, কাঞ্চনটী আর॥
এ দুয়ে যাহার মন না মজিল ভুলে।
বিফল জীবন তার জন্ম নরকুলে॥

(৩)

কামিনীর দ্বারা হয় সন্তান সন্ততি।
কাঞ্চনের দ্বারা হয় ধর্ম্মের উন্নতি॥
সন্তান সন্ততি চাই চাই ধর্ম্মবল।
নতুবা ডাকের কথা জীবন বিফল॥

(৪)

ইচ্ছামত হয়ে গেলে সন্ততি সন্তান।
নারী মাত্রে ভাবা চাই মাতার সমান॥
একেই এড়ান বলে কামিনীর হাত।
এ রকম হলে তবে ঘোচে যাতায়াত॥

(৫)

ইচ্ছামত হয়ে গেলে ধর্ম্মের উন্নতি।
তৃণ সম লক্ষ্য চাই কাঞ্চনের প্রতি॥
একেই এড়ান বলে কাঞ্চনের হাত।
এ রকম হলে তবে ঘোচে যাতায়াত॥

(৬)

কিছু দিন স্ত্রী পুরুষে স্ত্রী পুরুষ চাই।
পরে কিছুদিন চাই ভগ্নি আর ভাই॥
তারপরে থাকা চাই বাপে ঝিয়ে হ'য়ে।
চরমে নিস্তার পাই হ'লে মায়ে পোয়ে॥

(৭)

যতই যাহার হোক সন্তান সন্ততি।
আশা মিটে গেছে হেন অল্প লোক অতি॥
পুনঃপুনঃ ইচ্ছা করে কন্যা পুত্র তরে।
সেইজন্য পুনঃপুনঃ জন্মে আর মরে॥

(৮)

যতই করুন যিনি ধর্ম্ম উপার্জ্জন।
আশা মিটে গেছে হেন লোক কয় জন?
ধর্ম্মের নিমিত্তে চেষ্টা পুনঃপুনঃ করে।
সেইজন্য পুনঃপুনঃ জন্মে আর মরে॥

(৯)

সন্তানের আশা যদি না মিটিয়া যায়।
নারীর হাতে কি কেহ পরিত্রাণ পায়॥
কাজেই ভাবিতে হয় কামিনী কামিনী।
আর—কল্পতরু তিনি যিনি অন্তর যামিনী॥

(১০)

আমি কি ছাড়িতে পারি অনিচ্ছায় তাঁর?
তিনি যে নাছোড় বন্দা সৃষ্টিটা যাঁহার॥
প্রয়োজন নাই আর যদি আমি বলি।
তথাপি কিঞ্চিৎ দেন এত হাত খালি॥

(১১)

সন্তানের আশাটী কি সহজেই মেটে।
ক'টা নারী ধরে বলো সৎপুত্র পেটে॥
সৎপুত্র না হোলে কি মেটে কারু আশ।
কাজেই হইতে হয় কামিনীর দাস॥

(১২)

এতে কি কামিনী ত্যাগ সহজেই হয় ?
না ছোট খাট কথা, নাকি সব খেতে সয় ?
বিধাতা যাহাকে দেন আশাতীত ফল,
তিনিই এড়িয়ে যান মায়ার শৃঙ্খল।

(১৩)

এতে যে এড়াতে পারে কামিনীর হাত।
কেন না করিব তাকে লক্ষ প্রণিপাত॥
মেয়েকে যে মায়া বলে সকলেই জানে।
মেয়েতে পাঠায় ঘরে মেয়েতেই আনে॥

(১৪)

কামিনী কাঞ্চন বিনে পরিত্রাণ নাই।
মনে মনে কিন্তু ওতে বিষ-দৃষ্টি চাই॥
তবেই সময়ে হবে শঙ্করের মত।
আগা গোড়া ছেড়ে দিলে সব ভূতগত॥

(১৫)

তবে ত্যাগের নিমিত্তে যারা গ্রহণে নিযুক্ত।
তারাই জানিবে তুমি মুক্তি উপযুক্ত॥
আর ত্যাগেতে নিযুক্ত যারা গ্রহণের তরে।
তারা কি কখন আর শান্তি ভোগ করে ?

(১৬)

কিরূপে যে কতদিনে তবে ছাড়ে নারী।
যুক্তি বলি শুন তার যতদূর পারি॥
যুক্তি নিয়ে পার যদি ক'রে যাও কাজে।
প্রকৃত পৌরুষ বাছা দেখাও সমাজে॥

(১৭)

প্রদানে আদানে কভু কভু পরশনে।
দরশনে কভু কভু ভেবে মনে মনে॥
পরে পরে ক'টী কার্য্য হ'য়ে গেলে পর।
তবে মন ঘরে বসে তবে নর নর॥

(১৮)

প্রদানে উৎপন্ন করি সন্তান সন্ততি।
আদানে করিয়া থাকি জ্ঞানের উন্নতি॥
পরশনে কোরে থাকি আত্মার সঞ্চার।
দরশনে করে থাকি ক্রমোন্নতি তার॥

(১৯)

মনে মনে ভেবে করি উন্নতির শেষ।
আর- -মন থেকে সোরে গেলে সাক্ষাৎ মহেশ॥
এতদিনে তবে ঘুচে কামিনীর হাত।
এর মধ্যে ছেড়ে দিলে নানা উৎপাত॥

(২০)

যদি কেহ দিতে চায় কিংবা দিতে বলে।
নিজে মরে মারে যারা কথা শুনে চলে॥
তবে ওটা গোড়া থেকে লক্ষ্য রাখা চাই।
যত লক্ষ্য পড়ে তত অব্যাহতি পাই॥

(২১)

ও জ্বালা এড়ান কি গা সহজ ব্যাপার?
তারি ভাগ্যে ঘটে যায় শেষ জন্ম যার॥
ডাকের মুখের কথা কাজে কিছু নাই।
কাজে যে করিবে তার পদধুলি চাই॥

(২২)

কি কোরে যে কত দিনে ছাড়িবে কাঞ্চন।
যুক্তি বলি শুন মনে উঠেচে যেমন॥
কিছু দিন করা চাই অর্থ উপার্জ্জন।
পরে কিছু দিন চাই রক্ষা করা ধন॥

(২৩)

তার পরে থাকা চাই মত্ত হ'য়ে ধনে।
সাকারোপাসনা ক'রে ধর্ম্ম উপার্জ্জনে॥
তা বই হইলে পরে নিরাকারে ভক্তি।
তবে ক্রমে ক্রমে কমে ধনের আসক্তি॥

(২৪)

নিরাকারে যত জন্মে অচলা বিশ্বাস।
তত হয় ক্রমে ক্রমে বিষয়ে উদাস॥
তা বই যখন বুঝে প্রণবের অর্থ।
তবে হয় ধনতৃষ্ণা ছাড়িতে সমর্থ॥

(২৫)

এতদিনে তব ঘোচে কাঞ্চনের হাত।
এর মধ্যে ছেড়ে দিলে নানা উৎপাত॥
যদি কেহ দিতে চায় কিংবা দিতে বলে।
নিজে মরে মারে যারা কথা শুনে চলে॥

(২৬)

ছেড়ে দিতে চাও বাছা কামিনী কাঞ্চন।
একা—কামিনীর আঘ্রাণেই মত্ত ত্রিভুবন॥
আবার—কাঞ্চন তাহার সঙ্গে হোলে মাখামাখি।
অনন্তের মধ্যে বর্গক্ষেত্র হ'য়ে থাকি॥

(২৭)

কামিনীর দ্বারা হয় কত উপকার।
মন দিয়ে শুন বলি সূক্ষ্ম তত্ত্ব তার॥
নারী লয়ে শুন ভাগ বিয়োগ ও যোগে।
পৃথিবীর লোক মাত্রে সুখদুঃখ ভোগে॥

(২৮)

নারায়ণ দুই অংশে বিভাজিত হোয়ে।
এসেছেন পৃথিবীতে দুটী মূর্ত্তি লয়ে॥
এক মূর্ত্তি নারী তাঁর অন্য মূর্ত্তি নর।
প্রকৃত মিলনে হয় সাকার ঈশ্বর॥

(২৯)

নর ½
নারী ½
½ + ½ = ১
½ − ½ = ০

(৩০)

½ × ½ = ¼
½ ÷ ½ = ১
নর + নারী = পূর্ণনর
নর − নারী = ০

(৩১)

নর × নারী = পুত্র
নারী × নর = কন্যা
নর ÷ নারী = স্ত্রী হীন স্বামী
নারী ÷ নর = স্বামী হীন স্ত্রী

(৩২)

পুরুষ ব্যঞ্জন বর্ণ স্বরবর্ণ নারী।
স্বরের সাহায্য হেতু ব্যঞ্জন ভিখারী॥
আগে কিংবা পরে স্বর অবশ্যই চাই।
তা না হ'লে ব্যঞ্জনের উচ্চারণ নাই॥

(৩৩)

পরে যদি স্বর থাকে প্রকৃত ব্যঞ্জন,
অর্থাৎ তাহার হয় পূর্ণ উচ্চারণ।
আগেতে থাকিলে স্বর অর্দ্ধ উচ্চারিত,
অপ্রকৃত ব'লে তাই করি নির্দ্ধারিত॥

(৩৪)

আগে কিংবা পরে নারী অবশ্যই চাই,
তা না হ'লে পুরুষের পুরুষত্ব নাই।
বেশী কি বলিব আর ডাকের বচন,
নারী ছাড়া নর যেন হসন্ত ব্যঞ্জন॥

(৩৫)

তিনিই প্রকৃত নর নারী যার পরে,
নিজে মুক্ত হয়ে মুক্ত করেন অপরে।
অপ্রকৃত নর তিনি আগে যার নারী,
পরজন্মে হতে হয় মুক্তি অধিকারী॥

(৩৬)

নারী লয়ে মানবের হোয়ে থাকে যোগ।
নারী লয়ে হোয়ে থাকে নরের বিয়োগ॥
নারী লয়ে গুণ হয় নারী লয়ে ভাগ।
নারী ও নরের তাই এত অনুরাগ॥

(৩৭)

যে পুরুষ না করিল স্ত্রীরত্ন গ্রহণ।
নররূপে বৃথা তার শরীর ধারণ॥
পূর্ণতা লাভের তার অধিকার নাই।
একার্দ্ধের পূর্ণ হেতু অপরার্দ্ধ চাই॥

(৩৮)

তবে—জন্মসিদ্ধ হ'য়ে যারা আসে ধরাতলে।
তাহাদের নারী যোগ না হলেও চলে॥
তাঁহাদের মিটে গেছে সব পূর্ব্বজন্মে।
এ জন্মে কাটান কাল শুদ্ধ আত্মধর্ম্মে॥

(৩৯)

তাঁরা সব বিধাতার পারিষদ বর্গ।
প্রয়োজন নাই তাই কোন উপসর্গ॥
যোগ ভাগ গুণ আদি প্রয়োজন নাই।
হরণ করেন তাঁরা নরের বালাই॥

(৪০)

তাঁরা কি কাহার কাছে যুক্তি নিতে যান।
যুক্তি দিতে তাঁহাদের মর্ত্তে অধিষ্ঠান॥
তুমি যদি সে রকম সিদ্ধ নর হ'তে।
তা হ'লে কি কারো কাছে যুক্তি নিতে যেতে॥

(৪১)

বাল্য হ'তে করে যেতে ধর্ম্মের প্রচার।
কত শত পাপী তাপী করিতে উদ্ধার॥
তুমিও তুইএর বার আমার মতন।
তাতেই হোয়েছে বাছা যুক্তি প্রয়োজন॥

(৪২)

পরে যুক্তি দিতে ডাক যথেষ্টই পারে।
অপরে দেখায় আলো আপনি আঁধারে॥
জন্মসিদ্ধ দেবতারা সে রকম নন।
কথা কাজে তুল্য, বলে তুল্য নারায়ণ॥

(৪৩)

নৈলে—নারী-যোগ বিনে কিগো জ্ঞান-যোগ হয়।
তা হ'লে ত ক্লীব গুলো পূর্ণ জ্ঞানময়॥
নারীর প্রকৃতপক্ষে মর্ম্ম যারা জানে।
নারীকে তাহারা ঠিক ব্রহ্মতুল্য মানে॥

(৪৪)

আগে নারী পরে নর বিধাতার সৃষ্টি।
নারীর উপরে তাঁর অতি কৃপাদৃষ্টি॥
নিজের উপরে তাঁর সাধ নাই তত।
প্রকৃতির উপরেতে মায়া তাঁর যত॥

(৪৫)

ভোগের প্রধান ভোগ নারীরত্ন ভোগ।
যাহাতে উড়িয়া যায় যত শোক রোগ॥
ধনরত্ন ভোগে লোক কেঁদে মরে যায়।
নারীরত্ন ভোগে হেসে বেঁচে যেতে পায়॥

(৪৬)

যত সুখ আছে হেথা অনুমানে পাই।
রমণী ভোগের তুল্য সুখ আর নাই॥
রমণীই লয়ে যায় ভবসিন্ধু পার।
রমণীই খুলে দেয় স্বরগের দ্বার॥

(৪৭)

নারী ভোগ করিতে কি সকলেই জানে।
তা হ'লে যে সকলেই বেঁচে যেত প্রাণে॥
নারীতেই ভুগে লয় বাবুদিগে সব।
নারীর কাছেতে নাই কাহার গৌরব॥

(৪৮)

পণ্ডিত ছিলেন ওতে কেবল শঙ্কর।
পূজা করে তাই তাঁকে সুরাসুর নর॥
সেই জন্য তাঁকে লোকে বলে মৃত্যুঞ্জয়।
নারীকে ভুগিলে ঘোচে শমনের ভয়॥

(৪৯)

উপস্থিত থাকে যদি ভোগের বিষয়।
আর—ভোগের ইচ্ছাও যদি রীতিমত রয়॥
তাতে যে ভোগের বেগ সম্বরিতে পারে।
সে কি আর জগতের কোন কার্য্যে হারে॥

(৫০)

ধন বাড়ে মান বাড়ে বাড়ে পরমায়ু।
বিনা নিরোধেতে তার স্থির হয় বায়ু॥
অচেষ্টায় লাভ হয় ইচ্ছার বিষয়।
বেশী কি বলিব তার ভুতে মোট বয়॥

(৫১)

কামিনীর দ্বারা লোক পৃথিবীতে আসে।
কামিনীর দ্বারা হয় বদ্ধ মায়াপাশে॥
কামিনীর দ্বারা হয় মুক্ত মায়াপাশে।
জগত কামনীময় কামিনী আদেশে॥

(৫২)

এ কামিনী যাঁরা সব ছেড়ে দিতে চান।
ডাকের কাছেতে নাই তাঁহাদের মান॥
তবে যারা ইচ্ছাকরে ছাড়িবার তরে।
তারাই নরের মধ্যে যোগ শিক্ষা করে॥

(৫৩)

যোগে যোগে পৃথিবীতে জন্মিয়াছে নর।
কিছু দিন বাঁচে কোরে যোগেতে নির্ভর॥
যোগেতেই মরে যায় কিছু দিন পরে।
ডাকের বচন কিন্তু যোগেতেই তরে॥

(৫৪)

নারীতে নরের যোগ নারী-যোগ নরে।
যত কিছু সুখ দুঃখ ইহার ভিতরে॥
নরে নারী-যোগ হ'লে জীবন সার্থক।
নারীতে নরের যোগে আশা নিরর্থক॥

(৫৫)

যোগে যত হোয়ে আসে পূর্ণ নরকায়।
তত তারা কবি হোয়ে কামিনী এড়ায়॥
তা বই করিব যত কবি হোলে পরে।
কামিনীই ইচ্ছা করে ছাড়িবার তরে॥

কবির কথা।

(১)

শক্তি বিনা মুক্তি নাই সকলেই বলে।
সেই শক্তি বিরাজিত কামিনী-কমলে॥
যে কোন উপায়ে সেই শক্তি যারা পায়।
তাহারাই কবি হোয়ে জনম এড়ায়॥

(২)

প্রদানে আদানে কেহ কেহ পরশনে।
দরশনে কেহ কেহ ভেবে মনে মনে॥
যে রকমে পায় তার তাদৃশ রচনা।
তাদৃশ বিষয় লয়ে করে আলোচনা॥

(৩)

নিশ্বাসে প্রশ্বাসে যথা রক্ত পরিষ্কার।
প্রদানে আদানে তথা আত্মার সঞ্চার॥
রক্ত পরিষ্কার করা আ-মরণ চাই।
কিন্তু—আত্মার সঞ্চার হ'লে (আর) প্রয়োজন নাই॥

(৪)

কারণ—সঞ্চার হইলে তার এরূপ স্বভাব।
নিজেই পূরণ করে নিজের অভাব॥
পূর্ণ আত্মা হয় ক্রমে আত্মার প্রধান।
কাজেই ঘুচিয়া যায় আদান প্রদান॥

(৫)

পঞ্চভুত ছাড়া আর কিছু মাত্র নাই।
এড়ালে ভূতের হাত ভুতাতীতে পাই॥
কিছু পরে থাকা যাবে সে সব বিচারে।
উপস্থিতে কবিঙ্কণ গাহিব বিস্তারে॥

(৬)

কবি না হইলে কি গা মুক্তি কেহ পায়?
কারণ—লজ্জা ঘৃণা ভয় যেতে কবিদের (ই) যায়॥
যদিও সকল কবি সমতুল্য নয়।
অন্যাপেক্ষা ঢের কম ওতিন বিষয়॥

(৭)

কবি হোলে জন্মান্তর হইবে না আর।
দেহান্তর হয় মাত্র ডাকের বিচার॥
ওর মধ্যে বিধাতার'ও কৌশল এমন।
যে—পর পর গাত্রে মেশে কবি যে যেমন॥

(৮)

মিশে মিশে মিশে ডাক পেয়েছে সন্ধান।
তাতেই কবির গুণ এত ক'রে গান॥
না জানে যে এবারে ও মিশে যাবে কায়।
কিংবা কেবা এসে তার গায়েতে মিশায়॥

(৯)

এসেছে এথানে ডাক যুগে যুগে যুগে।
তাই—শিখেছে অনেক কথা দেখে শুনে ভুগে ॥
তাতেই সকল কথা বলে অত জোরে।
দণ্ড পুরস্কার দিন সুবিচার কোরে ॥

(১০)

কবির গায়েতে নাকি কবি মিশে যায়।
সেই জন্যে কবিগণ বেশী তেজ পায় ॥
নিত্য নিত্য পর তেজে হয় তেজীয়ান।
তেজে পূর্ণ হোলে হয় শঙ্কর সমান ॥

(১১)

যদি বল কিসে হ'বে এ কথা প্রত্যয়।
তুমি—বুঝিবে যে দিন হবে, উপস্থিতে নয় ॥
হয় তুমি মিশে যাবে অপরের কায়।
নয়—অপরে উদ্ধার হবে তোমার দ্বারায় ॥

(১২)

পাকা ফল পোচে যাবে তাহাও স্বীকার।
কোন ক্রমে কাঁচা কিন্তু হইবে না আর ॥
পঞ্চত্ব পাইবে কবি তাহাও স্বীকার।
কোনক্রমে গর্ভে কিন্তু জন্মিবে না আর ॥

(১৩)

সুপক্ক হইলে বীজ তবে ফল পাকে।
নির্ম্মল হইলে মন কবি হোয়ে থাকে॥
জীবন মুকতি পেতে কবিরাই পায়।
অপরে মিশিয়া যায় বিধাতার গায়॥

(১৪)

গুটী পোকা পাতা খায় এ ডাল ও ডাল।
যত পেকে আসে তত মুখে আসে লাল॥
সেই লালে ক্রমে ক্রমে বাঁধে নিজ ঘর।
যথাকালে উড়ে যায় কিছু দিন পর॥

(১৫)

মানবের যত দিন থাকে যাতায়াত।
ততদিন যোগ-যাগ নানা উৎপাত॥
তা বই যে করে যত মনুস্যত্ব লাভ।
ততই তাহার মনে উঠে তত ভাব॥

(১৬)

ইচ্ছা ক'রে কেহ কি গা হোয়ে থাকে কবি।
হৃদিশেষে ছায়া পড়ে বিধাতার ছবি॥
তা হলেই উচ্ছ্বলিত হয় রসকূপ।
আর বিবিধ রচনা করে যন্ত্র অনুরূপ॥

(১৭)

অধিকাংশে মত্ত হোয়ে রসের আঘ্রাণে।
আমি করি ভেবে থাকে আত্ম অভিমানে॥
সেই—ছায়াকে সজীব করে নিতে যারা পারে।
তারাই প্রকৃত কবি অবনী মাঝারে॥

(১৮)

তা হ'লেই তাহাদের উড়ে যায় আমি।
আর অন্তরে বাহিরে দেখে গোলোকের স্বামী॥
দরশন পেলে তবে শান্তি করে লাভ। *
শান্তি পেলে যাঁর দেহ তাঁর আবির্ভাব॥

(১৯)

তাঁর আবির্ভাব হ'লে সকলের সুখ।
চান—ভুজঙ্গ-খেচর আদি সকলের মুখ॥
সকলের মুখ যিনি সমভাবে চান।
তিনিই প্রকৃত কবি বিধি মূর্ত্তিমান॥

(২০)

বিধাতার অগোচর কিছুমাত্র নাই।
কবি মানে সর্ব্বজ্ঞ, গীতা বলে তাই॥
যদিও সকল কবি সর্ব্বজ্ঞ না হয়।
অকবির চেয়ে কিছু জানেই নিশ্চয়॥

---

* As water is inoderous to other animals except camels, so God is invisible to 'other' men except Poets.

(২১)

শব্দাতীত নারায়ণ সকলেই জানে।
শব্দ মধ্য দিয়া তিনি আসেন এখানে॥
সেই শব্দ স্বরস্বতী বাক্যরূপী যিনি।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্রী অন্তর্যামিনী॥

(২২)

তিনিই করেন নৃত্য কবি রসনায়।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের রক্ষা বাসনায়॥
তাই—বিচার করিয়া ডাক অহংকারে কয়।
কবিরূপে দেন বিধি নিজ পরিচয়॥

(২৩)

তা ব'লে কি একেবারে দেন পরিচয়।
ক্রমে ক্রমে দেন যার ধেতে যাহা সয়॥
প্রথমে রচক মাত্র পরেতে ভাবুক।
পরে পরিচয় দেন রূপেতে সাধক॥

(২৪)

তা বই যখন হয় সাধনার শেষ।
তখন প্রকৃত কবি সাক্ষাৎ মহেশ॥
প্রকৃতি পুরুষ দুই কবিদের বাধ্য।
নরের মধ্যেতে কবি পরম আরাধ্য॥

(২৫)

রচকের কাছে পাবে রচনা প্রণালী।
ভাবুকের কাছে হবে ভাবে ঢলাঢলি॥
সাধক কবির কাছে হেন কথা পাবে।
যে—গাহিলে তাহার গীত মুক্ত হ'য়ে যাবে॥

(২৬)

আর—প্রকৃত কবির কাছে পাবে হেন কথা।
যে—পরে মুক্ত করিবার জন্মিবে ক্ষমতা॥
যার মত হোতে চাও যুক্তি লও তার।
কবিরাই যেতে পারে প্রণবের পার॥

(২৭)

ছোট বড় পৃথিবীতে যত আছে কবি।
সবার হৃদয়ে শোভে বিধাতার ছবি॥
তবে কেহ দেখে কেঁহ দেখিতেও চায়।
কেহ খালি মত্ত থাকে নিজের কথায়॥

(২৮)

তলিয়ে তল্লাস যদি করে কোন কবি।
অবশ্য দেখিতে পায় বিধাতার ছবি॥
ভেসে ভেসে গেলে পরে ভেসে যায় রূপ।
"না ডুবিলে দৃষ্টিপথে আসে কি অরূপ॥"

(২৯)

যদি বল নিজে তুমি দেখেছ কি তায়।
ডাকের স্বভাব খালি মর্দ্দানি কথায়॥
বলে যারা তারা সব অহংকারে বলে।
তলিয়ে বোঝেন যারা প্রেমানন্দে গলে॥

(৩০)

আমি দেখি না দেখি বা জেনে কিবা ফল।
ডেলা মেরে দেখি লাগে না লাগে মঙ্গল॥
লাগে ত মঙ্গল বলি ফিরে গেল দিশে।
না লাগে ত ভেসে গেল অমঙ্গল কিসে॥

(৩১)

সরল তরলে যথা স্থির থাকে রবি।
বিধাতাও ঠিক তাই যদি গান কবি॥
তবে—তারা খালি সূর্য্যন্যায় অপরে দেখায়।
অপরে দেখায় কবি আপনিও পায়॥

(৩২)

অল্পাধিক অনুসারে মন্দ ভাল কবি।
কোথাও কম্পিত কোথাও স্থিত তাঁর ছবি॥
কম্পিত হইলে পরে নিজে দেক্তে পায়।
স্থির হোলে নিজে দেখে পরেও দেখায়॥

(৩৩)

রবি আর কবি মধ্যে ভেদমাত্র নাই।
উভয়ে তিমির-হারী, ভেদ মাত্র ঠাঁই॥
রবি হরে অন্ধকার বাহ্য পৃথিবীর।
কবি হরে মানবের হৃদয়-তিমির॥

(৩৪)

কবি-দেহ বিধাতার নন্দন কানন।
অতি সুখে তিনি এতে করেন ভ্রমণ॥
কারণ বিশেষে এতে আগাছা জন্মিলে।
তবেই করেন তিনি সম্বরণ লীলে॥

(৩৫)

যতই থাকুন যিনি ধনে জনে মানে।
সুখ যে কাহার নাম কবিরাই জানে॥
চরণ মিলেতে কবি যত সুখ পায়।
তত সুখ স্বর্গে নাই ডাকের কথায়॥

(৩৬)

কবির মনেতে হোলে ভাবের উদয়।
ব্রহ্মাণ্ডের সুখমাত্র তুচ্ছ বোধ হয়॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা উড়ে যায় ভাবের আঘ্রাণে।
মুখে হাত দিতে গেলে উঠে হাত কাণে॥

(৩৭)

কবির সম্মুখে এসে কত রঙ্গ করি।
নৃত্য করে কত শত অপ্‌সরী কিন্নরী॥
কবিদের স্বপ্নটীও সুখের বিষয়।
বুঝিয়া দেখুন কবি হয় কিংবা নয়॥

(৩৮)

অপর সুখের আছে জন্ম বৃদ্ধি ক্ষয়।
কবির সুখের ক্ষয় কখনই নয়॥
জন্ম হয় বৃদ্ধি হয় দিনে দিনে বাড়ে।
যত বাড়ে তত ক্রমে মায়া-পাশ ছাড়ে॥

(৩৯)

মায়া-পাশ ছেড়ে গেলে মুক্ত হয় বেঁচে।
আর—বিধাতা চলেন তার আগে নেচে নেচে॥
সেই জন্য কবি যদি কারু কাছে যান।
বিধাতা মধ্যস্থ হোয়ে প্রণয় ঘটান॥

(৪০)

কবির অসুখ এক কবিমাত্রে জানে।
যার জন্যে কবিগণ দগ্ধ হয় প্রাণে॥
দুচারি চরণ কবি যে দিনে না পায়।
সে দিন কবিতে যেন মারা পড়ে যায়॥

(৪১)

না পড়ে পণ্ডিত কবি অবনী উপরে।
আকাশেতে পেতে ফাঁদ উড়ো কথা ধরে॥
ইহাতে যাঁহারা কবি হন পড়ে শুনে।
জগৎ মোহিত হয় তাঁহাদের গুণে॥

(৪২)

কে না জানে কবিগণ চন্দ্রলোক-বাসী।
শাপভ্রষ্টে জন্ম লয় অবনীতে আসি॥
অর্থাৎ—চন্দ্রলোকে যাহাদের পূর্ব্বে গতি হয়।
তাহারাই কবি হোয়ে নানা কথা কয়॥

(৪৩)

বেদাই বেদান্ত কেহ কেহ বলে বেদ।
গদ্য পদ্য মাত্র খালি ছন্দের প্রভেদ॥
তবে—গদ্যেতে জেয়াদা কথা ভাবে কিছু কম।
বেশী ভাব কম কথা পদ্যের নিয়ম॥

(৪৪)

বিশেষতঃ চন্দ্রলোক বরফে আচ্ছন্ন।
তিনিই পারেন যেতে বেশী যাঁর পুণ্য॥
পুণ্যবান না হোলে কি বাড়ে তেজস্তত্ব।
তেজস্তত্ত্ব যত বেশী তত অমরত্ব

(৪৫)

যদি কোন স্বর্গবাসী লক্ষ্য রাখে নামে।
তা হলেই পুনরায় আসে ধরাধামে॥
তা ব'লে কি জন্মে তারা যার তার পেটে।
হেন গর্ভে জন্মে যাতে শীঘ্র জ্বালা মেটে॥

(৪৬)

হীনগর্ভে কখন কি কবি জন্ম লয়।
কবির জননীদিগে রত্নগর্ভা কয়॥
য কড়ার কবি হ'ন বাঁধুন যে গীত।
কবির জননীদিগে প্রণাম উচিত॥

(৪৭)

একবার ভুগি মাত্র জঠরের ক্লেশ।
তার পরে হোয়ে গেলে জনমের শেষ॥
ইচ্ছামত দেহে তারা লইবে আশ্রয়।
উহাই তাদের জন্ম, গর্ভে আর নয়॥

(৪৮)

সরীসৃপ শেষ জন্মে পাখা প্রাপ্ত হয়।
মানবের শেষ জন্মে কবিতা উদয়॥
পাখা পেলে সরীসৃপ হয় অন্যজীব।
মানব কবিত্ব পেলে অল্লাধিক শিব॥

(৪৯)

মধুরেণ সমাপন আহারে যেমন।
কবিত্বেন সমাপন জনমে তেমন॥
পৃথিবীতে আসা খালি কবিত্ব পাইতে।
তা হলেই পারা যায় স্বস্থানে থাকিতে॥

(৫০)

কে হ'ল কে ম'লো কবে কিংবা কার বিয়ে।
কিংবা কে কোথায় যায় কোন্ পথ দিয়ে॥
এ সব কথায় নাই কবিদের কাণ।
সর্ব্বদা হৃদয়ে উঠে নব অনুমান॥

(৫১)

কবি-জন্ম পৃথিবীতে বড়ই দুর্ল্লভ।
কবি করে বিধাতার সত্তা অনুভব॥
তিনি বিনা তাঁকে অনুভব করে কেবা।
কবি-পাদপদ্ম ডাক তাই করে সেবা॥

(৫২)

ধন মান যশ পায় অনেকেই প্রায়।
প্রকৃত পৌরুষ পেতে কবিরাই পায়॥
প্রকৃত পৌরুষ অর্থে আত্ম-সত্তা-নাশ।
আত্ম-সত্তা নাশে হয় বিধাতা প্রকাশ॥

(৫৩)

যতই করুন যিনি সাধন ভজন।
ধরাতে সাধক নাই কবির মতন॥
অন্য সাধনের ফল পায় জন্মান্তরে।
কবিগণ হাতে হাতে ফলভোগ করে॥

(৫৪)

(ফলে) কুণ্ডলিনী জাগরিত না হবে যাবৎ।
কদাচ রচনা শক্তি হবে না তাবৎ॥
তাবৎ যাবে না তার গর্ভবাস-ক্লেশ।
উদয় হবে না হৃদে আনন্দের লেশ॥

(৫৫)

টকাটক্ যে সময় কাটী পড়ে ঢাকে।
ঢাক৽খানি যে রকম গুমরিতে থাকে॥
কাটা কাটা বোল শুনে পরে পায় সুখ।
ঢাক নাচে ঢাকি নাচে সবার কৌতুক॥

(৫৬)

মানবের ঠিক তাই রচনার কালে।
গুমরিতে থাকে যেন নাচে তালে তালে॥
কাঁচা কাঁচা বোল শুনে পরে পায় সুখ।
যন্ত্র নাচে যন্ত্রী নাচে সবার কৌতুক॥

(৫৭)

মনে মনে যে যখন কোন গীত বাঁধে।
বাঁধিতে বাঁধিতে নিজে কত হাসে কাঁদে॥
সেই গীত যদি কেহ তালে মানে গায়।
দেখেছ তো কত কাকে হাসায় কাঁদায়॥

(৫৮)

সমস্ত জগৎ চলে কবির কথায়।
গদ্যে গীতে কবিগণ জগৎ মাতায়॥
মর্ত্তে থাক স্বর্গে যাও কিংবা চাও মুক্তি।
কবির কাছেতে তার সকলের যুক্তি॥

(৫৯)

যে কার্য্যে হউক যার যতই যোগ্যতা।
কবিগণ করে তার তন্ত্রধারকর্তা॥
দণ্ড পুরস্কার লোক যে যা কিছু পায়।
ও সব কেবল মাত্র কবির কথায়॥

(৬০)

কি রকমে কবে হ'ল অবনী-মণ্ডল।
কোথা হ'তে আসে অগ্নি কেন মেঘে জল॥
ইত্যাদি যতেক নানা সূক্ষ্মতত্ত্ব আছে।
মূর্ত্তিমান হ'য়ে নাচে কবিদের কাছে॥

(৬১)

কবির কল্পনা বলে বিধাতা সাকার।
সাকার কল্পনা বলে করে নিরাকার॥
কে বলিত কালা কালী কে বলিত হর।
পৃথিবীতে কবিগণ না জন্মিলে পর॥

(৬২)

সজীব নির্জীব হয় কবির কৌশলে।
নির্জীব সজীব হ'য়ে উড়ে চলে বলে॥
গন্ধহীনে এ রকম গন্ধ করে দান।
যে—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লাগে নাকেতে আঘ্রাণ॥

(৬৩)

কবিরাই ক'রে থাকে শাস্ত্র প্রণয়ন।
কবিরাই করে তাই ভূভার হরণ॥
শাস্ত্রানুমোদনে যত নায় শোয় খায়।
তত লোক কবি হ'য়ে মুক্তিপদ পায়॥

(৬৪)

ধরাতে রয়েছে যত বড় বড় নাম।
কত কৃষ্ণ কত খৃষ্ট কত বুদ্ধরাম॥
কবির দ্বারাই এরা রক্ষিত সবাই।
তাই বলি কবিদের তুল্য কেহ নাই॥

(৬৫)

ধরাতে কবির সংখ্যা বেশী হবে যত।
অবনী-মণ্ডল ক্রমে লঘু হবে তত ॥
তা হ'লেই লোকসংখ্যা হ'য়ে যাবে কম।
আর—সস্তা হবে ডাল চাল ছোলা যব গম ॥

(৬৬)

নরের মধ্যেতে কবি কস্তুরি হরিণ।
নিজের আনন্দে মেতে থাকে নিশি দিন ॥
ভাগ্যগুণে পূর্ব্বকথা মনে পড়ে যার।
সেই—নিজ নাভি দৃষ্টে ভোগে আনন্দ অপার ॥

(৬৭)

কবিরাই বিধাতার প্রিয়তম ভক্ত।
কবির কাছেতে তাই নারায়ণ ব্যক্ত ॥
তবে—অকবিতে শুনে কোন তর্ক করে পাছে।
তাই—অচিন্ত্য শক্তি বলে অপরের কাছে ॥

(৬৮)

কবিগণ ঠিক যেন বিধাতার কল।
জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা অভাব সকল ॥
তবে—জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা এইমাত্র পাই।
যে—নারায়ণ ছাড়া আর কিছুমাত্র নাই ॥

(৬৯)

কবিগণ দিবানিশি থাকে ধ্যানমগ্ন।
রিপুদের হয় তা'তে হস্তপদ ভগ্ন ॥
কাজে কাজে তারা সব হয় কর্ম্মহীন।
সেই জন্য দেহখানি থাকে বহুদিন ॥

(৭০)

কবিদের নাই তপ জপ ব্রত বার।
কারণ—বহু তপস্যার ফলে কবিত্ব সঞ্চার ॥
এ যাত্রা ডাকের নাই কোন দেবদেবী।
সেবিবার মধ্যে কবি-শ্রীচরণ সেবি ॥

(৭১)

অধিকাংশ কবি হন আত্ম-বিস্মরণ,
তাতেই করেন তাঁরা সাধন ভজন।
জানে না যে তাহাদের হ'য়ে গেছে সায়,
তাই মনে ভাব উঠে কথায় কথায় ॥

(৭২)

কবিদের নিজ স্বত্ব সাব্যস্থের জন্যে;
ডাকের কথার সৃষ্টি কবিদের পুণ্যে।
বুঝিয়া দেখুন তাঁরা হয় কিংবা নয়,
যে কবিরূপে দেন বিধি নিজ পরিচয় ॥

(৭৩)

নিরাকারে কোন কিছু ক্ষমতা তো নাই,
সাকারে প্রবেশ ক'রে বিধি দেন তাই।
বিধিদাতা ব'লে নাম বিধাতা তাঁহার,
মানব সাকার বটে কথা নিরাকার॥

(৭৪)

বিধাতার অবকাশ তিলমাত্র নাই,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর দৃষ্টি রাখা চাই।
যাঁহার নিয়মে হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়,
কত মূল্যবান বল তাঁহার সময়॥

(৭৫)

ওর মধ্যে দু'টো কথা না বলিয়া দিলে,
কি কোরে মানুষ হবে নাবি ছেলে পিলে।
তাই তিনি মানবের স্মৃতির কারণ,
সংক্ষেপে বলিয়া দেন দু চারি বচন॥

(৭৬)

সূক্ষ্ম কথা সংক্ষেপেতে বলিবার তরে,
কবিরূপে নারায়ণ বিরাজেন নরে।
সূক্ষ্মবুদ্ধি হ'লে তবে বোঝা যায় তাঁয়,
বোঝা গেলে তবে তাঁর দরশন পায়॥

(৭৭)

দরশন পেলে তবে মিটে যায় আশ,
আশা মিটে গেলে তবে ঘুচে গর্ভবাস।
ডাকের বচন যিনি দরশন পান,
কামিনীর হাত তিনি এড়াইয়া যান॥

(৭৮)

তপ জপ বার ব্রত যে যা কিছু করে,
কেবল কবিত্ব শক্তি লভিবার তরে।
যে হৃদয়ে স্বরস্বতী না পাইল স্থান,
সে হৃদয় ঠিক যেন শ্মশান সমান॥

(৭৯)

যদি বল শ্মশানে ত শিব দুর্গা থাকে,
শিব দুর্গা শাক্ত শৈব ভেদাভেদ রাখে।
করুণাময়ীর কাছে নাই ভেদাভেদ,
মিটাইয়া দেন নর জনমের খেদ॥

(৮০)

পৃথিবীতে লোক বটে আছে ভূরি ভূরি,
ওর মধ্যে কবিগণ বিধাতার জুরি।
রাজ দরশন পেতে জুরিরাই পায়,
অপরের সাধ্য কি যে নিকটেতে যায়॥

(৮১)

ছোট বড় যত লোক সকলেই জানে,
হরিগুণ-গান হেতু এসেছি এখানে।
কবিত্ব বিহনে কিগা বাঁধা যায় গান,
গাহিলে পরের গীত তবু পরিত্রাণ॥

(৮২)

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বৃক্ষ নারায়ণ মূল,
সাধারণ নর শাখা কবিগণ ফুল।
কোন্ ফুলে ফল হয় মোক্ষ যার নাম,
যারা পায় তারা যায় বৈকুণ্ঠ ধাম॥

(৮৩)

অবনী-মণ্ডলে নর কোটী কোটী আছে,
কবিত্ব শকতি বল ক'জনে পেয়েছে।
যার প্রতি দয়া হয় করুণাময়ীর,
সেই হয় কবি, নাই আমীর ফকীর॥

(৮৪).

আমীরে কবিত্ব পেলে কাঞ্চনেতে মণি,
কাঞ্চন বিহীন মণি দীন দরিদ্র যিনি।
শুধু মণি কখন কি তত শোভা পায়,
কাঞ্চনে জড়িত হ'লে জগৎ মাতায়॥

(৮৫)

আমীরের ঘরে আর ফকিরের ঘরে,
কবি হ'লে তবে লোক এক জন্মে তরে।
কারণ—হইতে প্রকৃত কবি দু ঘরেই হয়,
অন্য ঘরে অন্য কবি জনমে নিশ্চয়॥

(৮৬)

আমীরের মিটে যায় বিষয় কামনা,
বিষয় কাহার নাম ফকিরে জানে না।
কাজে কাজে অবিষয়ী এই দুই জন,
তা'তেই করিতে পায় স্বস্থানে গমন॥

(৮৭)

ফকির কবির ধর্ম্ম কঁুড়ে চিরকাল,
কাজেই তাদের ভাগ্যে না চুলো না চাল।
তবে—রাজধর্ম্ম মধ্যে নাকি কবি পোষা শ্রেষ্ঠ,
তাই রাজারা ঘুচায়ে দেন সংসারের কষ্ট॥

(৮৮)

সাধে কি ফকির কবি হ'য়ে থাকে কঁুড়ে?
কারণ—বিষয় বুদ্ধিটী যায় একেবারে উড়ে।
কিজন্য হইবে আর চালাক চতুর,
অভাবে বিষয়-বুদ্ধি কাজেই ফতুর॥

(৮৯)

নিজে তরা পরে তারা আমিরের ধর্ম্ম,
কেবল নিজের সুখ ফকিরের কর্ম্ম।
আমিরে ফকিরে থালি এইমাত্র ভেদ,
উভয়ে মিলিলে মেটে উভয়ের খেদ॥

(৯০)

বহু পুণ্যে হয়ে থাকে রাজ-রাজেশ্বর,
আর—এত পুণ্যে কবি হয় নাই যার পর।
রাজার কবিত্ব লাভ সুদুর্ল্লভ অতি,
একাধারে বিরাজেন লক্ষ্মী-স্বরস্বতী॥

(৯১)

বিষয় ব্যাপারে যারা লক্ষ্য রেখে চলে,
আর—সাধন ভজন করে কবিতার ছলে।
কালোচিত পূর্ণ কাল তাহারাই পায়,
ওর মধ্যে বেচে খেলে শমনে এড়ায়॥

(৯২)

কবিদিগে নারায়ণ তাপ দেন শীতে,
বাতাস করেন গ্রীষ্মে তাপ কমাইতে।
সেই জন্য কবিদের শীত গ্রীষ্ম যায়,
তাতেই সময় ভোগ করিবারে পায়॥

(৯৩)

উহু আহা হিহি হাহা কবিদের নাই,
শব্দব্রহ্মে বিচরণ সহাস্যে সদাই।
চির-বসন্তের স্থান কবির হৃদয়,
সম সমীরণ বহে সকল সময় ॥

(৯৪)

কবিদিগে করে ডাক এই অনুরোধ,
বলনা—রচনা কালে কি থাকে শীত-গ্রীষ্ম-বোধ?
বাহিরে কি খেলা করে কবিদের মন,
কবিদের মন করে স্বস্থানে ভ্রমণ ॥

(৯৫)

কে করিবে বল আর সুখ-দুঃখ-বোধ,
কবিদের আগমন জনমের শোধ।
পর দুঃখ দেখে কাঁদে কবিদের প্রাণ,
তাই—কত ছলে কতকা'কে কত করে দান ॥

(৯৬)

কেহ দেন ধনমান কেহ দেন মুক্তি,
কেহ দেন বেশী দিন বাঁচিবাব যুক্তি।
স্বভাবতঃ কবিদের হাতমুখ আলি,
কিছুও না পারে যদি দান করে গালি।

(৯৭)

সকল কবিই প্রায় লক্ষ্য রাখে যোগে,
যত লক্ষ্য রাখে তত বেশী সুখ ভোগে।
এড়াতে যোগের হাত অল্প লোক পারে,
কিন্তু—জন্মিলে কবির কুলে সে কি আর হারে॥

(৯৮)

জগতের মধ্যে যার যত শক্তি আছে,
সব শক্তি পরাজিত কবিদের কাছে।
কবিদের পৃষ্ঠবল নারায়ণ নিজে,
তাই—কবির আদর করে বিপ্র দেব দ্বিজে॥

(৯৯)

দেব বলি যারা করে ধর্ম্মমতে কার্য্য,
ধর্ম্ম আলোচনা করা বিপ্রের নির্দ্ধার্য্য।
আলোচনা করিবার চেষ্টা করে যারা,
ডাকের বচনে সব দ্বিজ শব্দে তারা॥

(১০০)

করমস্থ ধর্ম্ম যারা রাজা মহারাজা,
অন্তরস্থ ধর্ম্ম যারা ধনবান প্রজা।
মুখস্থ ধার্ম্মিক যারা লক্ষীছাড়া নর,
একাধারে তিন থাকে তবে বলি হয়॥

(১০১)

ভাষাতে কবির কত মর্য্যাদা দেখেছ,
বৈয়াকরণেরা সব ভয়ে যেন কেঁচো।
কখন বদলে দেবে কার কোন্ সূত্র,
কবির—মনেতে উঠিলে ভাব বাপের কুপুত্র॥

(১০২)

কবিদের একমাত্র দোষ ডাক ধরে,
যে—ছোট বড় বড় ছোট স্বভাবেতে করে।
তবে যারা স্বভাবের বিপরীতে চলে,
তারাই সকল কথা ঠিক্ ঠাক্ বলে॥

(১০৩)

অন্য সব শক্তি মাত্র বিষয়ের কার্য্য,
কে না জানে বিষয়ের ধ্বংশ অনিবার্য্য।
তবে নয় দিন কত আগে আর পরে,
অবশ্যই ধ্বংশ হ'বে অন্যথা কে করে॥

(১০৪)

কবিতা শক্তির ফল মাত্র অবিষয়,
কোন কালে নষ্ট ক্লিষ্ট হইবার নয়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যদি উড়ে পুড়ে যায়,
তথাপি থাকিবে কথা নির্ব্যোম নির্বায়।

(১০৫)

পাপাত্মার নাশ যত রচনায় হয়,
তপ জপ বার ব্রত কিছুতে তা নয়।
চরণ মিলাতে তাই অত সুখ আসে,
আত্মার ক্ষমতা বাড়ে বিধাতা প্রকাশে॥

(১০৬)

যতই করুন যিনি তপ যোগ যাগ,
কিছুতেই উঠিবেনা চিত্রিণীর দাগ।
অবশ্য করিতে হবে লেখা আছে যাহা,
কোটী কল্পে কিছুতেই খণ্ডিবে না তাহা॥

(১০৭)

রচনায় চিত্রিণীর অঙ্ক উঠে যায়,
তাতেই অনেক কর্ম্মে অব্যাহতি পায়।
উঠে উঠে যত যায় হ'য়ে আসে শাদা,
ততই সুকবি তত সম্মান জেয়াদা॥

(১০৮)

কবিদের তপ জপ নাই প্রয়োজন,
তবে খালি চাই মাত্র আত্মাতে রমণ।
যাহার বলেতে নর নারায়ণ হয়,
ডাকের বচন জয় কবিদের জয়॥

(১০৯)

অর্থাৎ—মনে উঠে মনে পড়ে মনেতেই রয়,
উঠে পোড়ে খাঁটী হ'লে মনে পায় লয়।
ইহাকেই বলে ডাক আত্মাতে রমণ,
উত্তর-সাধক হেতু শক্তি প্রয়োজন॥

(১১০)

ইহা যিনি বুঝেছেন আমি তাঁর দাস,
তাঁর পদধুলি করি চেটে খেতে আশ।
যাঁহারা না বুঝেছেন তাঁহাদিগে বলি,
পড়ুন ডাকের কথা মিলিবে সকলি॥

(১১১)

সেই শক্তি মূর্ত্তিমতী নারী জাতি মাত্রে,
পরশে দরশে মেঁশে পুরুষের গাত্রে।
পরশ দরশ গেলে মননেও পাই,
কি ক'রে কোথায় পাই জানা মাত্র চাই॥

(১১২)

জানিলে তাহার পরে মন থেকে যায়,
মন থেকে গেলে তবে মুক্তিপদ পায়।
এতদিনে তবে ঘুচে কামিনীর হাত,
এর মধ্যে ছেড়ে দিলে নানা উৎপাত॥

(১১৩)

বুঝিলে নারীর দ্বারা কত উপকার,
নারী অতি প্রিয়তম সৃষ্টি বিধাতার।
নিজ প্রাণ দিয়ে নারী নরে ক'র ত্রাণ,
শৈশবে পিযূষ পান জননীর প্রাণ॥

(১১৪)

কবিদের পক্ষে এক যুক্তি আছে আর,
খাদ্যের উপরে চাই বিশেষ বিচার।
তা হলেই খুজে এসে দেখা দেন হরি,
নতুবা দর্শন হেতু নিজে চেষ্টা করি,

(১১৫)

বুঝিয়া দেখিলে ষট্‌চক্রের বিচার,
পৃথিবীতে কবি আছে পঁচিশ প্রকার।
চব্বিশ তত্ত্বের কথা চব্বিশেতে কয়,
তত্ত্বাতীত কথা করে পঁচিশে নির্ণয়॥

(১১৬)

রাগ রাগিণীর যথা অযথা মিলনে,
নানাবিধ জংলা সুর করে নানাজনে।
তেমনি এ পঁচিশের ইতস্ততঃ হ'লে,
তাদিগে নির্দ্দেশ করি জংলা কবি ব'লে॥

(১১৭)

তথাপি তাদের কিন্তু জন্ম-জ্বালা যাবে,
যথাযোগ্য কবি-গাত্রে অবশ্য মিশাবে।
মিশে মিশে মিশে ডাক শিখেছে সন্ধান,
তাতেই কবির গুণ এত কোরে গান॥

(১১৮)

না জানে যে এবারেও মিশে যাবে কায়,
কিম্বা কেবা এসে তার গায়েতে মিশায়।
যা আছে মায়ের মনে হয়ে যাবে তাই,
ডাকিবার প্রয়োজন কিছুমাত্র নাই॥

(১১৯)

কিন্তু বাগ্দেবী পদে সমর্পিলে মন,
সকল কবিই হয় কবির মতন।
অর্থাৎ কেবল হয় আমি সোরে যেতে,
তবেই করুণাময়ী তুলে লন জেতে॥

(১২০)

জীবনে দেছেন যিনি তু-চরণ মিল,
তাহাকেও ধরে ডাক কবির সামিল।
তাকেও হবে না আর গর্ভবাসে যেতে,
তবে কিঁছু দেরি হয় শূন্যে সুখ পেতে।

(১২১)

কেনা জানে ছয় চক্রে পঞ্চাশৎ পাখা,
যত পাখা এলো মেলো তত মর্ত্ত্যে থাকা।
সেই পাখা সোজা হয় কবি যারা শুনে,
যত শুনে তত সুখ পায় মনে মনে॥

(১২২)

সোজা হ'য়ে জুড়ে যায় পাখায় পাখায়,
যত জোড়ে তত মন সোজা হ'য়ে যায়।
মন সোজা হ'লে হয় স্বর্গের সোপান,
সোপান পাইলে সুখে স্বর্গে চলে যান॥

(১২৩)

স্বর্গের সোপান হ'ল সরল হৃদয়,
সরল হৃদয় বাসী মঙ্গল আলয়।
মন সরলের গোড়া কবিত্বের ঘ্রাণ,
যিনি যত ঘ্রাণ লন তত সুখ পান॥

(১২৪)

যত দিন ঘোরে মন পাখায় পাখায়,
ততদিন সুখ নাই ধরাতে থাকায়।
পাখা ছেড়ে যদি মন সোজা পথে চলে,
যে পথের নাম শাস্ত্রে ব্রহ্ম নাড়ী বলে॥

(১২৫)

তবেই বুঝিতে পারে সুখ বলে কায়,
আপনি রচনা আসে সুখ যার রায়।
যায়—চরণে চরণে সুখ আহা মরি মরি,
সুখের সাগরে যেন শান্তির লহরী॥

(১২৬)

প্রকৃত সময় ভোগ কবিরাই করে,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি কবিদের তরে।
কবিরাই করে থাকে হরিগুণ গান,
যত উচ্চ কবি তত হরি-গত-প্রাণ॥

(১২৭)

শুয়ে ব'সে থাকে কিম্বা পথে চলে যায়,
ওর মধ্যে মাঝে মাঝে কত কথা গায়।
কবিগণ যে সময় গাঢ় নিদ্রা যায়,
সে সময় রচনার যন্ত্রটী শানায়॥

(১২৮)

কবির ভাগ্যেতে এক অঘটন ঘটে,
গত কাল ফিরে আসে কবির নিকটে।
হঠাৎ শুনিলে মনে অতি উক্তি হয়,
বিশেষ বিচারে কিন্তু অসম্ভব নয়॥

(১২৯)

পূর্ব্বকৃত পাপে যদি বৃদ্ধ হয়ে যায়,
দেখিতে দেখিতে পুন যুবাকাল পায়।
আক্ষেপ থাকে না আর গত কাল জন্য,
কবি-পিতা-মাতা ধন্য কবি ধন্য ধন্য ॥

(১৩০)

অর্থাৎ যদ্যপি কেহ অতি কবি হন,
খণ্ডিতে পারেন তিনি বিধির লিখন।
কাজেই বলিতে পারি আয়ত্ত সময়,
নষ্ট অংশ শরীরের পুনঃ সৃষ্ট হয় ॥

(১৩১)

যদি বল এ সকল অসম্ভব কথা,
বুঝিয়া দেখুন কবি নিজের যোগ্যতা।
তিনি কি জানেন কোথা কোন্ কথা আছে,
আপনি কল্পনা দেবী এনে দেন কাছে ॥

(১৩২)

শব্দ-তত্ত্ব শুদ্ধ হয় কবি দরশনে,
অকবি কবিত্ব পায় কবি পরশনে।
কবিতে কবিতে হ'লে দরশ পরশ;
উভয়েরই বৃদ্ধি পায় প্রকৃত পৌরুষ ॥

(১৩৩)

শব্দময়ী ব্যোম-তত্ত্ব অনন্ত ব্যাপিনী,
কৃপা ক'রে কবিদিগে অন্ত প্রদায়িনী।
অর্থাৎ কবির প্রতি এক দয়া মার,
যে—সীমা দেখাইয়া দেন নিজ মহিমার॥

(১৩৪)

কবিতে যখন করে শব্দ অন্বেষণ,
পৃষ্ঠবল হন তার বিধাতা তখন।
কোথা হ'তে এত কথা এনে দেন তাঁয়,
যে—কবির ক্ষমতা নাই কলম থামায়॥

(১৩৫)

ব্যোম-তত্ত্ব বিধাতার আদি মহাশক্তি,
ব্যোমের উপরে তাই বেশী অনুরক্তি।
ব্যোমের জোরেতে তিনি সর্ব্বশক্তিমান,
ব্যোমেতে প্রলয় স্থিতি ব্যোমেতে নির্ম্মাণ॥

(১৩৬)

অন্যান্য সৃজনে ব্যোমে অন্যভূত চাই,
শুদ্ধ ব্যোমে কথা তায় অন্য কিছু নাই।
তবে—কোন ভুত একা হ'লে জড় হয় নাকি,
তাই তিনি তার সঙ্গে নিজে মাখামাখি॥

(১৩৭)

ভুতে ভুতে জগতের অন্য সব কার্য্য,
তাহাতে তাঁহার নাই কিছুই সাহায্য।
তবে—ভুত নাকি তাঁর দ্বারা সৃজন হ'য়েছে,
তা'তেই বলিতে হয় কিছু কিছু আছে॥

(১৩৮)

শব্দ-তত্ত্বে করে যারা সদা বিচরণ,
তাহাদের নিকটস্থ অনাদি-কারণ।
নিকটস্থ না হ'লে কি দরশন পাই,
যত দূরদৃষ্টি হ'ক বহুদূরে নাই॥

(১৩৯)

যে বিষয় লয়ে যারা দিবানিশি রয়,
উন্নতি সাধন তার অবশ্যই হয়।
শব্দতত্ত্ব লয়ে যারা দিবানিশি থাকে,
শব্দের উপরে লক্ষ্য অবশ্যই রাখে॥

(১৪০)

কবিদের ধর্ম্ম করে শব্দ অন্বেষণ,
শব্দের সৃজন কর্ত্তা অনাদি-কারণ।
সৃজন করিয়া মাত্র নিশ্চিন্ত নন,
কবির কাছেতে হয় করিতে প্রেরণ॥

(১৪১)

কবিই তাঁহার কথা প্রকাশের কল,
সর্ব্বদা ভাবেন তাই কবির কুশল।
কি জানি কখন কল রদি হয় পাছে,
সর্ব্বদা থাকেন তাই কবিদের কাছে॥

(১৪২)

কাছা কাছি হয় ব'লে সাধক যে জন,
তার—নুপূরের ধ্বনি করে প্রথমে শ্রবণ।
তার পরে তাঁর প্রতি এত পড়ে লক্ষ্য,
যে-ক্রমে ক্রমে লাভ করে অলক্ষ্যেতে মোক্ষ॥

(১৪৩)

বিধাতার সাড়া পেলে রোমাঞ্চ শরীর,
আনন্দিত মনপ্রাণ আঘ্রাণে হবির।
দরশন পেলে হয় প্রাণের উল্লাস,
স্পর্শনে ফুরা'ল সব আত্মসত্তানাশ॥

(১৪৪)

সাড়া যারা পায় তারা মুক্তি উপযুক্ত,
আঘ্রাণ পাইলে বলি নিম্নশ্রেণী মুক্ত।
দরশন পেলে তাঁকে মধ্যশ্রেণী ধরি,
পরশনে উচ্চ শ্রেণী মুর্ত্তিমান হরি॥

(১৪৫)

গন্ধ পেলে গন্ধ ধরে উষ্ট্রের সমান,
দেখিবারে পায় জল পরে করে পান ।
জলপানে যে রকম পিপাসার শান্তি,
মানবেও শান্তি পায় ঘুচে যায় ভ্রান্তি ॥

(১৪৬)

এ ছাড়া যাহারা সদা কাঁদা কাটী করে,
তারাও সাধক বটে সাড়া পাবে পরে ।
সাড়া পেলে বোঝা যায় নিকটস্থ প্রায়,
যত নিকটেতে যায় তত ঘ্রাণ পায় ॥

(১৪৭)

সাধকের যত দিন না আসিবে কান্না,
তত দিন ধূলো খেলা বালিকার রান্না ।
রাঁধে বাড়ে সব করে খায় ছেলে পিলে,
হেসে লুটে পড়ে যুবা প্রবীণে দেখিলে ॥

(১৪৮)

শব্দ-তত্ত্ব উপরেতে বিধাতার স্থান,
কবির কাছেতে থাকে শব্দভেদি বাণ ।
শব্দের পশ্চাতে থেকে করে হেন লক্ষ্য,
যে—শব্দের কারণ ধরে যাতে পায় মোক্ষ ॥

(১৪৯)

পৃথিবীতে যত সব কল বল চলে,
ও সব কেবল মাত্র কবির কৌশলে।
উপমিতি অনুমিতি ও রকম আর,
পৃথিবীর মধ্যে বলো কোথা আছে কার

(১৫০)

উপমিতি অনুমিতি আগুণ বাতাস,
একের অভাব হ'লে অন্যে অপ্রকাশ।
বায়ুতত্ত্ব তেজতত্ত্ব যত বেশী যার,
কবিত্ব শকতি তত বেশী ভাগ তার॥

(১৫১)

তাহার উপরে হোলে ব্যোমতত্ত্ব যোগ,
কবিতে কবিতে পায় চিরসুখ ভোগ।
অ?মিতি উপমিতি বেড়ে যায় আরো,
আরো বেড়ে যায় যদি উঠে যেতে পার॥

(১৫২)

যোগী ঋষি মুনি হ'য়ে মজা নাই তত,
পৃথিবীতে কবিরূপে জন্মে সুখ যত।
উহাদের যথাযোগ্য যথাযোগ্য দান,
কবির সবাই যোগ্য মূর্খ বা বিদ্বান॥

(১৫৩)

বুনো পাখী পায় যদি নরের আশ্রয়,
তা হোলেই অনায়াসে কৃষ্ণকথা কয়।
বিধাতার হাতে যদি পড়ে কোন নর,
তিনিই করিয়া লন কবি কবিবর॥

(১৫৪)

লোভ মোহ কাম ক্রোধে যত যিনি জয়ী,
তত তাঁকে কবি করে লন ব্রহ্মময়ী।
সম্পূর্ণ রূপে যিনি করেছেন জয়,
ডাকের বচন তাঁকে কবিবর কয়॥

(১৫৫)

কবিগণ কায়মনোবাক্যে আর জ্ঞানে,
দিবানিশি মত্ত থাকে নিরাকার ধ্যানে।
যাহারা উদ্যোগী হয় সে ধ্যানের ভঙ্গে,
সহস্র বৃশ্চিক দংশে তাহাদের অঙ্গে॥

(১৫৬)

কবিকে করিতে হয় এতদূর ভয়,
যে—নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে কাছে যেতে হয়।
কি জানি তাহার হ'লে সাধনে ব্যাঘাত,
ব্যাঘাতকারীর হয় শিরে সর্পাঘাত॥

(১৫৭)

তা বলে আমার মত কবিদের নয়,
কবির মতন কবি হলে তাই হয়।
যদি বল তবে তুমি জানিলে কি করে,
আমি বলি ডাকপুরুষের কথা ধরে॥

(১৫৮)

আমার বাটীতে তিনি দিবানিশি রন,
মাঝে মাঝে কত ছলে কত কথা কন।
তাঁহার কথায় আমি উঠি বসি চলি,
বলিতে বলেন যাহা অকাতরে বলি॥

(১৫৯)

আমি—মৃত কবিদের করি গুণানুকীর্ত্তন,
জীবিত কবির করি দোষ অন্বেষণ।
দুষিবার তরে দোষ অন্বেষণ নয়,
নিজ স্বভাবের মাত্র দিতে পরিচয়॥

(১৬০)

অধিকাংশ কবিদের গর্ব্ব থাকে প্রায়,
আমার মতন কবি নাই দুনিয়ায়।
সেই জন্য নাম দেন নিজ কবিতায়,
নাদের কাঙ্গাল কিগো মুক্তি-পদ পায়?

(১৬১)

তবে—সাধকে যে দিয়ে থাকে নিজ গীতে নাম,
তাঁদের চরণে করি অসংখ্য প্রণাম।
সেটা কিছু তাঁহাদের নহে অহঙ্কার,
অর্থাৎ—করেন প্রকৃত পক্ষে নম্রতা স্বীকার॥

(১৬২)

আমি দীন হীন অতি অকৃতী পামর,
এ কথা কি বলে কোন অহংকারী নর?
তৃণাদপি নীচ বলে তাঁহাদের তাই,
তাঁহাদের নাম দিলে কোন দোষ নাই॥

(১৬৩)

প্রকৃত কবির ধর্ম্ম বড় দেখে অন্যে,
অন্য কবি মত্ত সদা নিজের প্রাধান্যে।
সাধে কি অপরে তাঁরা বড় জ্ঞান করে,
জানেন সকল ভূতে বিধাতা বিহরে॥

(১৬৪)

As the interior angles of every triangle
Are together equal to two right angles,
So the interior faculties of every man
Are together equal to one God.

(১৬৫)

তাতেই নিজকে তারা করে ছোট জ্ঞান,
নিজে না হইলে ছোট বোধ অন্তর্দ্ধান।
তিনি সর্ব্বময় ব'লে বিশ্বাস যাঁহার,
কদাচই আমি শব্দ মুখে নাই তাঁর॥

(১৬৬)

সাধে কি অপরে অন্যে ছোট জ্ঞান করে,
তাহাদের লক্ষ্য খালি নিজের উপরে।
জানে না বিধির খেলা সর্ব্বভুতে চলে,
তা'তেই সকল কাজে আমি আমি বলে॥

(১৬৭)

নরের মধ্যেতে কবি আলাহিদা জাতি,
কবিরাই দিয়ে থাকে নিজ বংশে বাতি।
পিতৃপুরুষের যার পুণ্য থাকে যত,
তাহাদের কন্যাপুত্র কবি হয় তত॥

(১৬৮)

কবি হয়ে তিল বাঁচি কোটী কল্প ধরি,
কোটী কল্পে অকবির তিলজ্ঞান করি।
বাঁচিবার মত বাঁচা কবিরাই বাঁচে,
মোরে বাঁচা অকবিরা বেঁচে মাত্র আছে॥

(১৬৯)

বন্ধ্যাতে জানে না যথা প্রসবের দুঃখ,
অকবি জানে না তথা কবির কি সুখ।
দাতার মনের সুখ কৃপণে কি জানে?
ভক্তের মনের সুখ নাই ভগবানে॥

(১৭০)

তা বলে অকবি কভু খাট বস্তু নয়,
অকবিই রক্ষা করে সৃষ্টি সমুদয়।
কবিতে প্রলয় ক'রে সৃষ্টি করে নাশ,
সৃষ্টি স্থিতে অকবির পরম উল্লাস॥

(১৭১)

প্রথমে সকল লোক অকবিই থাকে,
ক্রমে যত পাকে তত বিধাতাকে ডাকে।
ডাকিতে ডাকিতে ডাক পৌঁছে যদি কানে,
আপনি আসেন কাছে সন্ধানে সন্ধানে॥

(১৭২)

প্রথমে কাড়েন এসে মোটা গোচ সানা,
ধিকি ধিকি বোনা হয় উহাই রচনা।
সহিয়ে সহিয়ে দেন সরু সানা জুড়ে,
যত সূক্ষ্ম দেন তত আমি যাই উড়ে॥

(১৭৩)

কবিগণ বিধাতার পূর্ব্ব কর্ম্মচারী,
কবির উপরে তাই দয়া তাঁর ভারি।
তাজা করিবার তরে সাজা দেয় বটে,
আবার গুচিয়ে লয়ে রাখেন নিকটে॥

(১৭৪)

যাকে লয়ে বেশী দিন করা যায় ঘর,
কত লক্ষ্য থাকে বল তাহার উপর।
গুরুতর অপরাধ যদিও সে করে,
লঘুতম দণ্ড দেন ভাল ভাল নরে॥

(১৭৫)

অকবিকে কবি করা কবিদের ধর্ম্ম,
নরে নারায়ণ করা বিধাতার কর্ম্ম।
রসের আলাপ চলে সমানে সমানে,
অসমানে উভয়ের শুধু জ্বালা প্রাণে॥

(১৭৬)

তুমি আমি এখানেতে যত আছি সব,
বহু জন্ম ঘুরে ফিরে হয়েছি মানব।
বিধাতা বিরাজমান সকল মাথায়,
নিজ পরিচয় দেন কথায় কথায়॥

(১৭৭)

কবিদের মন বুদ্ধি প্রাণ অহংকার,
অকবির চেয়ে সব আলাদা প্রকার।
বিশেষত কবিদের যত জোর প্রাণে,
কবি বিনে সে খবর অপরে কি জানে?

(১৭৮)

এ কথা বুঝিতে পারে অনেকেই বটে,
কবি না হইলে কিন্তু কার্য্য নাহি ঘটে।
হাতে হাতে ফল এর কবিরাই পায়,
তা'তেই কবির গুণ এত ডাক গায়॥

(১৭৯)

কবি বিনে কে বুঝিবে ডাকের বচন,
বুঝিলেও বোঝা নয় বোঝায় মতন।
কার্য্যে পরিণত করা শক্ত কাজ ভারি,
ডাকের বচন কবি ভবের কাণ্ডারী॥

(১৮০)

হয় কেহ তুলে দেয় শান্তি নিকেতনে,
নয় কেহ স্বর্গে তোলে জোরে নরগণে।
অন্ততঃ অভাব পক্ষে মানপুরে তোলে,
যাত্রা কবি শুনে লোক তাই এত ভুলে॥

(১৮১)

কদাচই নরকেতে পাঠাবে না কেহ,
যতই হউক তার অপবিত্র দেহ।
নিজে দগ্ধ হয়ে কবি ঠাণ্ডা করে পরে,
ইচ্ছা—নিজে মরে ক্ষতি নাই অপরে না মরে।

(১৮২)

যাহারা রাখিতে পারে উভয় বজায়,
অর্থাৎ—আপনিও বাঁচে আর পরেও বাঁচায়।
তাহাদেরই কবি নাম যথার্থ ধারণ,
পৃথিবীতে আসা নিজ পরের কারণ॥

(১৮৩)

মুখে দুটো কথা বলা সোজা অতিশয়,
বলা মত চলা কিন্তু কবির বিষয়।
পেট মাথা মুখ হাত সমান যাঁহার,
মহাপ্রলয়েও নাই ক্ষয় মাত্র তাঁর॥

(১৮৪)

পৃথিবীর বেশী লোক শরীর খাটায়,
মন বুদ্ধি খাটাইয়া কেহ কেহ খায়।
ও সব খাটায় কিন্তু বেশী সুখ নাই,
কবিদের আমি খাটে বেশী সুখ তাই॥

(১৮৫)

অন্য খাটুনির সুখ এখানেই সায়,
আমিতে খাটিলে সুখ হেথা সেথা পায়॥
হেথাও চরণ মিলে আনন্দ অপার,
সেথাও চরণ মিলে আনন্দ ভাণ্ডার॥

(১৮৬)

মনবুদ্ধি দেহ আদি ভুত যোগে হয়,
তাই—পরিশ্রমে ক্লান্ত হয় সময় সময়।
তা'তেই সময় ভোগ করিতে না পায়,
কাজে কাজে মাঝে মাঝে ফাঁক পড়ে যায়॥

(১৮৭)

ভুতাতীতে আমি সৃষ্টি ভুত যোগে নয়,
তাই—পরিশ্রমে ক্লান্ত নয় মুহূর্ত্ত সময়।
তা'তেই সময় ভোগ করিবারে পায়,
চাই জাগরিত থাকে চাই নিদ্রা যায়॥

(১৮৮)

বাহ্য বস্তু যোগে যথা পুষ্ট হয় কায়,
গুহ্য বস্তু যোগে তথা প্রাণ বৃদ্ধি পায়।
এখানেতে প্রাণ মানে যে সে প্রাণ নয়,
যে প্রাণেতে মহাপ্রাণ প্রকাশিত হয়॥

(১৮৯)

অংশ রূপে মহাপ্রাণ জগতে বিস্তার,
যত যার পুষ্ট হয় তত সুখ তার।
ততই হৃদয়ে তার ভোগ হয় শান্তি,
ততই কমিয়া যায় প্রমাদ ও ভ্রান্তি॥

(১৯০)

বাহ্য বস্তু মাত্রে নাকি সকলই নশ্বর,
তাই দেহ নষ্ট হয় কিছু দিন পর।
গুহ্য বস্তু মাত্রে নাকি অক্ষয় অব্যয়,
তাতেই প্রাণের নাশ হইবার নয়॥

(১৯১)

তবে খালি যুক্ত হয় আধারানুসারে,
চেষ্টা করে যে প্রকারে পুষ্ট হতে পারে।
পূর্ণভাবে পুষ্ট হ'লে মহাপ্রাণ পায়,
মহাপ্রাণ পেলে পরে কবিত্ব জন্মায়॥

(১৯২)

স্থির মন না হ'লে কি মনে উঠে ভাব,
কবিত্ব আসে না যার চঞ্চল স্বভাব।
স্থির মনে যে যা করি যে কোন বিষয়,
রচনার মত স্থির কিছুতেই নয়॥

(১৯৩)

কানের কাছেতে যদি লক্ষ ঢাক বাজে,
তবু কবি লিপ্ত থাকে আপনার কাজে।
তবেই বুঝিয়া দেখ কত মন স্থির,
কবি—কড়ার ভিখারি হ'লে তথাপি আমির॥

(১৯৪)

অন্য কাজে মনস্থিরে হেথা প্রতিপত্তি,
কদাচ হবেনা তার আশার নিবৃত্তি।
রচনায় মন স্থিরে পূর্ণ হয় আশা,
একেবারে মিটে যায় প্রকৃত পিপাসা॥

(১৯৫)

পৃথিবীতে এসে কভু স্থির নহে কেহ,
হাজার মাইল ঘোরে প্রতি ঘণ্টা দেহ।
পঁচিশ হাজার প্রায় মাইল নিয়ত,
প্রতিদিন দেহযন্ত্র ঘোরে অবিরত॥

(১৯৬)

আবার—পঁচিশ তত্ত্বেতে প্রায় শরীর সৃজন,
সকলেই দেহ মধ্যে করে পর্য্যটন।
অস্থি মাংস মেদ আদি রস রক্ত যত,
সকলেই দেহ মধ্যে ঘুরে অবিরত॥

(১৯৭)

তাহার উপরে যত ছুটো ছুটী করি,
বুঝে দেখ তা'তে কত ঘুরে ঘুরে মরি।
ঘোড়া গাড়ী চড়ে যত হেথা সেথা যাই,
তাহাতে কেবল মাত্র ঘূর্ণন বাড়াই॥

(১৯৮)

এত ঘূর্ণনের মধ্যে বিরাজিত মন,
পিচ্ছিল পদার্থ সে ও ঘোরে অনুক্ষণ।
তা'কে স্থির করা কিগা সহজ ব্যাপার,
যত চেষ্টা কর তুমি হ'বে ওঠা ভার॥

(১৯৯)

তবে যারা চলে গিয়ে গহন কাননে.
কঠোর তপস্যা করে থেকে অনশনে।
জড় হ'য়ে বসে থাকে নির্জীবের প্রায়,
ঢাকা পড়ে যায় দেহ তৃণ মৃত্তিকায়॥

(২০০)

একেবারে হয়ে গিয়ে বাহ্যজ্ঞান শূন্য,
চেষ্টা করে মনস্থির করিবার জন্য।
তাহাদেরই যথাকালে স্থির হ'লে মন,
তনুত্যাগে করে চন্দ্রলোকেতে গমন॥

(২০১)

তার পরে মর্ত্ত্যে আসে স্থির মন লয়ে,
তবে নানাবিধ শাস্ত্র লেখে কবি হ'য়ে।
তারাই বাঁধিয়া থাকে নানা গত গীত,
করে যায় জগতের কত কার হিত॥

(২০২)

তাই বলি কবিদের নাই ব্রত বার,
বহু তপস্যার ফলে কবিত্ব সঞ্চার।
আবার যাহারা সব সেই গীত শুনে,
সুখের মতন সুখ পায় মনে মনে॥

(২০৩)

কিন্তু যারা ভাগ্যবান ধার্ম্মিকের মত,
সশরীরে হয় তারা চন্দ্রলোক গত।
অর্থাৎ থাকিয়া তারা নিজ দেহবাসে,
চন্দ্রলোকে গিয়ে পুনঃ নিজ দেহে আসে॥

(২০৪)

জন্ম পরিবর্ত্ত হয় কবিতা রচনে,
রত্নাকর রত্নাকর রচনার গুণে।
পরিবর্ত্তে হ'য়ে থাকে উৎ অবনতি,
রচনার পরিবর্ত্তে ক্রমিক উন্নতি॥

(২০৫)

নর দেহে যদি হয় কবিত্ব সঞ্চার,
অল্প দিনে কোরে তুলে দেবদেহ তার।
দেহের সহিত হয় জন্ম পরিবর্ত্ত,
হেন পরিবর্ত্ত যাতে নিবৃত্তি আবর্ত্ত॥

(২০৬)

অকবির জন্মান্তর মরণে মরণে,
কবিদের জন্মান্তর চরণে চরণে।
কবি—তাঁর প্রথম রচনা সহ করুন বিচার,
হয় কিনা হয় ক্রমে বেশী মজাদার॥

(২০৭)

অকবিরা তাঁর সঙ্গে মিত্র ভাবে চলে,
তাই—বিলম্বেতে মেশে তাঁর চরণ কমলে।
শত্রুতার সঙ্গে সঙ্গে চলে কবিগণ,
অতি শীঘ্র দেন তাই বক্ষে শ্রীচরণ॥

(২০৮)

তাঁর গায়ে মেশা কিছু সোজা কথা নয়,
বহু পুণ্য ফলে তবে মেশামিশি হয়।
তবে—তাঁর গায়ে মেশা কিছু সময় সাপেক্ষ,
তাঁহাকে মিশিয়া নিলে তড়ি ঘড়ি মোক্ষ॥

---

* অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের center নারায়ণ সেই সেনটারে এণ্টার করার নাম মুক্তি। সময়ে সে মুক্তি সকলেই লাভ করিবে। তাহাতে বিশেষ পুরুষত্ব নাই, কিন্তু যে পুরুষ সেই centerকে আপন হৃদয়ে নামাইয়া আনিতে

(২০৯)

কবির বয়স বেশী অকবির চেয়ে,
কবিত্ব পেয়েছে এরা ঢের পোড় খেয়ে।
অকবির চেয়ে এরা বেশী জানে তাই,
বেশী জানিবার তরে বেশী ভোগা চাই॥

(২১০)

রচনায় তেজতত্ত্ব হয় উর্দ্ধগামী,
যত উর্দ্ধগামী তত গোলোকের স্বামী।
গোলোকের স্বামী বলে জীবে দয়া যার,
হরে—অল্লাধিকে অল্লাধিক অবনীর ভার॥

(২১১)

যতই ভ্রমণ করি মক্কা কাশী গয়া,
কিছুতে নিস্কৃতি নাই না আসিলে দয়া।
দয়া মানে পরদুঃখ মোচনেতে রুচি,
দয়ালু জনের বাহ্য অভ্যন্তর শুচি॥

(২১২)

এটা কর ওটা কর সেটা ভাল নয়,
এ সকল কথা মাত্র কবিরাই কয়।
দয়ার প্রমাণ পাই এ সব কথায়,
ইচ্ছা যাতে সাধারণে শান্তি সুখ পায়॥

পারেন তিনিই প্রকৃত পুরুষ, অর্থাৎ জীবন্মুক্ত। এক জাতীয় পদার্থ না হইলে আবার প্রণয় হয় না। আর জগতে এমন কোন পদার্থ নাই যাহার center নাই। তবে center এরও সমল নির্ম্মল আছে। প্রাণীমাত্রের center হৃদয়।

(২১৩)

যদিও না কাজে পারে ইচ্ছা করে মনে,
তথাপি দয়ালু শিনি ডাকের রচনে।
মনে মনে কোন ইচ্ছা হ'লে রীতিমত,
ইচ্ছা তাহা ক'রে লয় কার্য্যে পরিণত॥

(২১৪)

পৃথিবীতে কবিবাই দয়ার আধার,
অল্প বা অধিক দয়া আছেই সবার।
তাই তারা তেজতত্ত্ব কবে ঊর্দ্ধমুখী,
যত উঠে তত হয় নিজে পরে সুখী॥

(২১৫)

উহাই প্রকৃত পক্ষে জীবে দয়া বলে,
জীবস্রোত হ্রাস হয় যে পুণ্যের ফলে।
যে করে তাহাব সুখ বরং পশ্চাতে,
যে জন শুনেন তাঁর ফল হাতে হাতে॥

(২১৬)

ভগীরথ নিজ কার্য্যে আনে ভাগীরথী,
কিন্তু—কত কার বাপ পেলে অগ্রেতে নিষ্কৃতি।
ঐ গুহ্য জীবে দয়া আনিবার তরে,
বাহ্য জীবে দয়া করা আবশ্যক করে॥

হৃদয়কে সম্পূর্ণ নির্ম্মল করিতে পারিলেই তাহাতে নারায়ণ আসিয়া প্রবেশ করেন। ইহারই নাম জীবন্মুক্তি। ইহার ফলে শান্তিলাভ অর্থাৎ উৎকণ্ঠা রহিত জীবন বা বৈকুণ্ঠে বাস। এই অবস্থা লাভ করিবার প্রধান উপায় হরিনাম।

(২১৭)

অকবিত্বে যত দিন না হইবে কবি,
ততদিন দেখিবে না বিধাতার ছবি।
সময়ে সবাই হবে জন্মজন্মান্তরে,
কিন্তু—এই জন্মে হয় যদি জীবে দয়া করে॥

(২১৮)

রচনা শক্তির এক অসাধারণ গুণ,
যে—অঙ্গারে ক'রয়া তুলে জলন্ত আগুন।
হাজার হউন যিনি পাতকী অশেষ,
রচনা আসিলে সব পাতকের শেষ॥

(২১৯)

ঘুর্ণনেই জগতের কার্য্য সমুদয়,
ঘুর্ণন থামিবামাত্র ঘটিবে প্রলয়।
ব্যোম বায়ু তেজ ঘোরে ঘোরে মাটী জল,
যত কিছু দেখি শুনি ঘুর্ণনের ফল॥

(২২০)

ঘুর্ণনে যদ্যপি জল বেশী নেমে যায়,
মেঘাবলি নেমে আসে তুলে নিতে তায়।
উহাকেই সাধারণে হাতী তোলা বলে,
জলস্তম্ভ বলে কিন্তু পণ্ডিত সকলে॥

(২২১)

অতিরিক্ত পাপে দেহ ভারি হ'লে পরে,
বিধাতা আসেন নেমে তুলিবার তরে।
উহাকেই সাধারণে কবি কবি বলে,
ঋষি নাম দেন কিন্তু পণ্ডিত সকলে॥

(২২২)

যদি বল বিধাতার এত কেন দায়,
কারণ—পাপে লিপ্ত হয় লোক তাঁহারই ইচ্ছায়।
যখন দেখেন যার সব পাপ শেষ,
তখন করেন তাঁকে সাক্ষাৎ মহেশ॥

(২২৩)

তাই তিনি নিজে এসে কোলে তুলে লন,
তাঁকেও করেন ঠাণ্ডা আপনিও হন।
এত দিনে পূর্ণ হয় বিধাতার আশ,
নররূপে নিজে হন জগতে প্রকাশ॥

(২২৪)

অতি পূর্ব্ব দিক যথা পশ্চিম নিশ্চয়,
অতি পাপী লোক তথা পুণ্যবান হয়।
যত পুণ্যবান তত বিধাতাকে ধরে,
যত পাপী তত আমি আমি ক'রে মরে॥

(২২৫)

পাপরূপে বিধাতার জগত সৃজন,
পাপ মধ্যে সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্ম সমাগম।
থাকিতে পাপের লেশ কার সাধ্য ধরে,
যত পাপ কাটে তত উপলব্ধি করে॥

(২২৬)

মনে মনে যদি কেহ পাপ ইচ্ছা করে,
সে কার্য্য হাসিল হয় অতি অল্প পরে।
কিন্তু—মনে মনে যদি কেহ পুণ্য ইচ্ছা করে,
সে কার্য্য হাসিল হয় বহুকাল পরে॥

(২২৭)

কারণ—পাপ পক্ষে বিধাতার জেয়াদা প্রশ্রয়,
পাপ ইচ্ছা পূর্ণ তাই অতি শীঘ্র হয়।
পুণ্যপক্ষে নারায়ণ রাজী নন তত,
পুণ্য ইচ্ছা পূর্ণে তাই দেরি হয় অত॥

(২২৮)

যদি বল কেন তিনি রাজী পাপ কার্য্যে,
জগতে প্রকাশ তিনি পাপের সাহায্যে।
তা'তেই পাপের মুখ বেশী তিনি চান,
চাহিলে পুণ্যের মুখ ধরা প'ড়ে যান॥

(২২৯)

যদি বল প্রকাশে কি ক্ষতি আছে তাঁর,
ক্ষতি নয় ইচ্ছা তাঁর প্রকাশ হ'বার।
তবে নাকি পাপে তাঁকে দিয়ে রাখে ঢাকা,
তাই—পাপ কাটাবার তরে পাপপক্ষে থাকা,

(২৩০)

যতই হউন যিনি পাতকী মহান্,
বিধাতার স্পর্শে হন মহা পুণ্যবান।
বাল্মীক মুনিই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ,
কত পাপী ছিল হ'ল কত পুণ্যবান॥

(২৩১)

জন্মে জন্মে কত পাপ করিয়াছি সবে,
মুহূর্ত্তে সে সব পাপ মোচন সম্ভবে।
কেবল—কায়মনোবাক্যে এই মনে করা চাই,
যে—আমার মতন পাপী ত্রিজগতে নাই॥

(২৩২)

পৃথিবীর মধ্যে কবি মহাপুণ্যবান,
পৃথিবীর মধ্যে কবি পাতকী মহান্।
দুদিকে অসীম বল সীমা কোথা পায়,
সেই জন্য পাপীদের পাপ পুণ্য যায়।

(২৩৩)

দণ্ড পুরস্কারে নাই কবিদের আস্থা,
অকবির চেয়ে সব আলাদা ব্যবস্থা।
কাজে কাজে তারা সুখ দুঃখের অতীত,
কোন চিন্তা নাই মনে বিধাতা ব্যতীত॥

(২৩৪)

কিন্তু যদি কোন কবি তুল্য পাপপুণ্যে,
সর্ব্বদা করিতে পারে বিচরণ শূন্যে।
কবির মধ্যেতে ডাক শ্রেষ্ঠ বলে তাকে,
তার—পাপ নাই পুণ্য নাই তবু পুণ্য থাকে॥

(২৩৫)

তিনি—যোগী নন ঋষি নন নহেন দেবতা,
মুনীও নহেন তিনি নহেন বিধাতা।
অর্থাৎ প্রকৃত নর নরের প্রধান,
বিধাতার প্রতিনিধি বিধিগত প্রাণ॥

(২৩৬)

যে কবি বসিতে পারে পঞ্চমুণ্ডাসনে,*
কথাবার্ত্তা হয় তাঁর বিধাতার সনে।
কথাবার্ত্তা হয় বটে শূন্য হ'তে হয়,
যাহাকে আকাশবাণী সাধারণে কয়॥

---

* আজ্ঞাচক্র।

(২৩৭)

আসন ছাড়িয়া যাঁরা শূন্যে উঠে যান,
তাঁহারাই বিধাতার দরশন পান।
দরশন পেলে আর কথাবার্ত্তা নাই,
নিজানন্দে মেতে থাকে বিভোর সদাই॥

(২৩৮)

প্রকৃতি পুরুষ যার যত সমঞ্জস্,
সে হৃদয়ে তত জমে কবিতার রস।
পরিপূর্ণ হ'লে রসে ব্যক্ত হয় ভাব,
ভাব অনুসারে করে প্রতিপত্তি লাভ॥

(২৩৯)

হয় কারু সমাদর রাখালের কাছে,
নয় কারু কথা শুনে পণ্ডিতেরা নাচে।
কিন্তু—রাখালে পণ্ডিতে যার কথা শুনে গলে,
সে রকম কবি হয় বহু পুণ্যফলে॥

(২৪০)

কিছুই ছিল না যবে সব অন্ধকার,
কেবল ছিলেন যাঁর নিখিল সংসার।
তখন তাঁহাতে ছিল মিশে এই সৃষ্টি,
প্রকৃতি পুরুষ এই দুয়ের সমষ্টি॥

(২৪১)

উভয়ের সুমঞ্জস ইহাকেই বলে,
সৃষ্টি স্থিতি লয় হয় যাঁহার কৌশলে।
মানবের মধ্যে যাঁর ওইরূপ যত,
কবির মধ্যেতে তিনি উচ্চ কবি তত॥

(২৪২)

প্রবাসীতে যে রকম প্রবাসেতে যায়,
ভিতরের লক্ষ্য কবে ঘরে যেতে পায়।
ফেলিবার তরে জাল ফেলে কি ধীবরে?
লক্ষ্য তার টেনে জাল তুলিবার তরে॥

(২৪৩)

ফেলিবার তরে বীজ ফেলে কি গা চাষা,
ভিতরের লক্ষ্য ধান্য ঘরে ফিরে আশা।
ইহাকেই অনিচ্ছার ইচ্ছা বলা যায়,
বিধাতার সৃষ্টি সেই অনিচ্ছা ইচ্ছায়॥

(২৪৪)

সৃষ্টি করেছেন তিনি প্রলয়ের তরে,
মিশে যাবে তাঁর গায়ে লঘু হ'লে পরে।
তাই তিনি কবিরূপে এসে অবনীতে,
নিজেই করেন চেষ্টা লঘু ক'রে নিতে।

(২৪৫)

রিপুর ঘরেতে মন থাকে যে সময়,
সে সময় কোন কিছু রচনা কি হয় ।
রিপুর খেলাই খেলে সে সময় মন,
করে—ধনমান কুলশীল যশ অন্বেষণ ॥

(২৪৬)

নিজের ঘরেতে মন যে সময় বসে,
তখন চেষ্টিত হয় প্রকৃত পৌরুষে ।
সেইকালে মনে উঠে নানাবিধ ভাব,
বেকারে বেজার বড় মনের স্বভাব ।

(২৪৭)

তাই—প্রফুল্ল অন্তরে খাটে বিধির ব্যাগার,
উহাই রচনা-শক্তি সর্ব্ব-শক্তি-সার ।
কিন্তু ব্যাগারের প্রতি এত তাঁর টান,
যে—প্রচুর করেন দান যশকীর্ত্তি মান ॥

(২৪৮)

অথচ করিয়া দেন এমন উপায়,
যে—প্রকৃত পৌরুষ যাতে অলক্ষ্যেতে পায় ।
ডাকের বচন করে অনুমান তাই,
বিধির ব্যাগার খাটা মাঝে মাঝে চাই ॥

(২৪৯)

বিধাতা ব্যাকুল নহে শান্তি সুখ দিতে,
বলেন দু' কথা তাই মানবের হিতে।
উহাই রচনা শক্তি শক্তির প্রধান,
শান্তি মেলে পেলে পরে যাহার আঘ্রাণ॥

(২৫০)

দেহ ভোগ করা চাই সময় সময়,
মাঝে মাঝে বিধাতাঁকে ছেড়ে দিতে হয়।
তা হোলেই সৃষ্টিকর্ত্তা সুপ্রসন্ন হন,
হৃদয়ে করেন তাঁর শান্তি বরিষণ॥

(২৫১)

যখন নির্ম্মল হয় মানবের মন,
তখনি রচনা দেবী আবির্ভূত হন।
বলেন বিবিধ তত্ত্ব ইচ্ছা অনুযাই
নরের ক্ষমতা তায় কিছুমাত্র নাই॥

(২৫২)

ঔরস সন্তান আর অনৌরষ পুত্র,
জন্মিলে নরের হয় জীবন পবিত্র।
ঔরষ সন্তান প্রায় সকলেই জানে
অনৌরষ সন্তানের ভারি শক্ত মানে॥

(২৫৩)

তেজতত্ত্বে যে রকম কন্যা পুত্র হয়,
তেজতত্ত্বে সেইরূপ কথার উদয়।
প্রভেদের মধ্যে খালি অধ উর্দ্ধগামী,
যত উর্দ্ধে উঠে তার কথা তত দামী॥

(২৫৪)

দুয়েতেই মুক্তিপদ পেয়ে থাকে নরে,
কেবল ঔরষে হ'লে পুনঃ পুনঃ মরে।
উভয় সংযোগে হ'লে মরে একবার,
জনম কাহার নাম জানে না আবার॥

(২৫৫)

নারী গর্ভে হয়ে থাকে ঔরষ তনয়,
হিরণ্য গর্ভেতে অনৌরষ জন্ম লয়।
ভাগ্যগুণে এই দুই পুত্র হয় যাঁর,
নরের মধ্যেতে নাম নরোত্তম তাঁর॥

(২৫৬)

যতদিন কবি করে বাঁ পাশে শয়ন,
ততদিন কবি নন কবির মতন॥
তখন' কিঞ্চিৎ থাকে প্রকৃতি স্বভাব,
তত 'কবি করি যত পুরুষত্ব লাভ॥

(২৫৭)

শরীরের বাম ভাগে বিধাতার স্থান,
বাম পাশে শুলে তিনি চাপা পড়ে যান।
যদি বল বাস তাঁর শির শতদলে,
কিন্তু—সে পদ্মের মূল বদ্ধ হৃদয় কমলে ॥

(২৫৮)

যখন কবিত্ব শক্তি সকলেই পাবে,
সেই কালে পৃথিবীটী চন্দ্র হ'য়ে যাবে'।
অন্য গ্রহ এসে পাবে পৃথিবীর স্থান,
তা'তেই আবার হবে মানব নির্ম্মাণ ॥

(২৫৯)

কবির বিশেষ গুণ আরো দেক্তে পাই,
সহ্যগুণে কবিদের তুল্য কেহ নাই।
তা'তেই কবির নাম বেশী দিন রয়,
তবে—কবি অনুসারে কিছু অল্পাধিক হয় ॥

(২৬০)

সহ্য গুণ আছে ব'লে ধরা হয় চন্দ্র,
সহ্য গুণ থাকে ব'লে কবি পায় কেন্দ্র।
তা' বলে কি কেন্দ্র পেতে ছুটে তারা যায়,
কেন্দ্র এসে কবি গাত্রে আপনি মিশায় ॥

(২৬১)

চন্দ্রশূন্য ছিল যবে এই ধরাধাম,
তখন ছিল না এতে কবি কার নাম।
পরে—ঈষৎ কবিত্ব শক্তি জন্মেছে যখন,
পৃথিবীই চন্দ্র মূর্ত্তি ধরেছে তখন॥

(২৬২)

পৃথিবীর বেশী লোক অপরের দাস,
তার চেয়ে কম লোক করে খায় চাষ॥
তার চেয়ে কম লোক উঞ্ছবৃত্তি করে।
বণিক ব্যবসাদার কম পরে পরে॥

(২৬৩)

তাহার অপেক্ষা আরো কম জমিদার,
রাজা মহারাজা আরো ক্রমে কম তার।
সম্রাট তাহার চেয়ে আরো খুব কম,
সকল কাজেই এম্নি ক্রমিক নিয়ম॥

(২৬৪)

পৃথিবীর বেশী লোক মাছ মাংস খায়,
সাত্ত্বিক আহারে সুখ কম লোক পায়।
আরো কমে বায়ু খায় আরো কমে ব্যোম,
সকল কাজেই এম্নি ক্রমিক নিয়ম॥

(২৬৬)

পৃথিবীর বেশী লোক রচনাই করে,
ভাবুক সাধক কবি কম পরে পরে।
প্রকৃত কবির সংখ্যা আরো খুব কম,
সকল বিষয়ে এয়ি ক্রমিক নিয়ম ॥

(২৬৭)

যদি বল নিজে তুমি কি রকম কবি,
ভাকের হৃদয়ে শোভে জননীর ছবি।
উড়ো কথা এসে পড়ে লেখা হয় কলে,
কিছুই বোঝে না নিজে পরে যে যা বলে ॥

(২৬৮)

ফটোগ্রাফ টেলিগ্রাফ আদি যত কল,
সকলেরই গঠনের বিভিন্ন কৌশল ॥
কার্য্যকালে যন্ত্রী তাতে আবির্ভূত হয়,
সেই জন্য ফটো লেখে তাই কথা কয় ॥

(২৬৯)

অবনি মণ্ডলে এসে যে যা কিছু করে,
আমি করি মনে করে সাধারণ লোকে।
তা নয় মানব যার কৌশলে সৃজন,
স্বহস্তে করেন তিনি স্বকার্য্য সাধন ॥

জ্যামিতির সহিত মানবজীবনের সম্বন্ধ বিচার।

(১)

ইউক্লিড্ যে রকম্ জ্যামিতি প্রণেতা,
সৃষ্টি-প্রণয়ন-কর্ত্তা তদ্রূপ বিধাতা।
উনি কোরে বহুবিধ প্রতিজ্ঞা কল্পনা,
দেখাইয়াছেন নরে নিজ গুণপনা॥

(২)

ইনি কোরে বহুবিধ মানব কল্পনা,
দেখাইয়াছেন নরে নিজ গুণপনা।
তা বলে কি দু' জনাকে ঠিক এক ধরি,
তবে—উপমা দিবার তরে অনুমান করি॥

(৩)

সম্পাদ্য উপপাদ্য ভেদে দুই জাতি,
জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার আছে দুই খ্যাতি।
মানবেরো দুই বই জাতি নাই আর,
সম্পাদ্য উপপাদ্য ভেদে দু'প্রকার॥

(৪)

উপপাদ্য যারা তারা পুরুষ-প্রধান,
তাহাদের প্রয়োজন কেবল প্রমাণ।
সম্পাদ্য যারা তারা প্রকৃতি-প্রধান,
তাদিগে করিতে হয় আঁকিয়া নির্ম্মাণ॥

(৫)

পুরুষ-প্রধান যারা বেদে অধিকার,
জ্ঞানকাণ্ড বিনে অন্য যুক্তি নাই আর।
এটী ঠিক জ্যামিতির বিচারে নিষ্পত্য,
প্রমাণে পরীক্ষা কিছু সত্য কি অসত্য॥

(৬)

প্রকৃতি-প্রধান যারা তন্ত্রের অধীন,
যোগে যাগে যন্ত্র শুদ্ধি করে দিন দিন।
এটী ঠিক জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা অঙ্কন,
কোন কার্য্য সাধনের পূর্ব্ব আয়োজন॥

(৭)

ইহা ছাড়া পৌরাণিক লোক আছে যত,
তারা ঠিক অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞার মত।
তাদের দ্বারায় কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই,
তবে—নরের খাতিরে কিছু বৃদ্ধি বলা চাই॥

(৮)

ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে শরীর সৃজন,
ভিন্ন প্রণালীতে যথা প্রতিজ্ঞা অঙ্কন।
সেই জন্য পৃথিবীতে যত আছে নর,
সকলেরই অবয়ব ভিন্ন পরস্পর॥

(৯)

বাহ্য অঙ্গ যে রকম বিভিন্ন সবার,
অন্তর অঙ্গও তেমি বিভিন্ন প্রকার।
জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা আলাহিদা সব,
কাজেই প্রকাশ পায় আলাদা সৌরভ॥

(১০)

তাই কেহ রাজা হয় কেউ জমিদার,
কেউ বা বিচারপতি কেহ বা ডাক্তার।
উকিল মোক্তার কেহ কেহ থায় চোরে,
কবি হয়ে কেহ খালি লেখে বোসে বোসে॥

(১১)

মানবের কোন কিছু ক্ষমতা কি আছে,
যত কিছু মজা ওর বিধাতার কাছে।
প্রতিজ্ঞার কোন কিছু ক্ষমতা কি আছে,
যত কিছু মজা ওর প্রণেতার কাছে॥

(১২)

জ্যামিতিতে আছে যত প্রতিজ্ঞা অগণ্য,
সকলেরই সৃষ্টি কোন কার্য্যসিদ্ধি জন্য।
পৃথিবীতে আছে যত মানব অগণ্য,
সকলেরই জন্ম কোন কার্য্যসিদ্ধি জন্য॥

(১৩)

বিন্দুযোগে সকলেরি অঙ্কপাত হয়,
কার্য্য শেষে কিছু নাই সব শূন্যময়।
বিন্দুযোগে সকলেরই দেহ সৃষ্টি হয়,
কার্য্য শেষে কিছু নাই সব শূন্যময়॥

(১৪)

নামটী সবার কিন্তু থেকে যায় শেষে,
কার্য্যকালে মনে আসে সৃষ্ট যে উদ্দেশে।
নাম বিনা পৃথিবীতে কিবা আছে আর,
নামের মধ্যেতে তাই হরি নাম সার॥

(১৫)

যে কার্য্য সাধন হেতু সৃষ্ট যে প্রতিজ্ঞা,
মানিতেই হ'বে তাকে প্রতিজ্ঞার আজ্ঞা।
না পালিলে কখন কি পার তারা পায়,
প্রণেতা মসিল দিয়ে তাদিকে করায়।

(১৬)

রেখা বৃত্ত ত্রিভুজাদি কত কি যে টানে,
যে কোন প্রকারে তাকে যোগ্য করে আনে।
প্রতিজ্ঞায় তা'তে কিছু আছে কি গৌরব,
প্রণেতার ইচ্ছামত হ'য়ে থাকে সব॥

(১৭)

যে কার্য্য সাধন হেতু সৃষ্ট যেই নয়,
কার সাধ্য করে তায় ঈষৎ অন্তর।
না সাধিলে কখন কি পায় তারা পায়,
কেটে ছেঁটে নারায়ণ গোড়ে লন তায়॥

(১৮)

জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা যথা প্রয়োজন,
বাড়িয়ে কমিয়ে তাকে যোগ্য করে লন।
মানবের তা'তে কিছু আছে কি গৌরব,
প্রণেতার ইচ্ছামত হ'য়ে থাকে সব॥

(১৯)

প্রতিজ্ঞার কোন্ বাহু বৃদ্ধি করে দিলে,
কাহার সমান করে কা'কে কেটে নিলে।
তবে তা'তে হবে কোন সত্যের সাধন,
বুঝে সুঝে ইউক্লিড্ করেন অঙ্কন॥

(২০)

কাহাকে গরিব ক'রে কা'কে ধন দিলে,
কা'কে দিলে স্বাস্থ্য সুখ কা'র কেড়ে নিলে।
তবে তা'তে হবে কোন সত্যের প্রমাণ,
বুঝে সুজে বিধাতার সুখ দুঃখ দান॥

(২১)

কা'র বুদ্ধি বিবেচনা কি রকম হ'লে,
কে হইলে চিরজীবী কিম্বা কেবা মোলে।
তবে তা'তে হ'বে কোন সত্যের সাধন,
বুঝে সুজে বিধাতার শরীর সৃজন॥

(২২)

শেষে এক কথা আছে বলি এইবার,
প্রতিজ্ঞাতে মানবেতে বহু ফের ফার।
বাহ্যিক বিষয় খালি প্রতিজ্ঞাতে পাই,
আন্তরিক বাহ্যিক নয়ে ভিন্ন বলি তাই॥

(২৩)

ধনুর্ব্বেদ আয়ুর্ব্বেদ ষড়্ দরশন,
ফনোগ্রাফ্ টেলিগ্রাফ্ অণুবীক্ষণ।
ইত্যাদি যতেক আছে তন্ত্র মন্ত্র কল,
ও সকল এক এক প্রতিজ্ঞার ফল॥

(২৪)

প্রতিজ্ঞা হউক যেটা ক্ষুদ্রতম যত,
তাহার দোহাই চলে আবশ্যক মত।
অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞার দোহাই চলেনা,
প্রতিজ্ঞার মধ্যে ডাক্ তা'তেই বলেনা॥

(২৫)

বৈদিক তান্ত্রিক নর আছে হেতা যত,
তাদের দোহাই চলে আবশ্যক মত।
পৌরাণিক মানবের চলে না দোহাই,
অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞার তুল্য ধরে তাই॥

(২৬)

কোথা গেছে দাতাকর্ণ ভীষ্ম ভৃগুরাম,
কার্য্যকালে উঠে কিন্তু তাহাদের নাম।
কবে পড়া গেছে বৃত্ত প্লেরালেলোগ্রাম,
কার্য্যকালে উঠে কিন্তু তাহাদের নাম॥

(২৭)

প্রতিজ্ঞার ধর্ম্ম এই দেখিবারে পাই,
সাহায্য কারো না কারো অবশ্যই চাই।
সংজ্ঞা স্বতঃসিদ্ধ কিম্বা স্বীকৃত বিষয়,
কিম্বা অন্য প্রতিজ্ঞার যুক্তি নিতে হয়॥

(২৮)

মানবেরো ধর্ম্ম এই দেখিবারে পাই,
সাহায্য কাহারো না কারো অবশ্যই চাই।
নৃপ নৃপবর কিম্বা পণ্ডিত-প্রবর,
কাহার না কারো চাই অবশ্যই বর।

(২৯)

ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ রেখা কিম্বা কোণ,
কেহ করে সমান্তর রেখার অঙ্কন।
কেহ মাপে এক কোণ কেহ কোণত্রয়,
কেহ করে পৃথিবীর পরিধি নির্ণয়॥

(৩০)

পৃথিবীতে ছোট বড় নর আছে যত,
ঠিক যেন জ্যামিতির ত্রিভুজের মত।
কেহ বা সমদ্বিবাহু সমবাহু কেহ,
অথচ বিষম বাহু কারো কারো দেহ।

(৩১)

ত্রিভুজের তিন কোণ একত্রে যেমন,
সকলেই জানে গড়ে দুই সমকোণ।
মানবেরও তিন গুণ একত্রে তেমন,
ডাকের বচন গড়ে এক নারায়ণ॥

(৩২)

সমবাহু ত্রস্র যারা তাহারা দেবতা,
পেটে মুখে তাহাদের ঠিক এক কথা।
অর্থাৎ তাহারা অতি সরল হৃদয়,
দেখিলে পরের দুঃখ কেঁদে খুন হয়।

(৩৩)

যাহারা সমদ্বিবাহু তাহারাই নর,
পেটে মুখে তাহাদের ঈষৎ অন্তর।
হৃদয় তা'দের নহে নিরমল অত,
সংসারেতে থাকে হয়ে পাপ পুণ্যে রত॥

(৩৪)

যাহারা বিষম বাহু তাহারা দানব,
অন্তরে গরলপূর্ণ মুখে মিষ্ট রব।
পরের সুখেতে এরা অতীব কাতর,
পাপ চিন্তা পাপ কার্য্যে রত নিরন্তর॥

(৩৫)

এত খালি বলা হ'ল বাহুর হিসাবে,
কোণ ধ'রে বলিলেও ঠিক মিলে যাবে।
সমকোণী ত্রস্র কেহ কেহ কোণী স্থূল,
কেহ কেহ সূক্ষ্মকোণী ত্রস্র সমতুল॥

(৩৬)

সমকোণী ত্রস্র যারা প্রণবের দাস,
অদ্বৈত ভাবেতে তাই পরম উল্লাস।
স্থূলকোণী ত্রস্র যারা হরি-পরায়ণ,
দ্বৈত ভাবে তাহাদের উল্লাসিত মন॥

(৩৭)

দ্বৈতাদ্বৈত এ দু'য়ের কিছু যারা নন,
সূক্ষ্মকোণী ত্রস্র তারা ডাকের মতন।
কখন প্রণব গায় কভু হরি বলে,
কখন বা শাক্ত হয় এলো মেলো ফলে।

(৩৮)

কিন্তু—সূক্ষ্মকোণী ত্রস্র যদি সমবাহু হয়,
ত্রিভুজের মধ্যে তাহা শ্রেষ্ঠ অতিশয়,
তিন কোণ তিনবাহু সকলি সমান,
বাহ্য অভ্যন্তর শুচি পুরুষ-প্রধান॥

(৩৯)

ধন মান জ্ঞান এই তিন আছে যার,
সমবাহু ত্রস্র ঠিক উপমা তাহার।
ধন মান আছে যার জ্ঞান মাত্র নাই,
সমদুই বাহু ত্রস্র তাকে বলি তাই॥

(৪০)

ধন মান জ্ঞান যার তিন অনাটন,
তিনিই বিষম বাহু ডাকের মতন।
এ সব উপমা কিন্তু সন্ন্যাসীর তরে,
গৃহীর উপমা শুন বলি তার পরে॥

(৪১)

সংসার আশ্রম হ'ল আশ্রমের সার,
ত্রিভুজে কি হ'তে পারে উপমা তাহার।
সংসারীই নির্ব্বাণের উপযুক্ত পাত্র,
তাঁদের নিমিত্তে চাই চতুর্ভুজ ক্ষেত্র॥

(৪২)

ত্রিবর্গ পাইতে পারে সন্ন্যাসী সকল,
চতুর্ব্বর্গ ফল পায় সংসারী কেবল।
ত্রিবর্গ হইল ধন জ্ঞান আর মান,
চতুর্ব্বর্গ বলি তা'তে থাকিলে সন্তান॥

(৪৩)

স্কয়ার রম্বইড্ আদি বিভিন্ন আকার,
চতুর্ভুজ ক্ষেত্র আছে চতুর্থ প্রকার।
চারি প্রকারের আছে সংসারীও তাই,
ট্রেপিজইড্ দিগে ছেড়ে দেওয়া চাই

(৪৪)

ধন মান জ্ঞান যার তিন থাকে ঠিক,
অথচ সুপুত্র থাকে কুলের মাণিক।
সংসারীর মধ্যে তাকে স্বর্গক্ষেত্র বলি,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আয়ত্ত সকলি॥

(৪৫)

নররূপে ক্রমে তাঁর মিটে যায় আশ,
সংসারেতে থেকে তাঁর বৈকুণ্ঠে বাস।
তাঁর কি কখন হয় পুনরাগমন,
সশরীরে* স্বর্গে যান ডাকের বচন॥

(৪৬)

সসীম নির্দ্দিষ্ট এক রেখার উপরে,
যে রকমে সমবাহু ত্রস্র খাড়া করে।
তেমনি—সসীম নির্দ্দিষ্ট এক প্রাণীর উপর,
খাড়া করা যেতে পারে জগৎ-ঈশ্বর॥

(৪৭)

মনে কর নর যেন নির্দ্দিষ্ট প্রাণী,
সকলি সসীম এর সকলেই জানি।
ইহাকে যদ্যপি কর জগৎ-ঈশ্বব,
সকলি অসীম হবে প্রমাণের পর॥

---

*অর্থাৎ আর শরীর গ্রহণ না করিলেই সশরীরে গমন করা হইল

(৪৮)

প্রথমে ছাড়ায়ে তার দাও মাংসাহার,
তা হলেই উগ্রভাব কমে যাবে তার।
তার পরে ছাড়াইয়া দাও তার মাছ,
তবে ত বসিবে হৃদে অহিংসার ছাঁচ।

(৪৯)

তা' বই খাওয়াও খালি দুধ ভাত ঘৃত,
আর কাণে কাণে শিক্ষা দাও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত।
তা বই যখন হবে ব্রহ্মচর্য্যে পার,
তখন হইবে সৃষ্টি মুর্ত্তি বিধাতার॥

(৫০)

ব্রহ্মচর্য্যে পার হ'লে ঘুচে যাবে বান,
বান গেলে কাজে কাজে মুচে যাবে ভান
যত দিন ভানে বানে ততদিন আমি,
ভান বান ঘুচে গেলে গোলোকের স্বামী।

(৫১)

অর্থাৎ ধনবান জ্ঞানবান পুণ্যবান আর,
কোনরূপ বান বলে বোধ নাই যার।
তিনিই নির্ব্বাণমুক্ত পুরুষ প্রধান,
শান্ত-মুর্ত্তি প্রিয়ভাষী সহাস্য-বয়ান॥

(৫২)

নির্ব্বাণ-মুক্তের কোন ভান মাত্র নাই,
প্রেমানন্দে নিজ ভাবে বিভোর সদাই।
এ হেন মানব যদি থাকে কোন জন,
কি বলিব তাঁকে আর বিনা নারায়ণ ॥

(৫৩)

যে কালে যে দেশে হয় যে জিনিস অনাটন,
পূরণ করেন তাহা নররূপে নারায়ণ।
কৃষ্ণ খৃষ্ট-বুদ্ধ আদি যত মহানর,
সময়ানুসারে সব সাকার ঈশ্বর ॥

(৫৪)

A Square may be called
a Parallelogram, but a Parallelo-
gram can not be called a
square. God may be called
a man, but a man can
not be called that he is God.

———

জন্মভূমি।

(১)

হলধর

বল দেখি কোথা পাই এ রকম স্থান,
যেখানে থাকিলে খুব ঠাণ্ডা থাকে প্রাণ?

(২)

ডাক—নিজের বাড়ির মত নাই আর স্থান,
যেখানে থাকিলে খুব ঠাণ্ডা থাকে প্রাণ।

(৩)

মানব জনম বড় সোজা কথা নয়,
চতুরশী লক্ষ জন্ম ফিরে তবে হয়।
তাই কি হইয়া থাকে নিজের ইচ্ছায়,
বিবিধ কৌশলে জীব নরদেহ পায়॥

(৪)

শস্যের যে রূপ ভাব ভঙ্গি বুঝে দেখে,
চাষাতে আবাদ করে মাটীর পরখে।
সেইরূপ মানবের ভাব ভঙ্গি বুঝে,
বিধাতা পাঠান নরে পাত্র খুঁজে খুঁজে॥

(৫)

যে দেশে যে কালে যার গর্ভে বা ঔরসে,
জন্মিলে রসিক হবে যে রকম রসে।
সেই গুলি মনে মনে বুঝে নারায়ণ,
যথাযোগ্য স্থানে নরে করেন প্রেরণ॥

(৬)

তা বাদা হ'ক বন হ'ক পল্লি বা সহর,
নিজের বাটীতে চাই বিশেষ কদর।
সে বাটী যদিও হয় অতিশয় হেয়,
তাহার পক্ষে'ত সেটী অতি উপাদেয়॥

(৭)

সে বাটীর গাছপালা বায়ু ঘর দ্বার,
উত্তরসাধক হয় উন্নতিতে তার।
তাই নিজের বাটীর মত নাই আর স্থান,
যেথানে থাকিলে খুব ঠাণ্ডা থাকে প্রাণ।

(৮)

তবে যে এ দেশী লোক ও দেশেতে যায়,
সে গুলো কেবলমাত্র পেটের জ্বালায়।
লক্ষ্য রাখা চাই কিন্তু নিজের বাটীতে,
তা হলে কি পারে কেহ তাহাকে আঁটীতে॥

(৯)

ধন বাড়ে মান বাড়ে বাড়ে পরমায়ু,
স্বর্গ সমীরণ তুচ্ছে স্বদেশের বায়ু।
পিতা মাতা দেব দেবী বলে যারা জানে,
নিজের বাড়ীকে তারা স্বর্গাপেক্ষা মানে ॥

(১০)

কারণ যে দেহের মধ্যে তুমি করিছ বিরাজ,
তাহার উন্নতি করা আগেকার কাজ ।
যে বাটীতে আগে তুমি দেখিয়াছ মাটী,
সে বাটীকে করা চাই আগে পরিপাটী ॥

(১১)

জনম গ্রহণ তুমি করেছ যে বংশে,
যেন বংশগত মান নাহি কমে কোন অংশে ।
যে দেশে করেছ তুমি শরীর ধারণ,
উন্নতি সাধন চাই তাহার কারণ ॥

(১২)

এরূপ ডাকের কথা রক্ষা করে যেবা,
যথার্থ করেন তিনি পিতৃমাতৃ সেবা ।
এ জগতে তাঁহারই পিতামাতা ধন্য,
যাঁহারা করেন হেন সন্তান উৎপন্ন ॥

(১৩)

যথা যত লোক আছে গোরা কিংবা কালো,
সবাকে ভাবিতে হয় নিজাপেক্ষা ভাল।
কেবল নিজের যেটা জন্মভূমি যার,
অতিরিক্ত চাই তার মাহাত্ম্য প্রচার॥

(১৪)

আমি নিজে বঙ্গবাসী বাঙ্গালীর ছেলে,
বাংলা দেশ ভাল বলি সব দেশ ফেলে।
বাঙ্গালা ভাষার রাখি বিশেষ সম্মান,
দেখি সমচক্ষে বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমান॥

(১৫)

মধুমাখা বাংলা ভাষা শ্রুতি-মনোহর,
বাঙ্গালির বাক্‌যন্ত্র সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
বাঙ্গালি সকল ভাষা বলে অবহেলে,
কে বলে বলুক দেখি অন্যদেশী ছেলে॥

(১৬)

বনজিরে কাল হয় সম্ভাবেতে সাদা,
তা'তেই সাদার এত আদর জেয়াদা।
সাদাতে সকল বর্ণ সহজেই ধরে,
কদাচই ধরিবে না কালোর উপরে।

(১৭)

সকল ভাষার ভাঁজে বাংলা ভাষা সৃষ্টি,
ধর যদি বাংলা সব ভাষার সমষ্টি।
তাতেই বর্ণের মত ভাষা অতি সাদা,
ডাকের কাছেতে তার সম্মান জেয়াদা॥

(১৮)

সহজে বাঙ্গালি তাই বলে সব ভাষা,
পূর্ণনর জন্মিবার বাংলাতেই আশা।
বাঙ্গলা ভাষা পূর্ণ ভাষা সেই জন্য বলি,
তাই বাংলা খাই বাংলা পরি বাংলা চেলে চলি,

(১৯)

দেবভাষা সংস্কৃত জনক যাহার,
পূর্ণ ভাষা বিনা তা'কে কি বলিব আর।
হয় কিনা বুঝে দেখ যত বুদ্ধিমান,
পিতার অপেক্ষা পুত্র বেশী জ্ঞানবান॥

(২০)

তবে যতদিন সাবালক না হইবে পুত্র,
ততদিন সেই পুত্র জনকের মূত্র।
সাবালক হ'লে আর কেবা তাকে পায়,
পিতাকে বসিয়া মাথে বিগ্রহের প্রায়॥

(২১)

যিনি না চলেন লয়ে পুত্রের মন্ত্রণা,
বুঝিয়া দেখুন তাঁর কতটা যন্ত্রণা।
ডাকের বচন তাঁরা মহাপুণ্যবান,
পুত্রের নিকটে যাঁরা যুক্তি নিতে পান॥

(২২)

চিরকাল একভাবে কবে কার যায়,
বৃদ্ধ হলে ছেলে পিলে সিংহাসন পায়।
এতদিন বাংলা ভাষা ছিল নাবালক,
সংস্কৃতে ছিল তাই শাস্ত্রীয় শ্লোক॥

(২৩)

কিন্তু আপনি ঈশ্বর ক্রমে জন্ম লয়ে বঙ্গে,
যুক্তি ক'রে সংস্কৃত জনকের সঙ্গে।
সাবালক করেছেন বাঙ্গলা ভাষায়,
তাতেই ডাকের যুক্তি বাঙ্গালা কথায়॥

(২৪)

মাতর, মাদার, মেটর্ মায়ী জিব ঘুরুতে হয়,
হাঁ কল্লেই মা বেরুলো সোজা অতিশয়।
এমন সরল আর সরস ভাষার,
পক্ষপাতী না হইলে জীবন অসার॥

(২৫)

মাতৃকোলে শুয়ে যারা সেই ভাষা কয়,
কে বলে তাদের জিহ্বা পূর্ণ জিহ্বা নয়।
আজি তাই নারায়ণ বাঙ্গালার পক্ষ,
তাই সকলের তার প্রতি পড়ে গেছে লক্ষ্য ॥

(২৬)

ভাল করে না করিলে বাংলা অধ্যয়ন,
কদাচই হইবে না জ্ঞান উপার্জ্জন।
বাংলা খাও বাংলা পর বাংলা চালে চল,
আর সোণার বাংলার গুণ যথা তথা বল ॥

(২৭)

প্রমাণ—জলে স্থলে বিরচিত অবনি মণ্ডল,
দুই ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল।
স্থল ভাগ সাত খণ্ড করা যায় গণ্য,
সপ্ত ধাতু মানবের সুখভোগ জন্য ॥

(২৮)

সাত খণ্ড পৃথিবীর এশিয়া প্রধান,
এশিয়াই মানবের আদি জন্মস্থান।
এশিয়াই মহাত্মাগণের পুণ্যবলে,
সভ্যজাতি মাত্রে সব ধর্ম্মপথে চলে ॥

(২৯)

এসিয়াতে কৃষ্ণ খৃষ্ট বুদ্ধ অবতার,
এসিয়ার মোহম্মদ মহিমা অপার।
বিশেষ ভারতবর্ষ এসিয়ার সার,
এই—সাত খণ্ড মধ্যে নাই উপমা যাহার ॥

(৩০)

সমগ্র পৃথিবী খুঁজে যা যা কিছু পাই,
ভারতে অভাব তার কিছুমাত্র নাই।
ধনে মানে জ্ঞানে কিংবা বীরত্ব প্রকাশে,
কার সাধ্য দাঁড়াইবে ভারতের পাশে ॥

(৩১)

ভারতের নানা দেশে নানা তীর্থস্থান,
ভারতেই মূর্ত্তি পূজা মুক্তির সোপান।
ভারতেই গয়া গঙ্গা সর্ব্ব তীর্থ সার,
স্নানে পিণ্ডদানে কত পাতকী উদ্ধার ॥

(৩২)

ভারতেই গীতা শাস্ত্র শাস্ত্রের প্রধান,
অক্ষরে অক্ষরে যার অধ্যাত্ম বিজ্ঞান।
ভারতের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠতা যত,
ততই সে দেশ জ্ঞান ধর্ম্মেতে উন্নত ॥

(৩৩)

রূপে গুণে ভারতের উপমা কি আছে,
লক্ষ্মী সরস্বতী বাঁধা ভারতের নাচে।
এখন' অবনি তলে কে আছে এমন,
শৌর্য্য বীর্য্যে ভারতে সম্রাট যেমন॥

(৩৪)

কোন্ রাজ্যে আছে বল হেন সুবিচার,
এ যে ঠিক ত্রেতা যুগে রাম অবতার।
সেই ভারতের মধ্যে আরো বাছা দেশ,
বাঙ্গালা যাহার নাম বৈকুণ্ঠ বিশেষ॥

(৩৫)

দেখে যেতে পার কেহ ইচ্ছা হয় যদি,
বঙ্গমধ্যে বহমান সরস্বতী নদী।
এমন পণ্ডিত আর কোথাও কি হবে,
পূর্ণ নর হতে হলে বঙ্গেই সম্ভবে॥

(৩৬)

বাঙ্গালার জল বায়ু এত পরিষ্কার,
যে যে আসে এ দেশে খেতে সহ্য হয় তার।
বাঙ্গলা দেশে আছে ষড় ঋতু মূর্ত্তিমান,
বল দেখি পৃথিবীতে কোথা হেন স্থান॥

(৩৭)

পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম হয় অনুষ্ঠিত,
বঙ্গে আছে সকলেরি মঠ প্রতিষ্ঠিত।
কোন কিছু বাঙ্গালার অখ্যাতির নাই,
সুখ্যাতি সকল দিকে যে দিকে তাকাই॥

(৩৮)

অতিশয় শীত কিম্বা গ্রীষ্ম অতিশয়,
কিম্বা অতিরিক্ত বাঘ ভালুকের ভয়।
কিম্বা অতি বড় হ্রদ পর্ব্বত বা বন,
কিম্বা অতি বড় নদী কিম্বা প্রস্রবণ॥

(৩৯)

কিম্বা অতি বড় পক্ষী কিম্বা বিষধর,
কিম্বা কোন অতিরিক্ত অত্যাচারী নর।
বঙ্গদেশে কোন কিছু অতিরিক্ত নাই,
অথচ সকলি আছে যা খুঁজি তা পাই॥

(৪০)

পৃথিবীতে লোক আছে যতেক প্রকার,
সবাই প্রার্থনা করে বাংলা দেখিবার।
রত্ন-প্রসবিনী এই বঙ্গ মৃত্তিকায়,
বানর গড়িতে গেলে শিব হ'য়ে যায়॥

(৪১)

বল দেখি পৃথিবীতে কোথা হেন দেশ,
এক দেশে নানা লোক নানা রূপ বেশ।
বাঙ্গালার ঘর ঘর শঙ্খ-ঘণ্টা-রোলে
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল মত্ত করে তোলে॥

(৪২)

তাই যত পূর্ব্বকেলে ঋষি মুনিগণ
একে একে করেছেন বঙ্গে আগমন।
ঠিক আছে সেই সব আচার বিচার,
তবে খালি কালভেদে নাম ফের ফার॥

(৪৩)

বিদেশীয় লোক যত আছে বাঙ্গালায়,
পৃথিবীর কোন স্থানে তত নাই প্রায়।
সাধে কি বিদেশী লোক বাংলায় আসে ?
অমৃত মাথান আছে বাংলার বাতাসে।

(৪৪)

খাদ্যের প্রধান ধান যার চেয়ে নাই,
আয়ু বল বুদ্ধি যাতে অতিরিক্ত পাই।
সেই ধান বঙ্গে প্রায় বারমাস হয়,
বল যদি বাঙ্গালার মাটী কথা কয়॥

(৪৫)

সেই জন্তে বাঙ্গালার এতটা গৌরব,
সেই জন্তে এত শিষ্ট বাংলার মানব।
শিষ্ট না হইলে কেবা করে গণ্য মান্ত,
দেখেচ ত পেকে কত নুয়ে পড়ে ধান্ত॥

(৪৬)

বঙ্গবাসী যত জানে প্রাণের মাহাত্ম্য,
ধরাতে অনেক লোক জানে না সে তত্ত্ব।
ধন মান দিয়া এরা রক্ষা করে প্রাণ,
প্রাণরক্ষা হেতু করে অরণ্যে প্রস্থান॥

(৪৭)

বাঙ্গালার ছোট বড় প্রায় প্রতি ঘরে,
প্রাণের বিস্তার হেতু প্রাণায়াম করে।
যে দিন করিবে লাভ প্রাণায়ামে সিদ্ধি,
সেই দিন বঙ্গে হবে সত্যের শ্রীবৃদ্ধি॥

(৪৮)

বীরত্বের বাহাদুরি মোটে নাই বঙ্গে,
বঙ্গবাসী সারা খালি প্রাণের আতঙ্কে।
স্বাধীনতা বাঙ্গালির বাঞ্ছনীয় নয়,
অধীন থাকিতে এরা প্রিয় অতিশয়॥

(৪৯)

জাতিকুল শীল দিয়ে সম্রাটের করে,
ইচ্ছা খালি নির্ব্বিবাদে শান্তি ভোগ করে।
জ্ঞান ধর্ম্ম চর্চ্চা লয়ে থাকে দিবানিশ,
আর নায় খায় শোয় করে রাজাকে আশীষ্॥

(৫০)

রাজগৃহে পাছে হয় পাপের সঞ্চার,
এই ভয়ে বাঙ্গালির অস্থি-চর্ম্ম সার।
কারণ রাজপুণ্যে প্রজাবৃদ্ধি রাজপাপে ক্ষয়,
তাতেই সর্ব্বদা খোঁজে সম্রাটের জয়॥

(৫১)

এই সব কারণেতে করি অনুমান,
বঙ্গ হেতু বিধাতার পৃথিবী নির্ম্মাণ।
এমন বাংলায় যেবা না-গাহিবে যশ,
কদাচ হবে না তার প্রকৃত পৌরুষ॥

লোকান্তরের কথা ।

(১)

আমাদের ছিল সব পূর্ব্ব লোক যত,
সকলেই হয়েছেন পরলোক গত।
আমরাও চলে যাব কিছুদিন পরে,
পৃথিবীতে আসা মাত্র দুদিনের তরে॥

(২)

এরূপ চিন্তায় যারা দিবানিশি থাকে,
ওর মধ্যে ধনে মানে যশে দৃষ্টি রাখে।
তারা কি কখন আর অকালেতে মরে,
শত কুড়ি বর্ষ আয়ু হেসে ভোগ করে॥

(৩)

ও কটা কাজেতে যার যত বেশী কম,
তত তার কালাকালে মৃত্যুর নিয়ম।
ও কটা কাজেতে যার দৃষ্টি নাই মোটে
বাহন সহিত যেই তাড়াতাড়ি ছোটে॥

(৪)

কাঙ্গাল গরিবে যার না গাহিল যশ,
নরাকারে এসে তার কিসের পৌরুষ।
কামনা কি করে কেহ সে ছেলের তরে,
না সে রকম ছেলে হলে পিতৃলোক তরে?

(৫)

আপদে বিপদে যাকে না ধরিল কেহ,
মিথ্যা জন্ম তাহাদের মিথ্যা নরদেহ।
যাহার কাছেতে হ'ল যাচক বিমুখ,
সে জীবনে কিবা সুখ না থাকাই সুখ॥

(৬)

বঞ্চিত না হ'য়ে যদি কিঞ্চিৎ ও পায়,
মানবের মধ্যে ব'লে তবু ধরা যায়।
হৃদয় না গলে যার পরদুঃখ দেখে,
কি জন্য তাহারা তবে লেখা পড়া শেখে।

(৭)

নরলোকে এসে এই অহংকার চাই,
নরবেশে এসে আমি নরকে না যাই।
নারকী তাহাকে বলি হীন কার্য্য যার,
স্বর্গবাসী বলি যার কার্য্য প্রশংসার॥

(৮)

ধনে মানে জ্ঞানে লয়ে সন্ততি সন্তান,
ক্ষুধার্ত্তে শীতার্ত্তে করে অন্ন বস্ত্র দান।
যাঁহারা কাটান কাল ইত্যাদি প্রকারে;
তাঁহারাই স্বর্গবাসী ডাকের বিচারে॥

(৯)

আকাশেতে দেখ যত হীরকের খণ্ড,
উহাদের নাম হ'ল অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড।
পৃথিবী অপেক্ষা ওরা বড় সমুদয়,
বহু দূরে আছে বলে ছোট বোধ হয়॥

(১০)

উহাতেই বাস করে দেবতা সকল,
বিধান করেন তাঁরা নরের মঙ্গল।
তাঁহাদের প্রতি যারা লক্ষ্য রেখে চলে,
সুখে কাল কাটে তারা এসে ধরাতলে॥

(১১)

ধন হয় মান হয় দীর্ঘ আয়ু পায়,
ভূতে এনে ঘরে বয়ে টাকা দিয়ে যায়।
অবশেষে তাঁহাদের পারিষদ হন,
ইহাকেই বলে ডাক লোকান্তে গমন॥

(১২)

উহাদের প্রতি যারা লক্ষ্য নাহি রাখে,
পৃথিবীতে তারা অতি মনঃকষ্টে থাকে।
রোগ হয় শোক হয় হয় অর্থকষ্ট,
অথচ অকালে হয় শরীর বিনষ্ট॥

(১৩)

তারা কি করিতে পারে লোকান্তে গমন,
স্থানান্তর হয় মাত্র ডাকের বচন।
না পায় এখানে স্থান না পায় সেখানে,
শূন্যে বিচরণ করে জলে পুড়ে প্রাণে॥

(১৪)

ঈষৎ তাদের প্রতি দৃষ্টি থাকে যার,
স্বপ্ন সুখ তুল্য সুখ শূন্যে ভোগ তার।
হয় যেন রাজা হয়ে রাজ্য ভোগ করে,
নয় যেন পৌঁছিয়াছে লোক লোকান্তরে॥

(১৫)

আদতে তাঁদের প্রতি দৃষ্টি নাই যার,
স্বপ্ন দুঃখ তুল্য দুঃখ শূন্যে ভোগ তার।
কখন বা মনে করে বাঘে ধরে খেলে,
কখন বা গায়ে যেন অগ্নি দিলে জ্বেলে॥

(১৬)

এ সব দেবতা যাঁর হুকুমেতে চলে,
তাঁকেই দেবাদিদেব মহাদেব বলে॥
তাঁহার খোঁজেতে থেকে প্রয়োজন নাই,
দেবতাগণের প্রতি দৃষ্টি রাখা চাই।

(১৭)

কারণ এসব দেবতা যাঁর প্রতি তুষ্ট হন,
নিজে তিনি তাঁর কাছে প্রকাশিত হন।
তাঁহাকে দেখিতে পায় কার হেন সাধ্য,
কিন্তু আট ঘাট বেঁধে গেলে দেখা দিতে বাধ্য॥

(১৮)

বিশেষতঃ তাঁরা সব অন্তর যামীনী,
চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে দিবস যামিনী।
মানবের আন্তরিক্ষ চিন্তা বুঝে সুজে,
দণ্ড পুরস্কার দেন নিজে খুঁজে খুঁজে॥

(১৯)

দণ্ড দিতে তাঁহাদের দণ্ড দে'য়া নয়,
দণ্ড মধ্যে করুণার পাই পরিচয়।
পুরস্কারের বেলা কল্পতরু প্রায়,
আশার অধিক মেলে আরো পাওয়া যায়॥

(২০)

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত দেবলোক আছে,
চন্দ্রলোক সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের কাছে।
চন্দ্রলোক-বাসী দেবে লক্ষ্য রাখে যারা,
কবি হয়ে নানা সুখ ভোগ করে তারা॥

(২১)

সুখ স্বপ্ন ভোগে যারা মানবের মধ্যে,
তাদের পুণ্যের কথা বলা ভার পদ্যে;
কারণ সংক্ষেপে বলিতে হয় লিখি যদি পদ্য।
বিস্তারে বলিতে হলে লেখা চাই গদ্য॥

(২২)

চন্দ্রলোকে নাই জন্ম জরা মৃত্যু ভয়,
তবে মর্ত্ত্যেতে আসেন তাঁরা হলে ভোগক্ষয়।
তা বলে কি এসে তাঁরা গর্ভজ্বালা পান,
সুখস্বপ্নী মানবের গায়ে মিশে যান॥

(২৩)

তাঁর পুণ্যে নিজ পুণ্য করে দিয়া যোগ,
বহুকাল করে হেথা নানা সুখ ভোগ।
হেথাকার সুখ ভোগ হলে সমাপন,
যথাযোগ্য লোকে পুন করেন গমন॥

(২৪)

চন্দ্রলোকবাসীদের ক্ষমতা এমন,
পারেন তথায় যেতে যথা হয় মন।
এত বেগে যান তাহা বোলে উঠা ভার,
চলেনা মনের সঙ্গে তুলনা তাহার॥

(২৫)

করিতে পারেন তাঁরা শূন্যে বিচরণ,
নরেও মিশিয়া যান স্বস্থানেও রন।
নরের মঙ্গল হেতু যথা থাকা চাই,
তাহাতে তাঁদের কভু অবহেলা নাই।

(২৬)

মানুষেতে এ রকম যন্ত্র সৃষ্টি করে,
যে যে কথা মুখে বলে তদ্দণ্ডে ধরে।
আবার সময়ে সেই যন্ত্রীর কৌশলে,
কলে লেখা কথা গুলি ঠিক মুখে বলে।

(২৭)

ঠিক্ ঠাক্ কথাগুলি লেখা থাকে কলে,
সকলেই জানে তাকে ফণোগ্রাফ বলে।
আর বিধাতার এ রকম ক্ষমতা কি নাই?
যে মানবের চিন্তা ধরে রাখে কোন ঠাঁই?

(২৮)

অবশ্যই চিন্তা ধরা যন্ত্র আছে তাঁর,
তা না হলে তাঁতে নরে প্রভেদ কি আর।
ইথর তাঁহার সেই যন্ত্রটীর নাম,
ডাকের বচন তাঁর যন্ত্রকে প্রণাম॥

(২৯)

কারণ মনেতে কোন চিন্তা হবা মাত্রে,
চিন্তাগুলি লেখা হয় ইথারের গাত্রে।
ভাল মন্দ যে যা কিছু চিন্তা করি মনে,
চিন্তামাত্রে পৌছে দেবগণের সদনে॥

(৩০)

আবার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যত কর নিরীক্ষণ,
পরস্পরে সংলগ্ন আছে টেলিফোন।
কোন চিন্তা পৌছে যদি যে কোন ব্রহ্মাণ্ডে,
জানা জানি হয়ে যায় সব তদ্দণ্ডে॥

(৩১)

সকল দেবতা মিলে সুবিচার কোরে,
দণ্ড পুরস্কার দেন চিন্তা ধোরে ধোরে।
সেই জন্যে ভেবে চিন্তে চিন্তা করা চাই,
যে চিন্তা করিলে খালি পুরস্কার পাই॥

(৩২)

তাঁকে মানি না মানি বা ক্ষতি বৃদ্ধি নাই,
তাঁর যন্ত্রকে প্রণাম করা অবশ্যই চাই।
ইশ্বর অনন্তব্যাপী সর্ব্বঠাঁই আছে,
খুব সাঁচা থাকা চাই ইশ্বরের কাছে॥

(৩৩)

লক্ষ্য রেখে চলে যারা চিন্তা ধরা কলে,
তাঁহাদের প্রতি তুষ্ট দেবতা সকলে।
কারণ দেবতাগণের মনে সদা এই ভয়,
কি জানি কাকেও পাছে দণ্ড দিতে হয়॥

(৩৪)

সর্পাঘাত বজ্রাঘাত আত্মহত্যা করা,
নানাবিধ পীড়া কিম্বা ডুবে পুড়ে মরা।
এ সকল তাঁহাদের বিচারেই হয়,
তবে ভূতের দ্বারায় হয় নিজ হস্তে নয়॥

(৩৫)

হাকিমে হুকুম দেন ফাঁসি শূলি বটে,
তা বলে কি তাঁহাদের নিজ হস্তে ঘটে।
হুকুমের পরে তাঁরা যাদৃশ কাতর,
দেবতাগণের কষ্ট তাহার উপর॥

(৩৬)

তাঁহারা আছেন ব্যস্ত পুরস্কার দিতে,
আরো ব্যস্ত হন যদি চেষ্টা করি নিতে।
দায়ে পড়ে তাঁরা খালি দণ্ড দেন নরে,
শিক্ষা দিতে যাতে আর অপরে না করে॥

(৩৭)

থোড়ের ভিতরে থাকে যে রকমে অাঁশ,
ভিতরে মানব তেম্নি ফাঁকে হাড় মাস।
এঁশো টা কি কাটে যদি থোড় কাটে কেহ,
তেম্নি—মানবের মৃত্যু নাই মরে মাত্র দেহ॥

(৩৮)

এঁশো টা জড়িয়ে যায় কাটারীর গায়,
মানবের গায়ে গায়ে মানব মিশায়।
তবে খালি পাপ আর পুণ্য অনুসারে,
প্রবেশ করেন গিয়ে বিভিন্ন আধারে॥

(৩৯)

পাপ কিছু বেশী হ'লে মৃত্তিকায় মেশে,
কিছু কম হলে গিয়ে [illegible] প্রবেশে।
আর কিছু কমে যায় যথাযোগ্য জীবে,
আরো কমে যথাযোগ্য নরে প্রবেশিবে॥

(৪০)

তবে যা'রা ক্রমে সূক্ষ্ম ভূতে মিশে যায়,
কিছু প্রয়োজন নাই তাদের কথায়।
তারা—উল্লুক গরিলা মধ্যে ধরিলেই চলে,
দেখিতে নরের মত নর নয় ফলে॥

(৪১)

আরো ক্রমে মিশে যায় শূন্যচারী নরে,
শূন্যে যারা নানাবিধ দুঃখ ভোগ করে।
আরো ক্রমে মিশে যায় সুখস্বপ্নী গায়,
নানাসুখে শূন্যে যারা ঘুরিয়া বেড়ায়॥

(৪২)

আর—আদতে না থাকে যদি পাপের সঞ্চার,
তা'হলেই লোকান্তরে গতি হয় তার।
যাইবার কালে কিন্তু বাতাসেতে তার,
হ'য়ে যায় কত শত পাতকী উদ্ধার॥

(৪৩)

কিন্তু যারা মিশে যায় কবিদের গায়,
পৃথিবীতে ব'সে তারা স্বর্গসুখ পায়।
লোকান্তরে তাহাদের নাই প্রয়োজন,
কবি হইবার ওটা পূর্ব্ব আয়োজন॥

(৪৪)

সকল লোকের মধ্যে নরলোক ধন্য,
নরলোকে আগমন পরীক্ষার জন্য।
পরীক্ষাও নহে বড় সহজ ব্যাপার,
পরীক্ষায় পাশ হ'লে পূর্ণ অবতার॥

(৪৫)

অন্য অন্য লোক তাঁর হুকুমেই চলে,
সর্ব্বদা থাকেন নিজে পরীক্ষার স্থলে।
কারণ— পরীক্ষায় পাশ যদি হয় কোন জন,
তাঁকে—পুরস্কার দিতে হয় নিজের আসন॥

(৪৬)

তাই— নরের নামেতে হরি প্রাণে ভয় পান,
কারণ—নরের কাছেতে তিনি ধরা পড়ে যান।
ডাকের প্রার্থনা অন্য লোকে কাজ নাই।
নরলোকে স্থান যেন যুগে যুগে পাই॥

———

ব্রহ্ম নিরূপণের কথা।

অঙ্কশাস্ত্রে অনুমানে স্থিত ফল পাই,
প্রমাণ প্রয়োগ এর প্রয়োজন নাই।
পৃথিবীর অনেকেই অঙ্কশাস্ত্র জানে,
অনেক অস্থিত অঙ্ক কসে অনুমানে।

সঙ্গীত বিদ্যাটি আরো সূক্ষ্ম অতিশয়,
অনুমানে পাওয়া যায় অস্থিত বিষয়।
সঙ্গীত বিদ্যায় যাঁর আছে অধিকার,
একথাটি তাঁর কাছে ভারী প্রশংসার।

ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ আরো সূক্ষ্ম ভাই,
অনুমানে অনুমেয় অবিষয় পাই।
ব্রহ্ম নিরূপণে যাঁর যত অনুমান,
একথাটি তাঁর কাছে তত মূল্যবান।

ব্রহ্মনিরূপণের কথা।

(১)

পৃথিবীতে অগ্নি আছে সূর্য্য আছে ব'লে,
অগ্নিশূন্য হ'ত ধরা সূর্য্যশূন্য হ'লে।
সূর্য্যের দ্বারায় তত উপকার নাই,
অগ্নির দ্বারায় যত উপকার পাই॥

(২)

অন্ন আদি করি পাক যা খাইয়া বাঁচি,
দগ্ধ করি মৃত দেহ গড়ি ছুরি কাঁচি।
তামাক চুরোট খাই তপ্ত করি জল,
অগ্নির দ্বারায় চলে কত শত কল॥

(৩)

বিধাতা আছেন ব'লে আছে যত নর,
ধরা—নরশূন্য হ'ত তিনি না থাকিলে পর।
বিধাতার দ্বারা তত উপকার নাই,
নরের দ্বারায় যত উপকার পাই॥

(৪)

লেখা পড়া শিক্ষা করি গড়ে অলঙ্কার,
কত শত রকমের গড়ে ঘর দ্বার।
কত কার কাছে শিখি কত রূপ যোগ,
ভাল করে কত শত বড় বড় রোগ॥

(৫)

সূর্য্য আর অগ্নি দুই এক বস্তু ঠিক,
তেজতত্ত্বে উভয়ের মাত্রা অল্লাধিক।
নরে নারায়ণে তেম্নি এক বস্তু ঠিক,
তেজতত্ত্বে উভয়ের মাত্রা অল্লাধিক॥

(৬)

সূর্য্যকে দেখিতে পাই সময় সময়,
অগ্নির সহিত তাই উপমিত হয়।
নারায়ণ চর্ম্মচক্ষে দেখিবার নয়,
মনে মনে অনুমানে বুঝে নিতে হয়॥

(৭)

অংশ কিম্বা পরিমাণ কিছু নাই যার,
অথচ অস্তিত্ব আছে, বিন্দু নাম তার।
এ কথা যেমন মনে বুঝে নিতে হয়,
আরো—কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মেতে হয় ঈশ্বর নির্ণয়॥

(৮)

অংশ আর পরিমাণ দুই আছে যার,
অথচ অস্তিত্ব নাই করিয়া স্বীকার।
অনুমানে যার ইহা অনুভব হয়,
তাঁহারি কাছেতে হয় ঈশ্বর নির্ণয়॥

(৯)

বিধাতার অংশে এই জগৎ সৃজন,
অংশ আছে ব'লে তাই হ'ল নিরূপণ।
পরিমাণ করিবার সাধ্য কারো নাই,
পরিমাণ আছে বোলে সিদ্ধ হ'ল তাই॥

(১০)

বিন্দু সবে অনুমানে দেখিবারে পাই,
অস্তিত্ব আছে বলে স্থির হ'ল তাই।
বিধাতাকে অনুমানে দেখিবার নয়,
অস্তিত্ব নাই বলে হইল নিশ্চয়॥

(১১)

তবে তিনি নিজে যথা প্রকাশিত হন,
তিনিই দেখিতে পান বিধাতা কেমন।
দরশন না দিলে কি দরশন পায়,
তাঁর দরশন পেলে তিনি হয়ে যায়॥

(১২)

সকল হৃদয়ে আছে বিধাতার স্থান,
সকল হৃদয়ে তিনি সদা মুর্ত্তিমান।
প্রকাশের তরে তিনি নিজে যত্নবান,
প্রকাশ না হ'তে পেলে স্থানান্তরে যান॥

(১৩)

নিজের কাছেতে যারা থাকে গোপনীয়,
বিধাতা তাদের কাছে অদরশনীয়।
নিজের কাছেতে যারা সর্ব্বদা প্রকাশ,
বিধাতা করেন তার হৃদয়েতে বাস॥

(১৪)

যত দেখ চন্দ্র কিম্বা সূর্য্য অগণন,
ইহাঁদের সকলের কেন্দ্র নারায়ণ।
সকলেরি গতি সেই কেন্দ্র অভিমুখে,
কেন্দ্রেতে পৌঁছিলে থাকে নিরন্তর সুখে॥

(১৫)

কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী যত হয় জীব,
তাঁহার বাতাসে ক্রমে তত হয় শিব।
অর্থাৎ তাহার তত সুখ দুঃখ যায়,
ভাবে গেলে তবে কেন্দ্রেতে মিশায়পূর্ণ॥

(১৬)

কিন্তু—সেই কেন্দ্র নেমে আসে মানবের মনে,
একান্তে যাহারা থাকে তাঁর অন্বেষণে।
তারাই জীবন-মুক্ত নরের প্রধান,
ধনে মানে থাকে লয়ে সন্ততি সন্তান॥

(১৭)

এখন খুঁজিতে হবে কোথা নারায়ণ,
আর—কি কোরে তাঁহার সঙ্গে হয় দরশন।
ডাকের বচন তিনি মস্তক উপরে,
বাল্যকালে যেখানেতে ধুক ধুক করে॥

(১৮)

কুণ্ডলিনী শক্তি যাকে পণ্ডিতেরা বলে,
সেই শক্তি দিয়া জীব সর্ব্বদাই চলে।
সেই শক্তি করে যদি আজ্ঞাচক্র ভেদ,
তা হ'লেই মেটে হরি দরশন খেদ॥

(১৯)

যদিও না করে ভেদ আজ্ঞাচক্রে বয়,
তা হলেও তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়।
কথাবার্ত্তা হতে হতে এত মজে মন,
যে—অলক্ষ্যে তাঁহার সঙ্গে হয় দরশন॥

(২০)

যারা যত বিধাতার দূরে বাস করে,
তারা তত বিধাতাকে বড় জ্ঞান করে।
যারা যত বিধাতার কাছে বাস করে,
তারা তত বিধাতাকে ছোট জ্ঞান করে॥

(২১)

কিন্তু—যাহার হৃদয় মধ্যে বিধাতার ঠাঁই,
তাঁর কাছে নারায়ণ আঁদতেই নাই।
তা বলে কি নাই ঠিক নাস্তিকের মত,
অর্থাৎ—প্রকৃত পক্ষেতে তাঁর প্রাণ হরিগত॥

(২২)

সাধুকে সাধুতে চেনে চোরে চেনে চোর,
গাঁজা-গুলি-খোরে চেনে গাঁজা-গুলি-খোর।
হরিকে চিনিতে হলে হরি হতে হয়,
হরি হতে করা চাই রিপুদিকে জয়॥

(২৩)

কত লোক পৃথিবীতে হয়েছে মরেচে,
কত রকমের কাজ কত কে করেছে।
তোমা আমাকেও কিছু কোরে যেতে হবে,
নানাবিধ ঋণে পাব অব্যাহতি তবে॥

(২৪)

ভব সমুদ্রের মাঝে নতুবা ঘুরিব,
কত ভূত পেরেতের উদর পূরিব।
কিন্তু—পরপ্রাণে পারি যদি পূরে নিতে প্রাণ,
তা হলেও কিছু পাব মুক্তির সন্ধান॥

(২৫)

বলিয়া গেছেন কেহ মুখে দু'টো কথা,
করিয়া গেছেন কেহ সাধ্য মত যথা।
হইয়া গেছেন কেহ যথাযোগ্য নর,
বলে না করেনা যারা তারাই বানর॥

(২৬)

মুখে যারা বলে যায় করে যায় পরে,
নিজে মুক্ত নয় তারা মুক্ত করে পরে।
কিন্তু তারা পর প্রাণে পূরে লয় প্রাণ,
তাতেই দেখিতে পায় স্বর্গের সোপান॥

(২৭)

মুখে বলা কাজে করা দুই থাকে যাঁর,
তিনিই সময়ে হন পূর্ণ অবতার।
বলাতেও মজা নাই করাতেও নাই,
হ'য়াতেই যত মজা তাই গুণ গাই॥

(২৮)

বলিতে হইলে চাই কাঁচা কথা বলা,
করিতে হইলে চাই কথামত চলা ।
হইতে হইলে চাই বলা করা সায়,
তা'কেই মানব বলে ডাকের কথায়

(২৯)

টাকা সিকি দেখ কিম্বা আধুলি দুয়ানি,
সকলেই সমভাবে আছে মহারাণী ।
মুকুট মুকুতা মালা নাক মুখ কাণ,
পোষাক ইত্যাদি দেখ সকলি সমান ॥

(৩০)

তা বলে কি কিছু মাত্র ভেদ নাই তায় ?
দুয়ানি সিকিতে ছোট বড়টী টাকায় ।
তেমি—ব্রহ্ম হ'তে স্তম্ব আদি সব ব্রহ্মময়,
সর্ব্বভূতে সম বটে ঠিক সম নয় ॥

নানা কথা।

১

পৃথিবীতে যত যার বেশী ধনজন,
তত তার বিধাতাকে ডাকা প্রয়োজন।
পৃথিবীতে যত যার কম ধনজন,
তত তার বিধাতাকে ডাকা প্রয়োজন॥

২

বেশীতে ডাকিলে আর কম কভু হয় না,
কমেতে ডাকিলে আর কম কভু রয় না
তভেলা না যতক্ষণ এক সুর বলে,
ততক্ষণ হাতুড়ীর ঠুক্‌ঠাক্ চলে॥

৩

নরে না যাবৎ করে হরি নাম সার,
ততদিন রোগ শোক বিবিধ প্রকার।
অর্থকষ্ট স্বাস্থ্য নষ্ট আত্মীয় বিচ্ছেদ,
সংঘটন হলে তাই মিছে করা খেদ॥

৪

ওসকল বিধাতার হাতুড়ী-আঘাত,
কারণ যে কোনো প্রকারে করি তাঁকে প্রণিপাত
যার প্রতি বিধাতার যত বেশী দৃষ্টি,
তার প্রতি তত হয় গোলাগুলি বৃষ্টি ॥

৫

আর বিধাতার প্রতি যার যত বেশী দৃষ্টি,
তাহার উপরে হয় তত পুষ্পবৃষ্টি ।
পাপ কিছু কম হলে অর্থ কষ্ট হয়,
বেশী হলে স্বজনাদি বিচ্ছেদের ভয় ॥

৬

আরো বেশী হ'লে হয় ব্যাধির সঞ্চার,
আর পাপে পরিপূর্ণ হ'লে মৃত্যু হয় তার ।
উন্মুর হ'লে ঢীন টিপে দিই কান,
জোয়ারে বসিতে হয় হইলে বেতান ॥

৭

জোড় জাড় খুলে গেলে পুটীন লাগাই,
আর নিতান্ত হইলে যদি ভেঙ্গে ফেলা চাই ।
অর্থ কষ্ট কমে যায় ধর্ম্মপথে চলে,
শোক তাপ কমে যায় ব্রহ্মচর্য্য করে ॥

৮

সাত্ত্বিক আহারে করে ব্যাধি উপশম,
আর মরিবার আগে মোলে কেন ছোঁবে যম।
বিধাতার কাছে কিছু অবিচার নাই,
নিজ দোষ গুণে ফল মন্দ ভাল পাই॥

যে ছুটী বস্তু আছে দেহে Lungs আর Heart,
সেই ছুটী শরীরের principle part।
Regular রূপে যার এই ছুটী চলে,
Perfect man ডাক্ তাহাকেই বলে।

১০

Lungs regular হয় যোগাবলম্বনে,
Heart regular হয় সাত্ত্বিক ভোজনে।
যারা সাত্ত্বিক আহার করে শিক্ষা করে যোগ,
তারাই করিতে পারে শান্তি সুখ ভোগ।

১১

রোগ শোক হ'ক কিম্বা অন্ন কষ্ট পাই,
কিছুতেই কিছু যার উৎকণ্ঠা নাই।
তিনিই নরের মধ্যে পেয়েছেন শান্তি,
ডাকের মুখের কথা পৈত্তিকে ভ্রান্তি॥

১২

ধর্ম্মের সঞ্চার যার হয়ে আসে যত,
তত তার ক্রমে হয় রিপু অনুগত।
অর্থাৎ হইলে কোন রিপু উত্তেজন,
তৎদণ্ডে পারে তাহা করিতে দমন॥

১৩

দেহের মধ্যেতে আছে যে রকমে আমি,
জগতের মধ্যে তেম্নি জগতের স্বামী।
প্রথমে আমার সঙ্গে দেখা করা চাই *
তার পরে নারায়ণ দরশন পাই॥

১৪

পৃথিবীর লোক মাত্রে ভয়েতেই আছে,
এত ভয়ে তবু আশী পঁচাশীও বাঁচে।
এতে যদি কিছু থাকে সাহসের লেশ,
কেন না পাইবে শত ত্রিংশতি বয়েস॥

১৫

সাহস বিশ্বাস আর ধর্ম্ম নির্ভরতা,
এই তিন দেবী হন সম্পদের মাতা।
আতঙ্ক সন্দেহ আর অধর্ম্ম রাক্ষসী,
দুঃখের জননী এই তিন পাপীয়সী॥

* অর্থাৎ আত্মদর্শন

১৬

যিনি যাকে দেন তাঁর হৃদয়েতে স্থান,
তিনি তাঁর গুণে দোষে সুখ দুঃখ পান।
সুখ বলো দুঃখ বলো সহজে কি হয়,
সবার জননী আছে বৃত্তি যাকে কয়॥

১৭

বিপদের কালে এই ভেবে নিতে হয়,
এরূপ বিপদ কভু থাকিবার নয়।
সম্পদের কালে এই ভেবে নিতে হয়,
এরূপ সম্পদ কভু থাকিবার নয়॥

১৮

এরূপ ভাবনা যারা দুকালেতে ভাবে,
নিশ্চিত জানিবে তারা চিরসুখ পাবে
অবশ্যই হয় তারা বিপদে উদ্ধার,
সম্পদে বিপদ কভু আসিবে না আর॥

১৯

বিপদে সম্পদে যারা যতটা অস্থির,
তত তারা ভোগ করে দুঃখ পৃথিবীর
স্থির ভাবে যারা করে সহ্য এই সব,
তারাই নরের মধ্যে প্রকৃত মানব।

২০

ধন মান যশ লাভ কি কোরে যে করে,
ইহার সন্ধান জানে অধিকাংশ নরে।
অধিকাংশ লোক তাই থাকে ধনে মানে,
বিবিধ কৌশল আছে যে যেমন জানে ॥

২১

কিন্তু অমরত্ব লাভ হেথা কি কোরে যে করে,
ইহার সন্ধান জানে অতি অল্প নরে।
অতি অল্প লোক তাই অমরত্ব পায়,
আর এক ভিন্ন নাই এর দ্বিতীয় উপায় ॥

২২

অশ্বথামা বলি ব্যাস হনুমান বীর,
ইত্যাদি যে সপ্তজন রত্ন পৃথিবীর।
ইহাদেরো ছিল এই মর্ত্ত লোকে বাস,
তবে অমর বলিয়া নাম কি জন্য প্রকাশ ॥

২৩

ফলে কালের উচিত যারা পূর্ণকাল পায়,
অমর তাদের নাম ডাকের কথায়।
পেতে যারা ইচ্ছা করে খায় তারা বেছে,
তাহলেই থাকা যায় বহুকাল বেঁচে ॥

২৪

ডাকের বচন আমি ধর্ম্মেতে খালাস,
অকাতরে কর যার যথা অভিলাষ।
অকাতরে বলিলাম নিজে যাহা করি,
লজ্জা ঘৃণা ভয় নাই মরি আর তরি ॥

২৫

দেহ রেখে দিতে যদি বেশী দিন চাও,
নিরামিষ খাও আর মায়া ছেড়ে দাও।
তুমি স্বধু ছেড়ে দিলে হয়ে উঠা ভার,
তোমাকে যাহাতে ছাড়ে চেষ্টা চাই তার ॥

২৬

জয় মা করুণাময়ী প্রণমি চরণে,
দাসের কামনা নাহি বাঁচনে মরণে।
তব শ্রীচরণে দাস এই ভিক্ষা চায়,
পাঠক মণ্ডলে যেন অমরত্ব পায়।

(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।)